ড. কারীম আশ-শাযিলী

মধুময়ী ভালোবাসা

ভাষান্তর

রুকাইয়া মাবরুরা

মখমলী ভালোবাসা

ড. কারীম আশ-শাযিলী

রাইয়ান প্রকাশন

“ হৃদয় ছাড়া কোনো মানুষের অস্তিত্ব হয় না। হৃদয় মারা গেলে সবাই তাকে পরিত্যাগ করে। কারণ সে তো আর মানুষ নেই। আস্ত একটা কাষ্ঠখন্ড।

“ - হে আল্লাহ! আমাদের এমন ইলম দিন যা আমাদের উপকারে আসবে। এবং আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন।

উৎসর্গ

১. আমার এই উপহারের নগন্যতা কেউ বিবেচনা করবেন না। ভাববেন না, কতবড় দুঃসাহস! বরং উপহারদাতার হৃদয়টা চেখে দেখুন। আমার অন্তর নিজের চেয়েও যাকে ভালোবাসে—মুহাম্মাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

২. আমার হৃদয়ের গভীর আধাঁরে যিনি জ্বালিয়েছেন দ্বীনের মশাল। জীবনে এনেছেন নিয়ামতের বারিধারা। ফুটিয়েছেন ভালোবাসার প্রভাত। যার দয়া-মায়ায় আমি প্রতিনিয়ত জীবনযাপন করছি। আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জান-মাল সবই যার জন্য; সেই মহামহিম রবের তরে।

৩. মমতাময়ী আম্মিজান ও আব্বুজান।

যাদের আলিফ বা'র পাঠশালায় শেখা আমার সততা আর ত্যাগের জ্ঞান। যারা ভালোবাসার প্রাসাদ নির্মাণে শ্রম দিয়েছেন। ভালোবাসার সংজ্ঞাটা আমি যাদের থেকে শিখেছি তাদের প্রতি আমার ক্ষুদ্র উৎসর্গ।

৪. আফিয়া মা'সূমা।

তোমার একটি সুন্দর ঘর হোক। অনাগত ভবিষ্যৎ হোক ফুল-পাখিদের মতো বাধাহীন, উচ্ছ্বসিত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটুক জান্নাতি সুবাসে। যে রবের জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেই রবও তোমাকে ভালোবাসুন। ভালো রাখুন।

“ ভালোবাসা না থাকলে দেখা যেত না দু’ডালের মাঝে প্রেমের অনুরণন। হরিণির প্রতি হরিণের মায়া। জমিনের পিপাসা মেটাতে মেঘেদের কান্না। বসন্তের রঙ দেখে প্রকৃতির মুচকি হাসি। এতকিছুর মাঝে দাম্পত্যের ভালোবাসাই হলো আসল প্রেম।

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমিকদের শহরে প্রবেশের প্রস্তুতি নাও।

লেখক পরিচিতি

ড. কারীম আশ-শাযিলী। একজন প্রথিতযশা মিসরী সাহিত্যিক। প্রথম বই লিখেছিলেন দু'হাজার পাঁচ সালে— ইলা হাবিবাইনি (মখমলী ভালোবাসা), যেটা বিক্রি হয়েছিল প্রায় অর্ধ মিলিয়ন কপি। বইটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, মালায়, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রায় দশটি ভাষায়।

এরপর থেকে তাঁর কলমে অংকিত হয়েছে মানবিক, পারিবারিক, সামাজিক, দাম্পত্য, আত্ম উন্নয়নমূলক সমস্যার জ্যামিতিক সব সমাধান।

এছাড়া ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ব্লগে রয়েছে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ। লিখেছেন "আদ দুসতূরুল মিসরিয়্যাহ", "আত তাহরীর", ''নিসফুদদুনইয়া" সহ প্রায় অর্ধ ডজন মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায়। মিসর, জর্ডান, সৌদি, ফিলিস্তিন, সুদান সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাগুলোতে পঠিত হচ্ছে লেখকের গবেষণাপত্র।

লেকচার উপস্থাপনাতেও মুন্সিয়ানা প্রভাব লেখকের। বক্তৃতা করেছেন অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের জমায়েতে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডক্টরেট করে কাজ করেছেন রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলে।

অনুবাদকের কলাম

মহামহিম রবের প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ জ্ঞাপনের পরে সোজাসাপটা এই বইটির মূল লেখক ড. কারীম আশ শাযিলীর জন্য দুআ' এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রব্বে কারীম তাকে এবং তাঁর আপনজনদেরকে জাযায়ে খায়ের দিন এবং ইসলামের উপর অটল রাখুন। আমীন।

লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় আমরা এই বইতে উল্লেখ করেছি। লেখকের দারুণ কলাকৌশলীতে রচিত হয়েছে অসংখ্য কিতাব। বক্ষমান গ্রন্থটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, প্রায় অর্ধ মিলিয়ন কপি বিক্রি হওয়া এবং বহুল ভাষায় অনূদিত হওয়া একটি পাণ্ডুলিপির অনুবাদ। মূল আরবি নাম ছিল *"ইলা হাবিবাইনি"*। নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বাংলায় এর নামকরণ করলাম *"মখমলী ভালোবাসা"*। সত্যি বলতে নামের মাঝেই ফুটে আছে বইটির বিষয়বস্তু। বইটি পড়তে গিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন, এটা বিয়ে সম্পৃক্ত গতানুগতিক ধারায় রচিত কোনো বই নয়। বরং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লিখিত একটি চমকপ্রদ তথ্য এবং নির্দেশনাভিত্তিক বই।

অনুবাদের ব্যাপারে যে কথা না বললে নয় তা হল—এই ময়দানে আমি সম্পূর্ণ নতুন। এ কারণে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা অপরিপক্কতা হয়ত পাঠক লক্ষ্য করবেন। প্রচুর চেষ্টা চালিয়েছি যেন বইটা পড়তে গিয়ে পাঠক কোথাও হোঁচট না খান। মৌলিকের স্বাদ রক্ষার চেষ্টা করেছি। সাথে সহজপাঠ্য হিসেবে বাংলায়নে যথেষ্ট সহজ শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছি।

আমি বিশ্বাস করি, আমার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা প্রদানকারী কেবলমাত্র আমার রব। তাই এই বইয়ের যতটুকু সাফল্য, তার সবটুকুর জন্যেই রবের অপরিসীম শুকরিয়া। এর ভুলটুকু আমার পক্ষ থেকে, সে জন্য প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

এটা কোনো ওহী নয়। তাই ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আর আমরা তো মানুষ! মানুষ তো ভুল থেকেই শেখে। যথাসম্ভব বানানগুলোকেও নির্ভুল রাখার চেষ্টা করেছি। সচেতন পাঠক যদি কোনো স্থানে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি খেয়াল করেন, তবে জানানোর বিনীত অনুরোধ পেশ করছি।

জীবন যেমন ফুলশোভিত নয়, কিছু বন্ধুরতাও আছে; তেমনই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কাটা আছে। শুধু প্রেম- ভালোবাসা, আদর-সোহাগ আর রোমান্টিকতার স্বপ্ন যারা বুনতে থাকে, তাদের উচিত মুদ্রার অপর পিঠে অবস্থিত দুঃখ-বেদনা, সবর আর পরীক্ষার পাঠ শিখে নেওয়া। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আপনার জীবন আপনার হাতে, তাই আপনাকেই এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সুচারুরূপে। গল্প-উপন্যাসে ভালোবাসার যে পাঠ পড়ানো হয়, তা কেবল ভোগের। কিন্তু ভালোবাসা ত্যাগের নাম। সুখী সংসার একটি স্বপ্নের নাম হলেও এর বিপরীতে আরেকটি বাস্তবতা আছে, স্বপ্ন ভাঙার ঘটনা আছে! তাই আপনাকে সাবধান হতে হবে। প্রতি পদে পা ফেলতে হবে বুঝে বুঝে। ভালোবাসা কখনও কখনও হেকমতের উপর টিকে থাকে। কখনও কখনও আমাদের নির্বুদ্ধিতা তাকে গলা চিপে ধরে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে রাখে প্রিয় সঙ্গী-সঙ্গীনিকে।

প্রিয় বোন আমার, আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসে না? স্ত্রী হিসেবে আপনাকে গন্য করে না? কিংবা প্রিয় ভাই, আপনার স্ত্রীর মন আপনি জয় করতে পারছেন না? স্ত্রীর থেকে ভালোবাসা পাচ্ছেন না? সংসার জীবনে আপনার বিতৃষ্ণা এসে গেছে? দম বন্ধ হয়ে আসছে একঘেয়ে জীবনে?

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে মনে করুন এই বইটি আপনার জন্যেই। এ বইটি দাম্পত্য জীবনের সাথে জড়িত। সহজ ভাষায় কিছু পথ, পদ্ধতি এবং কিছু সমাধান এখানে দেওয়া হয়েছে। জানি আমার মুখের কথায় তো আর আপনার মনে ভালোবাসা জাগবে না, তবে আমি এতটুক বলতে পারি—আপনার সুখের পথের অন্তঃরায় একটা "কিন্তু" নামক প্রশ্নের যে কাটা রয়েছে, সেটা দূর হয়ে যাবে। লুপ্ত হতে হতে আপনার ভেতরের যে ভালোবাসা হারিয়ে যেতে চলেছে, তা পুনরায় জাগ্রত হবে। জীবনকে নতুন করে বুঝতে পারবেন। সঙ্গীর সাথে চলার এক ভিন্ন পথ আবিষ্কার করে আপনি নিজেই অভিভূত হবেন।

আপনাদের কারো জীবনের বাঁকে যদি এক ফোটা সুকুন আসে, অশান্তির দাবদাহে পোড়া অন্তরে যদি ভালোবাসার বর্ষা আসে, যদি কোনো এক মন কেমনের ক্ষণে সঙ্গীর মান ভাঙিয়ে আপনাদের চোখে অভিমানী হাসি ভাসে—তবেই আমার এই প্রচেষ্টা সফল।

প্রিয় পাঠক, আপনার দুআ'য় আমাকে সব সময় শামিল রাখবেন। এবার তাহলে আর দেরি না করে চলুন আমরা এক ভিন্ন সফরের পথিক হই। জানাকেই না হয় একটু নতুন করে জানি। ভালোবাসার মখমলী কথোপকথনে ডুবে যাই কিছু সময়।

দুআর মুখাপেক্ষী
রুকাইয়া মাবরুরা
ষোলো | জুলাই | দুই হাজার একুশ।
কোতোয়ালি, সদর, যশোর।
অভিযোগবাক্সঃ
ইমেইল- rukayabintesharif@gmail.com
ফেসবুক আইডি লিংক—https://www.facebook.com/RMabrura
প্রকাশনীর ইমেইল- raiyaanprokashon@gmail.com

ভূমিকা

আল্লাহর জন্যই সকল কৃতজ্ঞদের প্রশংসা। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোচ্চ সম্মানিত নবীগণের উপর। শুরু করছি সর্বোত্তম বাণী; জগতের রবের বাণীর মাধ্যমে।

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

অর্থঃ *অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ পাক এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।*[১]

ভালোবাসা—শব্দটি কত নিষ্পাপ, কত পবিত্র আর কত গভীর তার আবেদন!

ভালোবাসা শব্দটি হয়ত বলা হয়ে যায়। কিন্তু গভীরে লুকিয়ে থাকা অজস্র রহস্য অব্যক্তই রয়ে যায়। মাপা হয় না তার পরিধি। ছোঁয়া যায় না তার অতলতা।

প্রেমিকদের অভিধানে ভালোবাসা হচ্ছে—নিষ্ঠা, নির্মলতা আর স্বচ্ছতার নাম। ভালোবাসা একটি মেসেজ, একটি সূচনা। ভালোবাসা—জীবনের গতিময়তা অথবা অভেদ্য রহস্য।

ভালোবাসা আত্মার খোরাক বরং যেন তা অস্তিত্বেরই উপাদান। ভালোবাসা একটি আলোকিত জীবনের সোপান। একটি প্রাণবন্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। যে ভালোবাসা চুরমার করে দেয় সহস্রকাল দাঁড়িয়ে থাকা অভিমানের প্রাচীর, মুছে দেয় শতবছরে জমে যাওয়া সীমাহীন পাপের কালি।

ভালোবাসা না থাকলে দেখা যেত না দু'ডালের মাঝে প্রেমের অনুরণন। হরিণির প্রতি হরিণের মায়া। জমিনের পিপাসা মেটাতে মেঘেদের কান্না। বসন্তের রঙ দেখে প্রকৃতির মুচকি হাসি। এতকিছুর মাঝে দাম্পত্যের ভালোবাসাই হলো আসল প্রেম।

যে কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন—তোমরা দুই বিবাহিত জুটির মত ভালোবাসা আর কোথাও খুঁজে পাবে না।[২]

---

[১] (সূরা আর রাদ। আয়াতঃ ১৭)

[২] মুসলিম শরীফ

তবে হ্যাঁ। ভালোবাসার চাদর মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকা কপট লোকেরও অভাব নেই। তারা এই ফুলটার রূপ নিজেদের মত করে দেয়। ভালোবাসাকে বানিয়ে নেয় সাময়িক লালসা পূরনের সিঁড়ি। ওদের ভালোবাসা ওদের অশ্লীল বইপুস্তক, সিনেমা, গান, কল্পকাহিনির প্রতিপাদ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এসব পরজীবী লোকদের কারণে ভালোবাসার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি! এ ফুলের গোলাপি সুবাস মিইয়ে যায়নি অশ্লীলতার পঁচা গন্ধে। আধাঁরে হারিয়ে যায়নি এই নিটোল জোসনা। আঁচড় লাগেনি এই উর্বশী তরুনীর রেশমী ওষ্ঠদ্বয়ে। কমেনি স্ফীত বক্ষের পরিধি।

বরং ভালোবাসা যেন সুশীতল মেঘমালা। খোদাপ্রেমী দু'টো প্রাণ যেন ছায়ায় বসে এঁকে নিচ্ছে—দীর্ঘ সফরের মানচিত্র।

এবার আসি বইয়ের কথায়। ভালোবাসার কূলহীন সমুদ্রে অবগাহন করাতে, এ আয়োজনকে শাস্ত্রজ্ঞের পাঠ বলা না গেলেও—এখানে কালির হরফে জমা হয়েছে পারিবারিক যাপিত জীবনের কিছু কলাকৌশল। আশ্রিত হয়েছে পোড়খাওয়া দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝুলি।

ফিকাহ বা দর্শনের পাঠ না হলেও—চর্চিত হয়েছে পারিবারিক জীবনে ইসলামি শরীয়তের মাধুর্য। হৃদয়ের গভীরে খনন করে তুলে আনা হয়েছে-মনোবিজ্ঞানের হারিয়ে যাওয়া সব রহস্য।

ধরুন, গোমড়ামুখে বসে আছে দুটো দেহ। শত অভিমান আর অভিযোগের পাহাড় জমে গেছে হৃদয়ের কোটরে। অথবা বরফে জমে আছে গিরিপথ। বহুদিন আগে পড়া বইটির দুটো লাইন মনে পড়ে গেল—হঠাৎ সমান হয়ে গেল কপালের ভাঁজ। চকচক করে উঠল মুখাবয়ব। গলে গেল খানিকটা বরফ। অথবা সরে গেল পাহাড়ের দেয়াল।

কেমন হবে পরিবেশটা একটু ভেবে দেখুন। আর এতেই আমাদের দু'লাইনের স্বার্থকতা।

আয়াতে কুরআন, হাদীসে রাসূলুল্লাহ, কাব্য এবং প্রজ্ঞাবচন—এসব ফুলের প্রতিটি কলিই ফুঁটেছে এই দু'মলাটের বুকে। তৃষিত প্রাণের হৃদয় যেন অতৃপ্ত না থাকে। জীবনের উত্থান-পতনে দু'টো হৃদয় যেন পেয়ে যায় আঁধারে আলো অথবা সফরের পাথেয়। স্পষ্ট হয়ে যায় যেন কোমলতা আর কঠোরতার অমোঘ পার্থক্য।

বইটির শেষ টেনেছি আমরা ইমানের মোহর দিয়ে—যা আমাদের উভয় জীবনেরই সফলতার সোপান। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস যত অগাধ হবে, সৃষ্টির ভালোবাসাও ততটাই হৃদয়ে আসন গেড়ে নিবে।

তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রচেষ্টা তথ্যগত সমাধান দেওয়া। মননশীলতা আর দ্বীনচর্চার উপরেই আমাদের এই প্রচেষ্টার ভিত্তি। তাই সব সমাধানই সবার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত যেমন হবে না, তেমনি পরিশুদ্ধ আর কপটতামুক্ত হৃদয় ব্যতীত কখনওই ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

কবির ভাষায় বলি,

যদি না থাকে ভালোবাসা বুকে,

নেই কোনো দাম সে ভালোবাসার,

কসম! যা থাকে শুধুই মুখে!

তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই আগে নিজের নিয়ত মেপে নিতে হবে। উভয়ে উভয়ের প্রতিটি কাজকে মূল্যায়ন করার মানসিকতা লালন করতে হবে। বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায়—রবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে রাখতে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

"তোমাদের উভয়ের লজ্জাস্থানেও রয়েছে সদকার সওয়াব। মুখে তুলে দেওয়া খাবারের লোকমায় রয়েছে সাদকার সওয়াব।"[৩]

আমরা আশা করতে পারি, দু'মলাটের এ সফর অবশ্যই উপভোগ্য হবে। বইটি হাতে নিয়েছেন মানেই আপনি সফলতা আর সৌভাগ্যের প্রচেষ্টাতে সবটুকু দিয়ে চলেছেন। চলুন শুরু করা যাক আল্লাহর নামে।

---

[৩] সহিহ মুসলিম : ২:৬৯৭

“ প্রেমের পরিচয় যারা চিনেছে সৌভাগ্য তাদেরই। আর যারা পথ হারিয়েছে তারা বড্ড দুর্ভাগা।

প্রথম অধ্যায়

আদম-হাওয়ার প্রেম

সেদিন এক ভাই সারাদিনের কাজ থেকে একটু নিস্তার পেয়ে বলে উঠলেন,

- বউটা সেই বসে আছে আমার অপেক্ষায়। আর কতক্ষণ ভাই?

মুচকি হেসে বললাম, ''অপেক্ষা করেন ভাই, অপেক্ষা করেন। মাত্র ঘন্টাখানেক আছে, তারপর তো ফিরছেনই! বাহ! আল্লাহ তাআ'লা আপনাদের ভালোবাসা চির অটুট রাখুন এই দুআ'ই করি।"

একটু আগ বেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আমি খেয়াল করছি আপনাদের বিয়ের এই যে পাঁচ বছর হয়ে গেল, অথচ ভালোবাসার অনুভূতি আপনার কাছে সেই কাঁচা গোলাপের মতই রয়ে গেছে। দু'জনার বোঝাপড়া যেন চাঁদ আর সূর্যের নিয়মেই বাঁধা। রঙ, ঘ্রাণ, আলো কিংবা জ্যোৎস্নায় কোনো পরিবর্তন নেই! বলবেন আমাকে একটু—এর রহস্যটা কী?"

প্রশ্ন শুনে তিনি ঠোঁঠ টিপে একটা হাসি দিলেন। স্মৃতির আয়নায় চোখ মেলে বলতে লাগলেন—ভাইজান! কাহিনী অন্য দশটি দম্পতির চে' খুব বেশি যে কিছু, তা কিন্তু নয়। তবে এক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট পরীক্ষার জাল কেটে বের হতে হয়েছে।

বিয়েটা আমাদের সামাজিকভাবেই হয়েছিল। আম্মি কন্যা দেখে এলেন। নীতি অনুযায়ী এরপর আমি নিজেও দেখলাম। ইস্তেখারা হল। মনে লেগে গেল। ব্যাস! ইতি হল আমার নিঃসঙ্গ সফরের। এর সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই আমরা এক ছাদের নীচে আবাস গড়ে নিলাম। ভালোই চলছিল, তবে ভালো সময়ের স্থায়িত্ব খুব কমই হয়ে থাকে। এরপর মুখোমুখি হতে থাকলাম চতুর্মুখী বাস্তবতার...."

মনে হল ওর এই বাক্য থেকে সব বুঝে নিলেই ও তৃপ্তি পায়। তারপরও খানিকটা চুপ থেকে স্পষ্টই বলে ফেলল, "ভালোবাসার কত গুণ শুনেছি, ভালোবাসার জলকালিতে মেতে ওঠার কত স্বপ্ন দেখেছি—এ যাবৎ তার কিছুই আমি পাইনি। বিয়ের আগে রোমান্টিকতার কত ভাবনায় ডুবেছি! দু'টো হৃদয় প্রেমের মোহনায় মিলে যাওয়া, ভালোবাসার ছোঁয়ায় লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে যাওয়া —সবই যেন মরীচিকা হয়ে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল—বিয়ের ব্যাপারে কি তাড়াহুড়োই করে ফেললাম, নাকি সঙ্গী নির্বাচনে ভুল হয়ে গেল?

তবে ভেতর থেকে কে যেন বলতে লাগল—আর ক'টা দিন দেখতে তো পার। নিজের বোধটাকে খাটাও। আল্লাহ তাআ'লার কাছে কল্যানকামী কখনও লজ্জিত

হয় না। পরামর্শ করে কাজ করলে কেউ ব্যর্থ হয় না। তুমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ। বাকি সফলতা এনে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তাআ'লার।

চরম অস্বস্তি আর পেরেশানী। ওযু করে দাঁড়িয়ে গেলাম রবের সমীপে। দু'রাকাত নামাজ আদায় করে চোখের বাঁধ ভেঙে কাকুতি মিনতি করে মালিকের কাছে বললাম, "আমার মালিক! আমার রব! একটু নিস্তার দাও! এই অশান্তির অনল থেকে আমাকে বাঁচাও! ভালোবাসার মখমলে মুড়িয়ে হৃদয়কে প্রশান্ত করে দাও!"

এরপর একটা কলম ও কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে একাকী একটা জায়গায় চলে গেলাম। পৃষ্ঠাগুলোয় বেশ কিছু প্রশ্ন লিখে তারপর স্পষ্টভাবে সেগুলোর জবাবও লিখলাম।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল, এমন কী কী গুণ—যা আমি জীবনসঙ্গিনীর মাঝে কামনা করতাম? এখানে দশটি গুণ লিখলাম যা আগে আমি কল্পনা করতাম।

এরপরের প্রশ্নটি লিখলাম, আমার কাঙ্ক্ষিত এই দশটি গুণের কয়টি আমার স্ত্রীর মাঝে বিদ্যমান?

আল্লাহ তাআ'লার কসম ভাই! দশটি গুণের আটটি গুণই আমি আমার স্ত্রীর মাঝে খুঁজে পেলাম। আর তখনই বুঝতে পারলাম আমি এক কঠিন ধোঁয়াশার শিকার হয়েছিলাম। কেউ এসে যেন আমার ভাবনার আঁধারে আলো জ্বেলে দিল। এই সৌভাগ্যের অনুভূতি আমার হৃদয়ের বদ্ধতা খুলে দিল। স্ত্রীকে রবের দেওয়া নেয়ামত হিসেবে উপলব্ধি করতে পারিনি, এই ভেবে নিজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হল।

নফসকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, তুমি স্ত্রীকে কী হিসেবে কামনা করছ? একেবারে সকল গুণের ভান্ডার? আরে সেটা তো কেবল আল্লাহ চাইলে জান্নাতেই হবে। তুমি কি.....চাও! তাহলে মনে রেখ, তুমি নিজের দুর্ভাগ্য নিজ হাতে সঞ্চয় করছ! তুমি একজন নিরাপরাধ নারীকে শাস্তি দিচ্ছ—যার একটাই অপরাধ, সে তোমাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে?

নফসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলমান কথ্যলড়াইয়ের ফলাফলে মাথায় জেঁকে বসা অসংখ্যা জট নিমিষেই খুলে গেল। আস্তে করে গিয়ে দাঁড়ালাম প্রিয় স্ত্রীর শিয়রে। যেন এই প্রথম ভালোবাসার 'শারাবান তাহুরা' পিয়ে তৃপ্ত হলাম।"

- আচ্ছা! নফসের সাথে এই বৈঠকের পর স্ত্রীর ব্যাপারে আপনার অবস্থান কী, সেটা একটু বলুন।

স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমি যে অনুভূতি কাজে লাগিয়েছি, মনে করি এটাই দাম্পত্য সৌভাগ্যের সোপান। আগে আপনাকে একটা গল্প বলে নেই—এক মানসিক রোগী মনোবিদ ডাক্তারের কাছে এসে অভিযোগ করে বলছে- "ডাক্তার সাব, আমার সমস্যা হল স্ত্রীর প্রতি এখন আর ভালোবাসা জাগে না। আমাদের ভালোবাসা যেন কর্কটের নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। সম্পর্ক যায় যায় অবস্থা। এর একটা বিহিত করুন ডাক্তার সাব!"

ডাক্তার শান্ত গলায় বললেন—ভালো কথা! তবে তোমার চিকিৎসা একটু দীর্ঘমেয়াদি।

-বলুন না কী সেই চিকিৎসা। সোৎসাহে বলে উঠে পেশেন্ট।
-তুমি স্ত্রীকে খুব বেশি ভালোবাসতে থাকো। আপাতত এটাই তোমার চিকিৎসা।

রোগী বিদ্রুপাত্মক সুরে চিল্লিয়ে বলতে লাগল, "আরে ডাক্তারমশাই! আমি তো আপনার কাছে এসেছি আমাদের মাঝে ভালোবাসা নেই— এই অভিযোগ নিয়েই। অথচ আপনি কিনা বলছেন স্ত্রীকে ভালোবাসো। এতই যখন পারবেন না, তো আপনার কাছে এসে আমার কাজ কী!"

-সমাধান বললাম তো, তুমি স্ত্রীকে বেশি করে ভালোবাসো।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পেশেন্ট বলল, আরে ডাক্তার সাব! আপনার উদ্দেশ্যটা কী একটু বলবে? চিকিৎসা দিতে না পারলে আমার ভিজিট এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও।

-তবে রে! আচ্ছা এবার বল, ইতিপূর্বে কখনও নিজ স্ত্রীকে ভালোবেসেছো?
-শুধু কি ভালোবাসাই? বরং গভীর প্রেম আর বন্ধুত্ব ছিল দু'জনার মাঝে।
-তো এই প্রেম টিকিয়ে রাখতে তুমি কী কী করতে?

-কত কিছুই তো করেছি—কখনও তার পছন্দের গিফট এনে চমকে দিয়েছি। সুযোগ পেলেই ঘুরতে বেরিয়েছি। নিরিবিলি একাকি বসে দু'জন সমুদ্রবিলাস করেছি অথবা জোসনার আলোয় ডুবে রাতের খাবার খাওয়া—এসব কিছুই করতে বাদ রাখিনি।

-হ্যাঁ! আমি এটাই বলছি। তুমি নতুন করে আবার এই কাজগুলো শুরু করো। হৃদয়ের উত্তাপ মিশিয়ে ক'টা মাস এভাবেই করতে থাকো।

পেশেন্ট চলে গেল। মাসও কয়েকটা পার হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন সেই পেশেন্ট উৎফুল্ল মনে ছুটে এল। ডাক্তারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতে লাগল, "ডাক্তার

সাব, ডাক্তার সাব! আমাদের ভালোবাসার ফুল আবার জেগে উঠেছে। আগের মতোই দু'জনে দু'জনার প্রেম খুঁজে পেয়েছি।"

এই গল্পটাই আমার দাম্পত্য সম্পর্কের রহস্য হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছে। দু'জনার প্রেমের আগুন নতুন করে প্রজ্জ্বলিত করেছে।

-তাহলে কী তুমি বলতে চাচ্ছো— ভালোবাসা নিয়মিত পরিচর্যার বিষয়। আর আমরা বিভিন্ন গল্প, কবিতা, উপন্যাসে যে রোমান্টিকতার বুলি কপচাতে দেখি— এসব হাওয়াই মিঠাই?

জবাব দিল— সবচে' বড় যে বাস্তবতাটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এবং যেটা আমার এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনকে তরতজা সুখি করে করে রেখেছে তা হলো— ভালোবাসার সংজ্ঞা বুঝতে পারা। বুঝেছি-ওটা পরিচর্যা, ছাড় দেওয়া ও পরস্পরকে বুঝে চলার নাম। "তুমি দিলে আমি দিব"— এই নিয়ম এখানে চলে না।

> “ সৌভাগ্যের নিবাস যখন তোমার নিজের ঘরে, কাকেদের শহর তবে তোমার কী?

> “ স্বামী ক্যামেরাম্যান এর মত—সরাক্ষণ স্ত্রীর মুখে মুচকি হাসি কামনা করে।

দাম্পত্যজীবনঃ উপমাময় এক অধ্যায়

> ❝ ভালোবাসা নিজে কখনও একটি সুখি দাম্পত্য জীবন গড়ে দিতে পারে না। বরং হৃদয়ের আলোড়ন তাকে সুখ এনে দিতে বাধ্য করে।

ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরই এর কেন্দ্রবিন্দু। আর বিয়ে হল সামাজিক রীতিসিদ্ধ একটি সম্পর্ক। তা পরিচালিত হয় বিবেকের বাগডোরে। মনে রাখতে হবে অন্তর আর বিবেকের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বৈরীতার দেয়াল বাঁধ সাধে।

তাই ভালোবাসার পাশাপাশি দয়া, ছাড় দেওয়া, আন্তরিকতাবোধ না থাকলে সেই দাম্পত্য জীবন কখনওই সুখি ও আদর্শবান হতে পারে না।)

ভালোবাসার আলাপ এখানে তোলার কারণ হল—একটি সুখি দাম্পত্য জীবনাচার তৈরীর প্রধান কারিগরই হল প্রেম বা ভালোবাসা। হ্যাঁ, প্রধানই বলতে হবে, তবে একমাত্র নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

অর্থঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৪]

যে বিষয়টি এই আয়াত থেকে উপলব্ধির তা হল—আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বৈবাহিক পরিণয়ের জন্য দু'টি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এক. মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা)।

দুই. রহমাহ (দয়া)।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, মাওয়াদ্দাহ'র অর্থ হল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা। আর রহমাহ'র ব্যাখ্যা হল স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রী কোনো ধরণের মন্দের শিকার না হওয়া।[৫]

---

[৪] সূরা রূম ২১।

[৫] আল জামে' লিআহকামিল কুরআন।

'রহমাহ' বলতে এখানে 'স্বাভাবিক সহানুভূতি' প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। এটা তো একটা মানবীয় অবস্থা ; নরম দিল চরিত্রবান যেকোন মানুষের পক্ষ হতে এটা যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেতে পারে।[৬]

দাম্পত্যের 'রহমাহ' আলাদা জিনিস। যদিও আমরা বিশ্বাস করি ভালোবাসা দাম্পত্য জীবনের একটা অভেদ্য রহস্য। তারপরেও বিবাহ এবং ভালোবাসার পার্থক্যটা আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে।

ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরই এর কেন্দ্রবিন্দু। আর বিয়ে হল সামাজিক রীতিসিদ্ধ একটি সম্পর্ক। তা পরিচালিত হয় বিবেকের বাগডোরে। মনে রাখতে হবে অন্তর আর বিবেকের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বৈরীতার দেয়াল বাঁধ সাধে।

ভালোবাসা আবেগ সৌহার্দ্যে অন্তরঙ্গতার কাঁচামালে তৈরী এক বিশেষ অনুভূতি, যার পালকে ভর করে প্রেমিকেরা অবাধে উড়ে বেড়ায় মেঘে মেঘে কিংবা ডুব দেয় রঙিন স্বপ্নসমুদ্রে।

আর বিয়ে হল সামাজিক একটি বন্ধন যেখানে রয়েছে হাজারো নীতির বেড়াজাল। শত দায়িত্বপালন আর জবাবদিহিতার পসরা জমে থাকে তার চারপাশে। কোনো দায়িত্বে অবহেলা হলেই জীবনে নামতে থাকে দুর্বিষহ যাতনা। সম্পর্কের মাত্রা নীচে নামতে থাকে। তখনই দাম্পত্যের দাঁড়িপাল্লায় প্রয়োজন হয় 'মাওয়াদ্দাহ'র; ভালোবাসার, অন্তরঙ্গতার। ছাড় দেওয়া মন-মানসিকতার।

আমরা দেখতে পাই, এই সময়টাতে উল্লেখিত গুণগুলো প্রেমের মৃত চারাকেও সিঞ্চন করে বাঁচিয়ে তোলে। জীবনের হাজার কাঁটার পথেও মখমল হয়ে থাকে।

এরপর একটা সময় আসে- ভালোবাসাতেও কাজ হয় না। ছাড় দেওয়াতেও স্বার্থের গন্ধ অনুভূত হয়। তখনই কাজ দেয় কুরআনে বর্ণিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য- 'রহমাহ'। এটা থেমে যেতে চাওয়া যাপিত জীবন চাকাকে কিছুটা হলেও সচল রাখে।

একবার উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট এক লোক এসে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইল। আমীরুল মুমিনীন জিজ্ঞেস করলেন, কারণ কী? লোকটি বলল 'তাকে এখন ইচ্ছে করলেও ভালোবাসতে পারি না। খলিফা রেগে গিয়ে বললেন, "আরে তুমি নিজের বাড়িটার দিকে তাকিয়েও তো শিক্ষা নিতে পার। বাড়িটা নিশ্চয় তুমি ভালোবেসেই বানিয়েছিলে। আর এখনও তা ভালোবেসেই রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছ। তাহলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তুমি কেনো পারবে না?"

---

[৬] কাযায়াল মারআহ বাইনাত তাকা-লীদির রাকিদাতি ওয়াল ওয়াফিদাতি।

দাম্পত্য জীবন ঠুনকো কোনো আবেগ নয়। উপন্যাসের পাতায় আঁকা প্রকৃতির চিত্র বা গানের সুরে বয়ে যাওয়া খড়কুটো নয়। সুদীর্ঘ এক সিঁড়ির নাম দাম্পত্য—যার প্রতিটি ধাপ গড়ে ওঠে যাপিত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের 'মশলা'র কাঁচামালে। নিয়মিত বাড়তে থাকে পরিধি—বিস্তৃতি।

এ জীবনটা নিয়ে আসলেই ব্যাপকভাবে চিন্তা করা উচিত। এখানে অর্জনীয়—বর্জনীয় অনেক কিছুই থাকে। কিছু হাসি, কিছু কান্না। প্রবল ঝড়ের মাঝেও টিকে থেকে উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে সটান বুকে জীবন তরী চালিয়ে যাওয়া। প্রলয়ংকারী ঝড়ের মুখেও টিকে থাকার সাহস না হলে এ সমুদ্র পাড়ি দেওয়া কঠিনই হয়ে থাকে। আর ঝড় থামিয়ে দেওয়ার অলৌকিক জিয়নকাঠি হল, কুরআনে বর্ণিত দুই গুণ—'মাওয়াদ্দাহ' ও 'রহমাহ'।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> অর্থঃ *তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে অস্বস্তিবোধ করো তাহলে মনে রেখো, তোমরা তো কতকিছুই অপছন্দ করো কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাতে রেখেছেন কল্যান।*[৭]

দৃষ্টিপাত -

মুতানাব্বী বলেন,
"বুঝে শুনে ভালোবাসা অল্প হলেও ভালো।
মূর্খের ভালোবাসা অনেক হলেও টলমল।"

> “ *সৌন্দর্যের পরিমাপ করা নিষেধ। কিন্তু তাতে কী! এখানে তোমাকে দিয়েই সৌন্দর্য মাপা হয়।*

[৭] সূরা নিসা : ১৯

ভালোবাসাঃ নীতিহীন ঝর্ণা ধারা

অনেক স্ত্রীরই অভিযোগ—তার স্বামী নিজের ইচ্ছে না হলে কখনও ভালোবাসার কথা বলে না। সারাদিন খাটার পর যে বেলায় আর প্রেমবিলাসের শখ থাকে না অথবা প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে আসে তখন বলে 'এবার একটু বিশ্রাম নাও।

এই যে, এই ধরণের আচরণগুলোই ভালোবাসার কোমল দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। ভালোবাসাটা যদি ভালোবাসার বিনিময়েই হতে হয় তাহলে সেটা কোনো ভালোবাসাই নয়—কেবল কিছু আবেগের আদান প্রদান মাত্র।

ভালোবাসার চরিত্র হতে হয় বিশাল আকাশের মত—সীমাহীন, শ্রাবণের জলধারার মত—মহা উদার। ভালোবাসা যদি পণ্যে পরিণত হয় তাহলে অর্থের অভাবে তা কখনও অবিক্রিতই থেকে যায়।

একজন প্রেমিক স্বামী সুদিনে যেমন ভালোবাসা বিলায়, দুঃখের দিনেও তেমন বিলাতে সংকোচ করতে পারে না। একট ঘটনা বলি—" মারইয়াম। বিয়ের বছর পার হয়েছে ওর। কোলজুড়ে উদিত হয়েছে নতুন চাঁদ। প্রাণের স্বামী ইমাদ ইদানিং কোথায় উধাও হয়ে যায়। সারাদিন কাজের ধকল পার করে এসে বাচ্চার চিল্লাপাল্লা- শোরগোল নাকি তার সহ্য হয় না।

মারইয়াম ইতিউতি করে খুঁজে বেড়ায়; ভাবে—লোকটির বুকে কি কোনো হৃদয় নেই; বিয়ে হয়েছে, ভালোবাসা 'বিনিময়'ও চলে, তবে কেমন যেন পরিমিত, প্রয়োজনমত। এখন এতটুকুতে কি পোষায়? নারী মনের উত্তাপ কেন ছুঁতে পারে না এই পাষাণের হৃদয়ে!

একদিন মারইয়াম কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু কান্নার কোনো কারণ নেই।

- আরে মারইয়াম, তুমি কাঁদছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- নিজেকে সামলানোর দায়িত্ব নিজেই নিয়েছি। তোমাকে একটুও কাছে পাই না—রাজ্যভরা দুঃখ মারইয়ামের কপালজুড়ে।

- আশ্চর্য! সবকাজেই তো আমি তোমার সাথে থাকছি, তাহলে কীভাবে নিজেকে একা ভাবছো?

- মিথ্যা কথা! তুমি একটুও আমার সাথে থাকো না। তোমার দেহটা কখনও থাকলেও তোমার অনুভূতি আমাকে ছোঁয় না। কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে তোমার মজবুত পেশী আমাকে রক্ষা করে না।

প্রিয়তম! একটু শুনো না! আমি তোমাকে খুব করে কাছে পেতে চাই! কাঁধে হাত রেখে হিমালয় পেরুতে তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই। তোমার বুকে আগলে রাখার আবেদনটুকুরেও কি অনধিকারচর্চা মনে করবে?

তোমার আলিঙ্গনের উত্তাপে আমি বৃষ্টি হয়ে ঝরতে চাই। আমি চিরবন্দিনী হয়ে থাকতে চাই তোমার প্রেমের বাগডোরে। তুমি এই ভঙ্গুর যাত্রাপথের একমাত্র সহায়। তবে কেন আমার সহায়তায় কার্পণ্য করছো?

ইমাদের চোখে ভীষণ অপরাধবোধ। বুঝতে পারে, কতটা অনুভূতিহীন সেচ্ছাচারিতায় ডুবে আছে সে। একটা মেয়েকে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড় করিয়ে আত্মনিমগ্নতায় কতটা মত্ত হয়ে গিয়েছে। বাচ্চা প্রসবের পর এতশত ঝামেলার ভেতর বাড়ির পরিবেশ মোটেও অনুকূল ছিল না মারইয়ামের জন্য। এসব জেনেও সে মারইয়ামকে একাকিত্ব আর যন্ত্রণার গ্রাস বানিয়ে রেখেছিল।

বড্ড অনুতাপে অতীতের স্মৃতিতে ভাসছে—শুরুর দিনগুলো কতটা স্মৃতিময়। হৃদয়ের পাটাতনে আছড়ে পড়া ভালোবাসার সে কী মাদকতা! হাতে হাত ধরে কত পথ পাড়ি দেওয়া। অথচ আজ কঠিন দিনগুলোতে প্রেমের সৈকত যেন বড্ড বিতৃষ্ণ। প্রয়োজনের সময়টাতে তাকে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে একা ছেড়ে দিয়েছে!

পাঠক আপনি হয়ত বলতে পারেন, "মাতৃত্ব আর সন্তান লালনপালন এটা তো নারীর প্রাকৃতিক দায়িত্ব-কর্তব্য। এর বিপরীতে সারাদিনের কাজের ধকল, ক্লান্তি-ক্লেশের পরে আবার তাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়াই লাগবে! একটু আরাম পাওয়ার অধিকার কি আমার নেই?"

তাহলে শুনুন, যে ঘরে ভালোবাসা দাড়িপাল্লায় মেপে বিতরণ করা হয়, সে ঘরে সুখের কবর রচিত হয়। কারণ সবাই তখন নিজের সুখকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। স্বামী নিজের সুখটা বড় করে দেখে আর স্ত্রীও তারটা—এভাবে ভালোবাসা অব্দি পৌঁছানোর সুযোগ আর কারো হয়ে ওঠে না। এই পারস্পরিক আন্তরিকাতাবোধ, প্রাধান্যবোধ যদি হৃদয়ে বসত গড়তে পারে তাহলে তখন কংকরময় পথও মখমল মনে হয়। হাজার ঝঞ্ঝা- বায়ু কাউকে টলাতে পারে না।

ভালোবাসার খাঁটি অনুভূতি অন্তরে লালন করেই শুধু সুখ মেলে না। 'আই লাভ ইউ' শব্দটির যদিও এক যাদুময়ী প্রভাব আছে, তবে এটা বললেই ভালোবাসার হক আদায় হয়ে যায় না। বরং নিয়তে পরিশুদ্ধি ও দাবির সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কাজ করে দেখাতে হয়।

ডক্টর হার্লি বলেন, "প্রত্যেকটি দম্পতির বোঝা উচিত দাম্পত্যের ব্যাপারে দু'টি হৃদয় সন্দেহ-সংশয়হীন থাকার পরেও কেন সাংসারিক অসহিষ্ণুতা ঠেকানো যায় না?

আমরা একটি কথা সবাই ভাবি যে দাম্পত্য সম্পর্ক আমাদের প্রয়োজন পুরা করতে সক্ষম হয়েছে কি না? আসলে প্রশ্নটা স্বামীর আগে করা উচিত, সে তার পার্টনারের প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সফল হয়েছে? কারণ এ কয়টি প্রশ্নের উপলব্ধি ও সমাধানের মাধ্যমে একটা সুখী, সমৃদ্ধ, ভারসাম্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন অর্জন করা সম্ভব।

> “ *মর্যাদা যাকে উঁচু করে হিংসা তার কিছুই করতে পারে না। তবে যার রাগ বেশি সে কখনও উচ্চ-মর্যাদাও ছুঁতে পারে না।*

> “ *ভালোবাসা যত বাড়ে ভয়ও তত বাড়ে। কখন জানি ভালোবাসার মানুষটা কষ্ট পেয়ে বসে।*

পুরুষের স্বভাব

দাম্পত্য সম্পর্কে টানপড়েন সৃষ্টির জন্য একটি ভুলকে অবশ্যই দায়ী করা যায়—সাধারণত স্ত্রীরা স্বামীর সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন কিছু আচরণ করে ফেলেন, স্বামী যেটাকে নিজ স্বাধীনতা আর পৌরুষত্বে হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। মনে রাখতে হবে—সৃষ্টিগতভাবেই একজন পুরুষের মনে নির্ভরতা, দায়িত্বশীলতা, নেতৃত্ব, শৌর্যবীর্যের অনুভূতি কাজ করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এভাবেই পুরুষের মাঝে দৃঢ়তা আর ব্যগ্রতার এক বিশেষ গুণ স্থাপন করে দিয়েছেন—ফলে এলোমেলো উত্তাল তরঙ্গের মাঝেও তিনি হন জীবনতরীর সফল মাঝি-মাল্লার।

এই সৃষ্টি স্বভাবের কারণেই পুরুষ আত্মনির্ভরশীলতা, কর্মক্ষমতা, সফলতাকে নিজের জন্য আবশ্যিক মনে করে। আর যখনই তার মনে হতে থাকে, এই অধিকারগুলোতে কেউ নখের আঁচড় লাগাচ্ছে—তখন এটা তার ভেতরকে অপমানিত করে তোলে।

স্ত্রী অনেক সময় পুরুষের প্রাকৃতিক অবস্থাকে ভুলে যান। তার পৌরুষত্বের বিশেষ অবস্থাগুলো খেয়াল না করেই অনেক সময় এমন আচরণ করে বসেন—এই যেমন স্বামী অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোনো কাজ শেষ করে ঘরে এলো। ঘরে ঢুকে স্ত্রীর মুখোমুখি হতেই "আরে এই কাজ করার কোনো দরকার ছিল?" অথবা "তোমার কী দরকার এই কাজ করার?" কিংবা "তুমি কাজটা ঠিকমত করতে পারনি"—এসব কথা শোনার পর পুরুষের মনে হয়, আমার উপর নিজ স্ত্রীই আস্থা রাখতে পারছে না? নাকি আমাকে স্বামী হিসেবে গুণছেই না!

স্ত্রীর উচিত পুরুষের স্বভাবগুলো অনুধাবন করে চলা। জীবনের ঘানি টানতে গিয়ে তার চেষ্টা ক্লেশের উপর নিজেকে আস্থাভাজন হিসেবে উপস্থাপন করা। স্বামীর এত শৌর্যবীর্য, আত্মগরীমা সত্ত্বেও যে তাকে ভালোবাসার জাদুতে বন্দি করে রাখা যায় এ কথাটা স্ত্রীরা হয়ত ভুলেই যায়।

আচ্ছা, প্রশ্ন আসতে পারে—তাহলে কি স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অধিকারে একটু ভালোবাসা মাখাতে পারবে না? তাকে একটু মিষ্টি উপদেশ দিতে কিংবা কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত প্রকাশ করতে পারবে না? তবে তো এটা কেমন স্বৈরতন্ত্রের বন্দিশালার মত হয়ে গেল!

আমার উপরের লেখা থেকে এমন ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বরং দুজনার রসিক আলাপ, ভালোবাসার আদান-প্রদান, অধিকার ভাগাভাগি এগুলোই তো একটা সুখি পরিবারের মূল ভীত। আমার বক্তব্যর সারাংশ হল, পুরুষের মাঝে আল্লাহ তাআ'লা পৌরুষত্ব আর নেতৃত্বমনার বিশেষ গুণ গেড়ে দিয়েছেন—বিচক্ষণ স্ত্রী এটা সহজেই বুঝতে পারে। এবং শব্দচয়নে বড্ড সতর্ক থাকে, আদেশবাচক বাক্য না বলে উৎসাহমূলক বাক্য চয়ন করে। উপদেশ কিংবা সংশোধনকে ভালোবাসার মোড়কে পেঁচিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে—স্বামীর পৌরুষত্বেও কোনো আচঁড় লাগে না আবার নিজ স্ত্রীকে জগতের শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবতে থাকে।

যেমন, "কাজটা ভালো হয়নি" না বলে " আমার বিশ্বাস তুমি আরও ভালো করতে পারতে" বলতে পারে। "সারাদিন কাজ আর কাজ, আমাকে তো একটু সময়ও দাও না" কথাটাকে এভাবে না বলে, বলবে "কাজ করতে করতে নিজেকে একেবারে শেষ করে দিচ্ছ। একটু বিশ্রাম তো নাও এবার!"

এমন আরও অনেক নেতিবাচক কষ্টদায়ক বাক্য রয়েছে যেমন- "তোমার কিন্তু এমনটা করা দরকার ছিল", অথবা "তোমাকে এত কথা বলার সুযোগ লোকটিকে কীভাবে দিতে পারলে", কিংবা "তোমার সব কাজ অগোছালো। নিজেকে নিয়ে নিয়ে একটু ভাবো", বা "তোমার এ ধরণের কাজ ভালো হচ্ছে না"। সবচেয়ে কঠিন আর কলজেছেঁচা বাক্য হলো, "তোমাকে দিয়ে এসব হবে না। যতসব ফাও চেষ্টা"।

এই যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে একজন ব্যর্থ পুরুষরূপে চিত্রিত করল—চাই সেটা মজা করে হোক বা অপমানমূলক, এটা সহ্য করা একজন পুরুষের জন্য পাহাড়চাপা কষ্টের মত। এসব বাক্য কান থেকে বিস্মৃত করতে ওদের অনেক সময় লেগে যায়।

প্রিয় বোন আমার! সংসারে জটিলতা সৃষ্টির খুব সহজ উপায় কী জানেন?

একে অপরকে ছোট করে কথা বলা। বেপরোয়া সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া। ইনিয়ে বিনিয়ে লোকটিকে সংসারের অনুপযুক্ত প্রমাণ করতে থাকা। এমন সব বাক্যের অবতারণা করা, যা তার কাছে অপমান আর অধিকার খর্ব বলে অনুমিত হয়।

“ *স্বামী একজন সিংহপুরুষ। স্ত্রী সেটা খুঁজে পায় পৌরুষের আভিজাত্যে*

নারীর স্বভাব

পুরুষের ব্যঘ্রতা আর পৌরুষের আলাপ তো হলোই, এবার একটু ঘুরে আসি মসৃণ আর মখমলী স্বভাবের নয়নাভিরাম সুশীতল ঝর্ণার প্রসবণ হতে। নারীর কোমলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে যতই শব্দ তালাশ করি, থেমে যাই রাসূলের অভিধিত সেই স্ফটিকের সম্মুখে। ভাবতে থাকি আমরা যতই পৌরুষ, শৌর্যবীর্য আর ক্ষমতার অধিকারী হই না কেন—এই স্বচ্ছ মসৃণ মখমলী স্ফটিকের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে খুব কোমলভাবেই ছুঁতে হবে, পৌরুষের গরম কমিয়ে নিতে হবে যাতে তার স্বচ্ছতায় কোনো আঁচড় না লাগে। ভেঙ্গে না যায়। যেন হারিয়ে না ফেলি মহামূল্যবান সম্পদ!

মেয়ে মানুষ ভালোবাসা, সৌন্দর্য আর অনুভূতিকে পরম যত্নে আগলে রাখে। সৃষ্টিগুণেই রোমান্টিক হয়ে থাকে নারীরা। নিবিড়চিত্তে তার ভালোবাসা শোনার মত একটা শ্রবণেন্দ্রিয় এরা সবসময় খুঁজে বেড়ায়।

নারীরা হৃদয়ের উত্তাপ অনুধাবন করার মত এমন একটা হৃদয় পেতে চায়—যেটা ভালোবাসার দেয়াল তুলে তার সামগ্রিক অনুভূতিকে ঘিরে রাখবে। চায় একটা মজবুত পেশীধর হাতে মাথা রাখতে, যা শত বিপদেও অলঙ্ঘণীয় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নারী মন সবসময় চায় —কেউ যেন তার অব্যক্ত কথা বলার আগে বুঝে নিক। প্রয়োজনগুলো বলার আগেই শুনে নিক। নারীরা এমন একটা প্রশস্ত বক্ষ কামনা করে, যেটা হবে তার অভয়ারণ্য, নিরাপদ আলয়। কেবল নিজের পৌরুষ আর মুরুব্বিয়ানা চর্চা করা কোনো পুরুষকে তারা বড্ড ভয় পায়।

আপনার স্ত্রী স্বভাবে আপনার চে' কিছুটা ভিন্ন থাকতেই পারে। যেমন- আপনার রুচি কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি তার চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম হতে পারে। এতটুকু অন্তত মেনে নিতে হবে।

মেয়েরা কথা বলতে ভালোবাসে। সামাজিক সম্পর্কগুলোকে তারা খুব যত্ন করে আগলে রাখে। মনে মনে খুব করে চায়, স্বামী তার সব কথা শুনুক। নিজের পেটের ভেতর জমে থাকা কথামালাকে স্বামীর কানে উগড়ে দিতে ওরা উসখুস করে। নিজের সব পরিস্থিতিতে স্বামীর সমর্থন পেতে বড্ড ব্যাকুল থাকে।

একজন নারী প্রেমিক পুরুষ বলতে বোঝে, নীরব শ্রোতা, অকৃপণ দুটি হাত আর এমন একটি আকাশসম হৃদয়—যেখানে নিরাপদে জমা রাখা যায় দু'চোখের শত স্বপ্ন।

ইমাদ ও মারইয়ামের একটি চরিত্র আমাদের এ দাবিকেই চিত্রায়ণ করে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব আমাদের দাবী কতটা নির্ভুল।

মারইয়াম (রাগতস্বরে) : আমি বুঝতে পারছি না আমার অফিসের ম্যাম কী চায় বলো তো!

ইমাদ (নিরস গলায়) : কী হয়েছে সেটা তো বলো!

মারইয়াম : মহিলাটা সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকে। আমার সব কাজে হস্তক্ষেপ না করলে কি তার হয় না? আমাকে যেন মানুষ হিসেবে গোনেই না! আমার শারীরিক অবস্থাটাও একটু বিবেচনা করে না।

ইমাদ: আরে সে তো অফিসের দায়িত্বশীল। অন্য সবার মতো তোমার কাজেও হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার আছে।

মারইয়াম: আরে না, তার উদ্দেশ্য হলো আমি যেন কোনো কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে না পারি।

ইমাদ: তুমি সব কিছু নিয়েই একটু বেশি ভাবো। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দাও। এখন এসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার সময় সময় আমার নেই।

মারইয়াম: তুমি সব সময় এরকম। আমাকে কখনও বুঝতে চাও না। আমার কথার একটুও দাম দাও না।

ইমাদ: আচ্ছা ভালো হয়েছে যাও। সামনে থেকে তোমার অফিসের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবে না। আমার কোনো মতামতও চাইবে না। এরপর দুজনেই পিঠে পিঠ ফিরিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল।

এবার একটু বিশ্লেষণে আসা যাক। এই পরিস্থিতিতে মারইয়াম খুব করে চাচ্ছিল একটি নীরব শ্রবণেন্দ্রিয়; যে তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এমন একটি হৃদয় যা তার সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করবে। এমন একটি অকৃপণ হাত যা

তার জন্য উদার হবে। কিন্তু মারইয়ামের আশার গুড়ে বালি দিয়ে ইমাদ নিরস গলায় যুক্তির নুড়ি পাথর ছিটিয়ে গেল।

ইমাদ যদিও বুঝতে পেরেছে, মারইয়াম হৃদয়ের আকুলতা ব্যাক্ত করে একটু ভালোবাসার পসরা সাজাতে চাইছে অথবা পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় জানতে চাইছে কিন্তু ইমাদের এমন কাটখোট্টা জবাব কি মারইয়াম কামনা করেছিল?

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে জবাবগুলো কেমন হতে পারত; যা শুনে মারইয়ামের খা খা করা মরুহৃদয়ে শীতল পরশ হতো? তাহলে আসুন আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে মারইয়াম এবং ইমাদের চরিত্র চিত্রায়ন করি—

মারইয়াম (রাগত স্বরে) : আমি বুঝতে পারছি না অফিসের ম্যাম কী চায়।

ইমাদ : একটু শান্ত হও আমার প্রিয়তমা! কী হয়েছে খুলে বল।

মারইয়াম : আরে সে সব সময় আমার পেছনে লেগেই থাকে। আমার সব কাজে হস্তক্ষেপ না করলে তার হয় না। আমার বর্তমান অবস্থারও তো একটু বিবেচনা করতে পারে।

ইমাদ মারইয়ামের কাধে হাত রেখে বলল : তুমি তো নিজের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রমী। কেউ হাজার চেষ্টা করলেও এর বিপরীত প্রমাণ করতে পারবে না। এই সামান্য বিষয় যেন তোমার রূপের আয়নাই পর্দা না ফেলতে পারে মারইয়াম!

মারইয়াম : কিন্তু তার কাজ কারবার আমার ভালো লাগছে না।

ইমাদ (আদুরে গলায়) : আরে সে তো নিজের চাকরি নিয়ে চিন্তায় আছে। তোমার পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতার ধারে কাছেও সে যেতে পারবে না। এসব লোকদের কথা ভেবে সংকীর্ণতাই ভুগবে না। চলো, ঘুমুতে যাই! তোমার রূপের জোসনা আমার থেকে আর আড়াল রেখ না।

মারইয়ামের ঠোঁটের কোনায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে—

হাহাহা... জাযাকুমুল্লাহ... চলো...।

খেয়াল করুন—দ্বিতীয় চিত্রে যদিও আমরা রোমান্টিকতার পরশ দেখতে পেয়েছি কিন্তু এই দু'টি ভিন্ন চিত্রের মৌলিক পার্থক্যটা কেবল রোমান্টিকতা থাকা না থাকার কারণে কিন্তু নয়। পার্থক্যটা আরও আরও সূক্ষ্ম। প্রথম চিত্রের বিপরীতে দ্বিতীয়

চিত্রে ইমাদ তার স্ত্রীর মানসিক অবস্থা বুঝে নিয়েছিল—এখন তার দরকার একটা বেলে মাটির মন, যেটা হৃদয়ের ব্যাকুলতা সর্বাঙ্গে শুষে নেবে। একটা নির্লিপ্ত কানের প্রয়োজন, যা তার সসম্যাগুলো বুঝবে; সমাধানের পথ বাতলে দেবে।

স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন বুঝতে পারে তার এমন একজন লোক রয়েছে, যে তার আবেগগুলো স্পর্শ করতে পারে—তখন মনটা বড় প্রশান্ত হয়ে যায়। আর অনুভবের সেই সত্বাটি যদি হয় জীবন ভাগাভাগি করে চলা মানুষটি, সবচে প্রিয় মানুষটি—তাহলে হৃদয়ের আকুলতা নিয়ন্ত্রণ করা কীভাবে সম্ভব বলুন!

অবশ্যই আপনার মনে রাখতে হবে, মেয়ে মানুষ সাধারণত আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশ্বাস করা মানুষটির কাছে সব ঝেড়ে ফেলতে চায়। এক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে বড় ভুল হবে, যদি আপনি তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে চান। হয়ত ভাবছেন তাকে থামিয়ে দিয়ে আপনি তার সহযোগিতা করছেন। দুশ্চিন্তা দূর করে দিচ্ছেন অথবা তার সমস্যা সমাধান করে দিচ্ছেন, তাহলে এটা ভুল ভাবনা। তার এখন এই কাটখোট্টা সমাধানের প্রয়োজন নেই। সে শুধু চাইছে বুকের মাঝে খচখচ করতে থাকা কথা গুলো আপনার কানে, আপনার হৃদয়ে ঢেলে একটু হালকা হতে।

> “ *মেয়েরা সাধারণত এমন কাউকে কামনা করে যে তার মনের কথা বলার আগেই বুঝে নেবে।*

> “ *ভালোবাসা এমন একটা চুক্তি যেখানে হয় দু'জনই লাভবান হবে অথবা দু'জনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।*

এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম কোন দু'টি ভুল দাম্পত্য জীবনে খুব বেশি ঘটে-

এক. স্ত্রী চায় স্বামীর রুচি চাহিদা আচরণ সব পাল্টে দিতে। এখানেই সে ভুলটা করে যখন স্বামীর প্রতিটি কাজের সমালোচনা করতে থাকে। অথচ স্বামী এমনটা কখনও তার থেকে কামনা করে না।

দুই. স্ত্রী যখন কোন মনোকষ্ট বা দুশ্চিন্তায় থাকে স্বামী তার সমস্ত আবেগ অনুভূতির প্রতি হেলা করে। পাল্টে দিতে চায়।

অসন্তোষ ও কোমল আচরণ

আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টির সৌন্দর্য এটাই যে পরিপূর্ণ শান্তি জান্নাতে ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। দুনিয়ায় যত সৌভাগ্যই অর্জিত হোক না কেনো, দুর্ভাগ্যের আঁচড় কোথাও না কোথাও থাকবেই। কখনও হেসেছেন তো কান্নার ভাগও আপনাকে নিতে হবে। দুনিয়ার এই জীবন তো সামান্য এক যাত্রী ছাউনি। সময় হয়ে গেলে আখেরাতের পথ ধরতে হবে। সেখানেই ইনশাআল্লাহ স্থির হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। পরম সুখের জান্নাত।

দাম্পত্য জীবনের এ সামান্য সময়ে আমাদের মোকাবেলা করতে হয় অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার। কখনও সমস্যাটা হয় স্ত্রীর। কখনও স্বামীর। আবার কখনও উভয়ের। এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতি। এটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন স্বভাবগতভাবে মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কোনো সমস্যার সমাধান স্বামীর চোখে একরকম তো স্ত্রীর চোখে অন্যরকম।

পুরুষ সাধারণত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পেরেশানীর বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায় না। টুকটাক হয়ত পরামর্শ করবে বা একটু মতামত চাইবে। চুপচাপ সমাধান খুঁজতে থাকবে। টেনশন বেড়ে গেলে চাপ কমাতে পত্রিকা বা বইতে চোখ বুলাতে থাকবে।

অপরদিকে মেয়ে মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হলেই হাঁসফাঁস করতে থাকে। উসখুস করতে থাকে—কোথায় একটা বিশ্বাসী মানুষ পাওয়া যায়। মনের বোঝা ব্যক্ত করে হালকা হওয়া যায়।

একটু আগেই পড়ে এসেছি মেয়ে মানুষের কাছে সমাধান পাওয়াটা খুব জরুরী নয়। বুকের মাঝে জমে থাকা জঞ্জালগুলো একটু বের করে দিতে পারলেই হবে। খুব ভালো লাগে। স্বস্তি পায়।

প্রিয় বোন আমার! একটু মনে রাখবেন—আপনার স্বামী যখন কোন ঝামেলা বা পেরেশানীর শিকার হবেন, তখন তিনি কিছুটা একা একা থাকতে চাইবেন। সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতে সংকোচ করবেন। এ সময় কেউ যদি সহায়তার উদ্দেশ্য নিয়েও এইসব ব্যাপারে আলাপ করতে পীড়াপীড়ি করে, তাহলেও তিনি ভেতর থেকে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে থাকেন।

বোন আমার, আমি বুঝতে পেরেছি—পুরুষের এই চুপচাপ আর নিঃসঙ্গতা অবলম্বন আপনার মনে হতাশার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আপনি ভাবতে থাকেন—"হায়! আমি কি তার সমস্যা শোনার উপযুক্ত হতে পারলাম না! আমি কি এতই অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে গেলাম যে আমার সাথে কথাই ছেড়ে দিয়েছে?"

এদিকে এসব ভেবে আপনি যতই 'খোঁচাখুঁচি' করেন স্বামী হুঁ/হ্যাঁ জবাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলশ্রুতিতে এগুলো যেন আপনার মনোকষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয়। অথচ আপনার এসব পীড়াপীড়ি আর মনোকষ্ট আপনার স্বামীকে আরও বেশি ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ছাড়ছে—যা আপনি বুঝতেও পারছেন না।

এজন্য প্রিয় বোন একটা কথা মনে রাখবেন, "স্বামীকে এই আচরণে অপারগ মনে করে একটু সুযোগ দিবেন। তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময়ী পরিবেশ তৈরী করে দিতে চেষ্টা করবেন। যেন তিনি এই দুশ্চিন্তা আর পেরেশানী থেকে দ্রুত নিস্তার পেয়ে যান।

আপনি এই ভেবে একটু মানিয়ে নিবেন, এসব নিঃসঙ্গতা আর বালখিল্যতা ওর পৌরুষী স্বভাবদোষ। তাকে বুঝতে দিন যে আপনি তার অপেক্ষায় আছেন। তাকে উপলব্ধি করান, কখন সে পেরেশানী মুক্ত হয়ে আপনাকে নিয়ে আবার প্রেমসমুদ্রে বিলাসে মত্ত হবে—আপনি শুধু এই অপেক্ষায় আছেন!

আর প্রিয় ভাই, আপনাকেও বুঝতে হবে একটা নারী মন কী চায়। কী তার আকুলতা। যখন সে আপনার কাছে নিজের সমস্যার কথা বলতে আসে, প্লিজ! চুপচাপ শুনতে থাকুন। মনে রাখবেন—সে আপনার কাছে সমাধানের তালাশ করছে না। দেখা যাবে সমস্যাটা আসলে তার কাছেও ততটা গুরুতর নয়। ওর মনটা শুধু ব্যাকুল হয়ে আছে। মনটা উসখুস করছে। বুকে জমে থাকা ব্যথাগুলো শুনিয়ে স্বামীর কানটা ঝালাপালা করে একটু স্বস্তি পেতে চাইছে।

আপনার কর্তব্য—তার আচরণকে প্রেম আর ধৈর্যের চাদরে ঢেকে নেওয়া। যাতে তার মনটা প্রশান্ত হয়। বুকটা হালকা হয়ে যায়। সমস্যা সমাধানের সুন্দর একটা পরিবেশ সে পেয়ে যায়।

> “ *পুরুষের চরিত্র পরিমাপ হয় দুর্বলদের সাথে তার আচরণ অনুপাতে।*

পুরুষ কেন চুপ থাকে

পুরুষের কথা কম বলা নিয়ে অনেক স্ত্রীর অভিযোগ—কেন তারা চুপ থাকতে চায়। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতায় ডুবে যায়।

আগেই আমরা বলে এসেছি পুরুষের কথা কমে যায় যখন সে কোনো পেরেশানীর শিকার হয়। এটা পুরুষের স্বভাব। বেশ কয়েকটি কারণ আমরা খুঁজে পেয়েছি যে কেন পুরুষ নির্লিপ্ততা অবলম্বন করেন -

এক. যখন তার সামনে অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে যায় অথচ তার জবাব জানা নেই। অথবা যখন সে তার কেন্দ্রীভূতহীনতার অবস্থা অতিক্রম করেন।

দুই. কোনো পেরেশানী বা দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলে যেমনটা আমার আগেই আলোচনা করে এসেছি।

তিন. কোনো বিষয়ে যখন গভীরভাবে চিন্তা করেন।

চার. যখন অফিসের কাগজপত্র ঠিকঠাক করেন এবং নিজেকে গুছিয়ে নিতে চান।

সুতরাং হে বোন! চিন্তার কোন কারণ নেই। কোনো পেরেশানী বা সন্দেহের শিকার হবেন না। ওগুলো আপনার ভালোবাসার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিবে। আপনাকে বরং কিছু টিপস দিই, যখন আপনার স্বামী চুপচাপ অথবা নিঃসঙ্গ হতে চাইবেন কৌশলগুলো কাজে লাগাবেন। টাইমিং ঠিকঠাক হলে স্কোর ছক্কা হবে।

এক. প্রয়োজনীয় কোন কাজ বা কথা থাকলে সেটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। তাকে স্থির হবার সময় দিন।

দুই. তার মনোযোগ নিবিষ্ট হয় এমন পরিবেশ তৈরী করে দিবেন। এতে নির্লিপ্ততার অবস্থা থেকে খুব দ্রুতই তিনি বের হয়ে আসতে পারবেন।

তিন. স্বামীকে বুঝতে দিন আপনি তাকে খুব ভালোবাসেন। আপনি সবসময় তার পাশে আছেন। তাকে প্রচণ্ড রকমের বিশ্বাস করেন। মাঝে মাঝে দু'পাঁচটা প্রেম বা প্রশংসার বাক্য তার কানে বাজিয়ে দিন।

চার. তাকে মোটেও পীড়াপীড়ি করবেন না যে—"সমস্যাটা কী আমাকে তো বলো"।

পাঁচ. তার এই চুপ থাকার কারণে বিরক্তি বা এসব বলে অবজ্ঞা প্রকাশ থেকে বিরত থাকুন—ধেই...কাজ কাম নেই সেই কখন থেকে শুধু ঝিম মেরে বসে আছো!

ছয়. তাকে আপাতত স্পষ্টভাবে নসীহত বা 'এটা করো ওটা করো' বলে মোটেও পরামর্শ দিতে যাবেন না।

সাত. তার সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় থাকুন তবে পেরেশানী প্রকাশ করবেন না।

আট. তার এ অবস্থা মেনে নিয়ে আপনি অনুগ্রহ করছেন বা তার প্রতি দয়া করছেন এমন ভাব মোটেও প্রকাশ করবেন না।

শেষ কথা হলো, প্রিয় বোন! হয়ত আপনি পুরুষ হিসেবে আমাকে স্বার্থপর ভাবছেন। কিন্তু দয়া করে একটু পিছনে ফিরবেন। তাকিয়ে দেখুন নবীপত্নী খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা'র দিকে—নবীর গারে হেরার নির্জনতায় তিনি কী করেছিলেন।

নবুওয়তের পূর্বসময়ে নবীর পাহাড়ে নির্জনতা অবলম্বন করাকে আরবের অধিকাংশ মানুষই ভাল চোখে দেখত না। স্ত্রীকে একা ফেলে রেখে পাহাড়ে আশ্রয় নিলে মানুষ আশ্চর্য্য প্রকাশ করত। তার নামে এটা ওটা বলে বেড়াত। মহিয়সী বুদ্ধিমতি খাদিজা মানুষের এসব সমালোচনা থোড়াই কেয়ার করতেন। সেই...ফুট উঁচু পাহাড়ে চলে যেতেন—উদ্দেশ্য একটাই প্রিয় স্বামীর আরামের ব্যবস্থা করা। খাবার পানীয় পৌঁছে দিতেন। নিজে কখনও যেতে না পারলে টাকা পয়সা খরচ করে লোক দিয়ে জিনিসপাতি পাঠাতেন।

এই চিত্র থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা বিশেষ দু'টি গুণের অধিকারী ছিলেন, যা তিনি প্রাণের স্বামীর ভালোবাসায় কাজে লাগিয়েছিলেন।

এক. স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর ভক্তি।

দুই. স্বামীর স্বভাব ও মানবিক চাহিদাকে গভীরভাবে বুঝতে পারা।

তবে প্রিয় ভাই, আপনাকেও মনে রাখতে হবে—আপনি নিজের অবস্থা গোপন করতে পারেন আর না-ই পারেন, আপনার নিশ্চুপ থাকাটা অবশ্যই আপনার স্ত্রীকে চিন্তিত করে তুলবে। সুতরাং তার এই পেরেশানীর কথা আপনাকেও ভাবা উচিত। অবশ্যই তাকে অবহিত করে দিবেন—"দেখো! কিছু সমস্যায় আছি। মন খারাপ করো না।" এতটুকু কথাতেই সে নিশ্চিন্ত ও নির্ভাবনায় থাকতে পারবে।

> “ *নীরবতা পুরুষের দাড়িপাল্লা। নীরবতা দিয়ে সমস্যার ভারত্ব মাপে।*

> “ *বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা এটা কোনো দোষ প্রকাশ নয় বরং সমালোচিতের অন্তরে তা কল্যাণের প্রসবণ হয়।*

কষ্ট না দিয়ে কীভাবে স্বামীর ভুলগুলো ধরে দিব?

স্বামীর স্বভাব ও সম্মানের দিক বিবেচনায় প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় উপদেশ কিংবা পরামর্শও লজ্জা-অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা অবশ্যই মানি—স্বামীর সফলতার পথে স্ত্রীর ইতিবাচক প্রচেষ্টা থাকা উচিত; কখনও উপদেশ, কখনও ভালোবাসায় মোড়ানো উৎসাহ। কিন্তু একটু ভুলের কারণে এই উপদেশ কখনও স্বামীর কাছে অপমানের মনে হয়। প্রিয় বোন—আপনার একটু কৌশল এই উপদেশকে কার্যকর করে তুলতে পারে।

আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? ইতিপূর্বে কখনও প্রশ্নের ঢঙে কারো ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন বা ইশারা ইঙ্গিতে কাউকে উপদেশ দিয়েছেন? উত্তর যদি হয় হ্যাঁ—তাহলে বলব স্বামীর ক্ষেত্রেও এটা এন্টিবায়োটিকের কাজ দিবে। আপনি তাকে সহযোগিতা করছেন, একগাদা উপদেশের ঝুড়িও তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন অথচ সে তা টেরই পেল না—কী চমৎকার হবে ভেবে দেখুন তো!

প্রিয় বোন, মনে করুন—আপনার স্বামী কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। আর সাথে আপনিও আছেন। কিন্তু সে গায়ে যে জামাটা পরেছে, তা একেবারে বেখাপ্পা, আপনার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না। এখন আপনি যদি সরাসরি বলে ফেলেন, "এটা পাল্টাও, মোটেও ভাল্লাগছে না।" তাহলে কথাটা ভালো হলেও স্বামীর আঁতে লাগতে পারে। পুরুষ তো! ওদের অমন একটু লাগেই।

তাকে পছন্দের জামাটা ধরিয়ে দিয়ে বলুন, "পাখি এই জামাটা তোমার গায়ে সুন্দর মানাবে", অথবা বলুন "শোনো না—এই জামাটায় তুমি আরাম বোধ করবে; আমি ঠিক বলেছি না বলো?"

এই দুই পদ্ধতির পার্থক্যটা কিন্তু স্পষ্ট। নিশ্চিত আপনি আমার সাথে একমত হবেন—দ্বিতীয় পদ্ধতিটি স্বামীর হৃদয়ে প্রেম আর ভালোবাসার আলোড়ন তুলে ছাড়বে। অথচ এতে তার পৌরুষের দেয়ালে সামান্য আঁচড়ও লাগবে না।

আমার চে' আপনিই কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে সবচে' বেশি অবগত- কীসে তার মন খুশি হয় আর কীসে তার কষ্ট হয়। তাকে সবচেয়ে আপনিই ভাল জানবেন।

আর হাতেগোনা কয়েকটি টিপস অনুসরণ করলেই স্বামীকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়ার অভিনব সব পদ্ধতি আপনি নিজেই আবিষ্কার করতে পারবেন।

এক. সরাসরি সমালোচনা করতে যাবেন না।

দুই. কথার আগে লম্বা ভূমিকা টানবেন না যাতে মনে হয় আপনি পরিকল্পনা করেই তাকে উপদেশ দিতে যাচ্ছেন। এতে হীতে বিপরীত হতে পারে। চট করে বলে ফেলুন যেন তার মনে হয়—কেবল মাত্রই আপনার ভালোবাসার ঝর্ণা ধারা থেকে কথাটি উৎসারিত হল।

তিন. সময় এবং স্থান খেয়াল করুন। যখন মুড ফ্রেশ দেখবেন, তখনই বলে ফেলুন মনের কথা।

চার. যতই আপনাদের কাছের মানুষ হোক না কেনো, তৃতীয় কারো উপস্থিতিতে স্বামীকে উপদেশ দেওয়া হতে বিরত থাকুন।

পাঁচ. ভালোবাসা বা সিরিয়াসনেস কাজে লাগান। ঠাট্টা মশকরা এ মুহূর্তে পরিহার করুন।

ছয়. স্বামী রেগে গেলে বা অসন্তোষ প্রকাশ করলে সাথে সাথে ভুল মেনে নিন। বুঝিয়ে বলুন, "প্রিয় আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি"। ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা করুন।

সমালোচনার আদব

এখানে কিছু নসীহাহ আমি উল্লেখ করছি। পরস্পরের ভুল ধরিয়ে দেওয়া বা উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক. শুরুতেই তার প্রশংসার দিকটা উল্লেখ করুন। প্রতিটি মানুষের প্রশংসাযোগ্য কোনো না কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকে। আপনি যদি শুরুতেই তার সেই দিকটা উল্লেখ করা মানে আপনি তাকে কিছু হাদিয়া দিলেন। ব্যাস। তার মন এখন প্রফুল্ল। সমালোচনা বা উপদেশ যেটাই হোক—গ্রহণ করতে সে মানসিকভাবে প্রস্তুত। কারণ যখন সে বুঝতে পারবে আপনি তার ভালো দিকটার মূল্যায়ন করেন, তখন তার দিলটা এমনিতেই বড় হয়ে যাবে। এবার আর সমালোচনা কিংবা উপদেশ—কোনটাই তার আঁতে ঘা লাগাবে না।

দুই. মনে রাখবেন মানুষ বলতেই ভুল। পৃথিবীর কোনো মানুষ ভুল থেকে মুক্ত নয়।

তিন. অপর পক্ষকে নিজের পছন্দের বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করবেন না। তাকে একটু স্বাধীনতা তো অবশ্যই আপনার দিতে হবে। আসলেই তাকে আপনার পছন্দের মাঝে আটকে রেখে কী ফায়দা হবে! আপনি তো তাকে মানসিকভাবে দূর্গে বন্দী করে রেখেছেন।

আপনার হঠকারিতাই তাকে অহংকার আর নিজের ভুল অস্বীকার করতে সহায়তা করেছে।

চার. তার কোনো গুণ সামান্য হলেও সেটার প্রশংসা করবেন। তাকে বুঝতে দিন আপনি তার প্রতি খুব খুশি আছেন। আপনার ভালোবাসা তার প্রতি কাঁচা গোলাপের মতই সুবাস ছড়িয়ে চলেছে।

পাঁচ. ভুল ধরে দিচ্ছেন, অল্প কথায় শেষ করুন। "তুমি বিরাট সমস্যা করে ফেলেছ" এমন ভাব প্রকাশ থেকে বিরত থাকুন।

> “ *প্রিয়জনের তিরস্কার তাকে হারানোর চেয়ে দামি।*

নারীর চপলতা

স্ত্রীদের যেমন স্বামীর চুপ থাকা নিয়ে শত অভিযোগ, তেমন স্বামীরও স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগের অন্ত নেই—"ও শুধু কথা বলে! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই সারাদিন বকবক করতেই থাকে।"

সমস্যা কী? ঠিকই তো! নারীরা এমনই হয়ে থাকে, এখানে অভিযোগের কী আছে!

সাইক্লোজিক্যাল ভাবেই প্রমাণিত, মেয়েরা কোনো কাজ করার সময় সাধারণত মস্তিষ্কের ডান পার্শ্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের এই অংশের চাহিদাই হল কল্পনা, প্রেম, অভিনবত্ব আর ভাষাগত সক্ষমতা। এ কারণেই কোনো বিষয় বিস্তর ব্যাখ্যা না করলে নারী মন তৃপ্ত হয় না। সংক্ষেপণের সাথে তাদের বড্ড বিরোধ। তাই তো দেখা যায়—হৃদয়ের আবেগ ওরা চাপিয়ে রাখতে পারে না। স্পষ্টই বলে ফেলে। সংক্ষেপে তাদের কিছু বলতে চাইলে ভ্রু কুঁচকাতে থাকে। ইশপিশ করতে থাকে। মনটা অতৃপ্ত থেকে যায়।

পক্ষান্তরে, পুরুষ দেখবেন অনেক কাজ ইশারা ইঙ্গিতেই সেরে নেয়। সুতরাং মেনে নিতে হবে—একটু চপলতা, 'কোনো কিছু স্পষ্ট বলে ফেলা' এটা নারীর অবিচ্ছেদ্য স্বভাব। এছাড়াও সুখালাপের সময় বেশ কিছু কল্পকামনা নারীর স্বভাবসৃষ্টি বিষয় -

এক. একটু প্রশান্তি, একটু তৃপ্তির কামনা; চাই একটা মানুষ যার কাছে সব খুলে বলা যায়। নারী সত্ত্বাটা আসলেই খুব কোমল প্রতিক্রিয়াশীল সৃষ্টি। একটা বিশ্বাসী মানুষকে খুব করে কাছে পেতে চাইবে। আপনার সাথে কথা বলার সময় একটু পাগলামী করবে। বুঝাতে চাইবে এ বিষয়টিতে আপনি ছাড়া ওর সাহায্য কেউ করতে পারবে না।

প্রিয় ভাই! এটা একটা মেয়ের আবেগের জায়গা। ভালোবাসার জায়গা। তার এই অভিব্যক্তি প্রকাশের মাঝে আপনার অতৃপ্তি দেখতে পেলে সে বড্ড কষ্ট পায়।

এই ধরুন—ও কথা বলেই চলেছে। আপনার বিরক্তি লাগছে। "লামছাম" একটা সমাধান ঠেলে দিয়ে আপনি আপাতত মজলিস শেষ করতে চাইছেন। কেন? তার আবেগের মূল্যায়ন কী সে আপনার কাছে পেতে পারে না? প্রিয় মানুষটার বুকে মাথা রেখে মন ভরে কথা বলার অধিকারটুকু তার হবে না? দিন না একটু সুযোগ।

ওর হৃদয়টা ভরে যাক। ভালোবাসা মুক্তি পাক। বলতে পারেন, "ঠিক আছে। আজ তোমার কথামালার সমুদ্রে আমার নাওখানা নাও ভাসাইয়া নাও।

দুই. প্রেমে নতুনত্ব আর মেয়ে মানুষের বিশ্বাস। কথামালার জলেই কেবল ভালোবাসাকে ভিজিয়ে রাখা যায়।

তিন. প্রকাশপ্রবনতা; আমরা আগেই দেখেছি যাই ঘটুক না কেন, পুরুষ চায় চুপচাপ সমাধান করতে। কিন্তু নারী স্বভাব এটা পারে না। একটু চিন্তা করবে তাও বিড় বিড় করে কী যেন বলবে। খুঁজবে—কাউকে টেনশনের ভাগিদার বানিয়ে স্বস্তি পেতে।

"ওসব গল্প শোনার টাইম আমার নেই। কাজকাম সেরে একটু আরামের তো প্রয়োজন তো আছে বান্দার...!" হুম এমনটাই জবাব দিচ্ছিলেন আমার এক সহকর্মী—যখন তাকে বউয়ের পেতে বসা গল্পের আসর মন দিয়ে শোনার ওয়াজ করেছিলাম।

বললাম- আমার সাথে তো ভালোই, একেবারে হৃদয় উজাড় করে কথা বলছেন। অফিসের আরও দশটা মানুষের সাথে আড্ডা তো ভালোই জমে। অথচ যখন বউয়ের কথায় আসি সময়টা কেন 'ফুড়ুৎ' হয়ে যায়?

একটু মাথা নাড়াল। আমার কথাটার টাইমিং বোধহয় ঠিক হয়নি। যাই হোক নিজেই আবার বলতে শুরু করলাম, আপনি বলছেন—কষ্ট ক্লান্তির ধকল শেষ করে আর বউয়ের গল্প শোনার ইচ্ছে থাকে না। আচ্ছা। এবার বলেন—কষ্ট, ক্লান্তি, পরিশ্রম কার বেশি- আপনার না রাসূলের?

ভ্রুটা বাঁকিয়ে জবাব দিল, "নিশ্চয় রাসূলের"।

এবার বলেন—কার সময়ের দাম বেশি, আপনার না রাসূলের?

চোখে মুখে তার অস্পষ্টতার ভাব স্পষ্ট। "হুম রাসূলের। কিন্তু আমাকে এসব উদ্ভট প্রশ্নের মানে কী?"

: মানে হল, আমি রাসূলুল্লাহ'র একটা হাদীস আপনাকে শোনাতে চাই। চমৎকার হাদীস। ভালো লাগবে খুব। মনযোগ দিয়ে শুনবেন।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ১১ জন মহিলা এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো যে, তারা তাদের নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে সব খুলে বলবে এবং কোনো কিছুই গোপন করবে না।

প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী অলস, অকর্মণ্য, দুর্বল উটের গোশততুল্য, তা আবার পর্বত চূড়ায় সংরক্ষিত; যা ধরাছোঁয়া দুঃসাধ্য। তাঁর আচরণ রুক্ষ। ফলে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। সে স্বাস্থ্যবানও নয়, আর তাকে ত্যাগও করতে পারছি না।

দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী এমন যে, আমি আশংকা করছি, তাঁর দোষত্রুটি বর্ণনা করে শেষ করতে পারব না। আর আমি যদি বর্ণনা করে দেই, তাহলে কেবল দোষত্রুটিই বর্ণনা করব।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট, দেখতে কদাকার। আমি কথা বললে (উত্তরে আসে) তালাক। আর নীরব থাকলে সে তো ঝুলন্ত রশি (অর্থাৎ কিছু চাইলে বদ মেজাজের সম্মুখীন হতে হয় এবং নীরব থাকলে হতে হয় বঞ্চিত)।

চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তিহামার রাত্রির ন্যায়—না (প্রচণ্ড) গরম, আর না (প্রচণ্ড) ঠাণ্ডা। তাঁর থেকে কোন ভয়-ভীতি কিংবা অস্বস্তির কারণ নেই।

পঞ্চম মহিলা বলল, আমার স্বামী ঘরে এলে মনে হয় চিতাবাঘ আর বাইরে বের হলে সে হয় সাহসী সিংহ। বাড়িতে কি ঘটল সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খায়, তৃপ্তি ভরে খায়। আর পান করলে সব সাবাড় করে দেয় এবং কোন কিছু অবশিষ্ট রাখে না। আর যখন ঘুমাতে চায়, চাদর দেহে জড়িয়ে দেয়। আমার কোনো বিপদাপদ আছে কি না, সে তা হাত বাড়িয়েও দেখে না।

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী অক্ষম, কথা বলতে পারে না, সব ধরনের রোগে আক্রান্ত। সে আমার মস্তক চূর্ণ করতে পারে অথবা মারধোর করে হাড়গোড় সব ভেঙ্গে দিতে পারে বা উভয়টিও করতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর পরশ খরগোশের ন্যায় কোমল। (তাঁর ব্যবহৃত সুগন্ধি) জাফরানের সুগন্ধির ন্যায়।

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, দীর্ঘদেহবিশিষ্ট। তাঁর বৈঠকখানা ঘরের নিকটবর্তী।

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামী হলো আমার মালিক। মালিকের প্রশংসা কী আর করব (উপরে বর্ণিত সকলের প্রশংসা একত্র করলেও তাঁর গুণ গেয়ে শেষ করা যাবে না)। তার রয়েছে অসংখ্য উট, অধিকাংশ সময় সেগুলো বাধাই থাকে। খুব কমই মাঠে চরানো হয়। এসব উট যখন বাদ্যের ঝংকার শোনে, তখন তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাদেরকে যবেহ করা হবে।

একাদশ মহিলা উম্মে যার'আ বলল, আমার স্বামী আবু যার'আ। আবু যার'আর কী আর প্রশংসা করব, সে তো অলংকার দিয়ে আমার দু'কান ভর্তি করে দিয়েছে, উপাদেয় খাবার খাইয়ে দু'বাহু চর্বিযুক্ত করে দিয়েছে। আমাকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে। ফলে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। আমি ছিলাম বকরী রাখালের কন্যা, খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হতো। আমি এখন অসংখ্য ঘোড়া, উট ও বকরী পালের মধ্যে তথা পর্যাপ্ত ধন-সম্পদের মধ্যে আছি। আমি তাকে কিছু বললেও আমাকে মন্দ বলত না। সারাক্ষণ নিদ্রায় কাটালেও কিছুই বলত না। পর্যাপ্ত খাওয়ার পরও খাবার অবশিষ্ট থাকত।

উম্মে আবু যার'আর (একাদশ মহিলার শাশুড়ির) প্রশংসাই বা কি করব! তাঁর বড় বড় পাত্রগুলো সর্বদা খানায় পরিপূর্ণ থাকতো। আর তার বাড়ির সীমানা সুবিশাল। ইবনে আবু যার'আ তরবারির ন্যায় সূক্ষ্ম, বকরীর একটি উরুর গোশত তাঁর জন্য যথেষ্ট।

আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কেই কী বলব! পিতামাতার অনুগত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, স্বাস্থ্যবান। সতীনদের অন্তর্জ্বালার কারণ।

আবু যার'আর পরিচারিকার কথাই বা কী বলব! সে ঘরের গোপন তথ্য ফাঁস করে না। আমাদের খাবার বিনা অনুমতিতে হাত দেয় না। বাড়িতে কখনও আবর্জনা জমা করে রাখে না।

সে (একাদশ মহিলা) বলল, আমি এমনই সুখ শান্তি, আদর সোহাগ সমৃদ্ধির মধ্যে দিনকাল কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় একবার আবু যার'আ বাইরে যান এবং দেখতে পান যে, স্বাস্থ্যবান দুটি শিশু তাদের মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছে। এরপর আবু যার'আ আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেন।

এরপর আমি একজন বিত্তশালী উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে বিয়ে করি। সেও আমাকে পর্যাপ্ত সামগ্রী জোড়ায় জোড়ায় দিয়েছিল। সে বলল, উম্মে যার'আ! তৃপ্তি সহকারে খাও এবং ইচ্ছেমতো তোমার বাপের বাড়িতে পাঠাও। তার দান-দক্ষিণার যাবতীয় বস্তু একত্র করলে আবু যার'আর সামান্যও হবে না।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আবু যার'আ যেমন উম্মে যার'আর জন্য, আমিও ঠিক তদ্রুপ তোমার জন্য। (কিন্তু কখনও আবু যার'আর মতো তোমাকে তালাক দেব না)[৮]

একটু খেয়াল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত কাজ! কত ব্যস্ততা! সারাদিন উম্মতের ফিকির। অথচ রাত হতেই বসে গেলেন স্ত্রীর আঁচলের গোড়ায়। পসরা সাজালেন মনোমুগ্ধকর গল্পের। আবার দেখুন গল্পটি আমার আপনার বিবেচনায় খুব যে শিক্ষনীয় তাও কিন্তু না। এটাই নববী জ্ঞানের মহাত্ম্য—বুঝে নিয়েছিলেন স্ত্রীর স্বভাব; বাকপ্রবণতা, প্রেমিকের প্রতি নারী সত্তার প্রয়োজনের অনুভূতি।

একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললাম—এবার যান। বউটাকে একটু হৃদয়ের জঞ্জাল বের করতে দিন। তার আবেগ- অনুভূতির মূল্যায়ন করেন। আর শোনেন! ভালোবাসার ক্রেডিট দিতে যেন ভুলবেন না; রাসূলের রওযায় দুরুদ পৌঁছে দিয়েন। আমাকে যেন আবার ভুলে যেয়েন না।

> *ঘরে নিজে মৃদু তিরষ্কার করলেও লোকের সামনে তার প্রশংসা করুন।*

> *আমি প্রবৃত্তির আড়ালে ভালোবাসার মৃত্যুতে আশ্চর্য হই না। বরং প্রেমিকদের বেঁচে থাকাটা আশ্চর্যজনক।*

> *জীবনটা অনেক ছোট। এখানে অন্যের অপরাধ মুখস্ত করার সময় কই!*

---

[৮] সহীহ বুখারী, হা/৫১৮৯; সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৫৮; ইবনে হিব্বান, হা/৭১০৪; জামেউস সগীর, হা/১৪১

মেয়েদের কথা বলার ভঙ্গি

অনেকসময় দু'জন একসাথে বসে ছোটখাটো কোনো বিষয়ে সমাধানে পৌঁছুতে চাইছেন অথচ কোনো ফলাফলই আসছে না।

অনেকসময় স্বামী মনে করতে থাকেন আমার কাজের কোনো মূল্যায়নই তার কাছে নেই। আমি তার প্রয়োজনই পূরন করি তার কথা হল—আমি তাকে কিছুই দিলাম না।

দাম্পত্য জীবনের অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে বোঝার ভুল আর মতের অমিল। মানব ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীদের অনেকের এটাই দাবি। তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো—স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হৃদয়কথন প্রকাশের ভাষা সবসময় একরকম হয় না। ভাষা বলতে শুধু শব্দের মূলার্থ নয় বরং তার সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক মর্মার্থ। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়—কেউ একটা কথা বলেছে অথচ উদ্দেশ্য তার আরেকটা। দূরবর্তী কোনো আবদার। শব্দের আঁচলে ঝুলে থাকা ভালোবাসার আবেদন। তাদের দাবী হল—মেয়েরা সাধারণত কোন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে সরাসরি শব্দ-বাক্য বলতে পারে না। খুঁজে খুঁজে গভীর অর্থের শব্দ বের করবে। অথচ তার অর্থের ঐ গভীরতা বোঝানোর কোনো ইচ্ছেও নেই। এদিকে সরাসরিও বলতে পারছে না। কী করবে। শুরু করে শাস্ত্রবীদের সংবিধান পাঠ।

তেমনিভাবে কোনো কিছু বলতে গিয়ে ব্যাপক বা রূপক শব্দেই বেশি সাচ্ছন্দ্য তাদের। এই ধরুন—বলছে, 'আমি আর কখনও যাব না তোমার সাথে' এটা একটা অভিমানী বাক্য। অথচ তার উদ্দেশ্য হল, 'আমাকে একটু বাহিরে ঘুরতে নিয়ে চলো।'

হঠাৎ একদিন বলে বসবে, 'তুমি আমাকে এখন আর ভালোবাসো না।' অর্থ হল—আমাকে একটু 'ভালোবাসি' বলো না। সে রেগে গিয়ে বলবে, 'তুমি আমাকে এখন আর কেয়ারই করো না', আসলে সে বলতে চাচ্ছে 'আমাকে তোমার চোখের আড়াল করবে না। আমার কথাগুলো ফেলে দিয়ো না। অথবা 'আমাকে কিছু উপহার তো দিতে পারো'।

রাসূলে আরাবী'র একটি হাদীস মনে পড়ছে। মেয়েদের এ ধরণের সীমাতিরিক্ত গভীর আর ব্যাপকার্থ শব্দের আঁচলে মনের কথা বলার যে অভ্যাস সে সম্পর্কেই হয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

"অধিকাংশ নারীসত্ত্বার এটা স্বভাব—কোনো বিষয়কে বাস্তবের চেয়েও খুব বড় মনে করে ফেলবে বা সামান্য বিষয়কেও বিরাটাকারে চিত্রায়ণ করবে।"

এখন প্রশ্ন হল, স্বামী তার স্ত্রীর এমন চাহিদা বা স্বভাব কীভাবে বুঝতে পারবে। কেমন আচরন করা উচিত সে সময়?

প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ—আসলে সমস্যার শুরুটা হয় স্বামীরা নারী স্বভাবের এই রহস্য বুঝতে পারে না। স্ত্রীর রূপকার্থে বলা কথাটা শাব্দিক অর্থে ধরে নেয়। ব্যস! এই তো শুরু।

স্ত্রী বলেছে—তুমি আমাকে এখন আর গুরুত্ব দাও না।

স্বামী (খ্যাট ম্যাট করে)—হ্যাঁ! সব তো ভুলেই যাবা। গত সপ্তায় এনে দেওয়া উপহারটাই এখনো প্যাকেট মোড়ানো। ...গত তিন দিন তোমাকে নিয়ে গেলাম ঘুরতে... তোমরা না... মেয়ে মানুষ... এভাবে একটার পর একটা কথা খণ্ডন করে যাবে।

বুদ্ধিমান স্বামীর কাজ হলো—স্ত্রীর এই স্বভাবটাকে বুঝে নেওয়া। শাব্দিক অর্থ ধরে নিয়েই রাগ ঝাড়তে যাবেন না। তার এসব রূপক আর আবেগী শব্দ দিয়ে আপনাকে ক্ষ্যাপানোর উদ্দেশ্যও তার ছিল না। মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকা আবেদনটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড়সড় করে ব্যক্ত করতে চাইছে—এতটুকুই যা।

একটা গল্প বলি। বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট হবে। বারমাকিয়্যাহ নামে এক বাঁদি ছিল। বিশ্ব সুন্দরী। এহাত থেকে ওহাত শুধু বিক্রিই হতে থাকে। শেষমেশ একবার খলিফা মু'তামিদ ইবনে আব্বাদের অন্দরে এসে পড়ল। খলিফা তাকে আজাদ করে রানী বানিয়ে নিলেন।

একদিনের ঘটনা—রানী দেখলেন ক'জন বালিকা মাটি নিয়ে খেলছে। হাড়ি-পাতিল আর পুতুল গড়ছে। রানীর আর সইল না। ফিরে গেলেন সেই শৈশবের স্মৃতিতে। রানীর স্মৃতি বলে কথা। ওটা বাস্তব রূপে না ধরলে রানীর অসম্মান হয়। তাই বলে কি রানী মাটি নিয়ে খেলতে বসে যাবেন? তা কি হয়? আদেশ হলো আতর আর সুঘ্রাণ সামগ্রী হাজির করার। সেগুলো নিয়ে এসে যেন মাটির খামির তৈরী করা হয়। রানী হাড়ি পাতিল আর পুতুল বানিয়ে খেলবেন। রানী খেলা করলেন। বেশ আনন্দিত হলেন। তৃপ্তি পেলেন।

এদিকে একদিন রানী খলিফার উপর কোন কারণে রাগ হয়ে বলতে লাগলেন—তোমার থেকে কোনদিন ভালো কাজ হতে দেখলাম না।

খলিফা জবাব দিলেন—ঐ যে, আতর দিয়ে মাটি বানিয়ে পুতুল খেলার দিনেও কি না?

রানী খুব লজ্জা পেলেন। ঘোমটা টেনে হারিয়ে গেলেন মহলের অন্দরে।

> “ *নারীসত্ত্বা পুরো একটা অভিধান। আপনাকে অবশ্যই অভিধানের শব্দগুলো আয়ত্ত করতে হবে।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেমের ভাষা

কাউকে মূল্যায়ন করলে সে বুঝতে পারে আপনার কাছে তার গুরুত্ব আছে। তার ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান রয়েছে। তার দেওয়া শ্রমের মূল্য আমার কাছে আছে এতটুকু বোঝাতে আপনাকে যে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে তা কিন্তু নয়। এই ধরুন—আপনার স্ত্রীকে বললেন সারাদিনই তো খাটলে এবার একটু বিশ্রাম নাও অথবা স্ত্রী স্বামীকে বলল, তোমার দেওয়া ভালোবাসা আর পরিশ্রমের মূল্য এ জনমে কেই বা দিতে পারবে বল।

ব্যাস। এতটুকুতেই কেল্লা ফতেহ। আপনার পার্টনারের হৃদয়ে ভালোবাসার আগুন জ্বালাতে বাধ্য করবে। আনন্দে ভরে উঠবে আপনাদের দাম্পত্যের ফুল। সুবাসিত হবে দুটি হৃদয়ের উপকূল।

ভালোবাসা পেতে স্ত্রীকে উৎসাহ দিন
হৃদয়ে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিন

আচ্ছা একটা কথা বলুন তো—পানি সিঞ্চন ব্যতীত কোনো গোলাপ চারা বড় হয়েছে? অবশ্যই না।

ভালোবাসা গোলাপের প্রোজ্জ্বল উপমা। ফুল পেতে দু'টিকেই পরিচর্যা করতে হয়। পানি দিতে হয়। তবে ভালোবাসার পানি হল হৃদয়ে আগ্রহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা।

উদ্দীপনা দিবেন বলতে—প্রেয়সীর অন্তরে প্রেম আর অনুভূতির আগুন জ্বালিয়ে দিন। এ শিখায় পুড়ে সে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়ে যাবে। দেখবেন নিজের পূর্ণসত্তা স্বামীর কোলে উৎসর্গ করে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না।

এখন স্বামীর কাছে প্রশ্ন হল—আগুন তো জ্বালাতে হবে। পদ্ধতি না জানলে আপনি নিজেই আগুনে জ্বলে যাবেন।

সবচেয়ে যে পদ্ধতিটি কার্যকর তা হলো যেভাবেই হোক তার হৃদয়জমীনে গেড়ে দিবেন যে—তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী। কারণ নারী যখন বুঝতে পারে তার স্বামীর কাছে তার মূল্যায়ন রয়েছে, হৃদয়ের সম্মানিত আসনে তাকে আসীন করছে—ব্যস কেল্লা ফতেহ্। তার বুকে আর আনন্দ ধরে না। স্বামীর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেই যেন তৃপ্ত হয়। ভালোবাসার পাপড়ি দিয়ে স্বামী-সংসার সবকিছুকেই সুবাসিত করে তুলতে চায়।

বিপরীতে যে নারী বুঝতে পারে যে এ ঘরে আমার কোনো মূল্য নেই। স্বামীটা আমার কাজে-কর্মে ভুল ধরতে পারলেই খুশি হয়। আমার মানসম্মান তার কাছে বিক্রি হয় জলের দামে। তখন তার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পানিশূন্য মরুভূমির ন্যায় খাঁ খাঁ করতে থাকে। এমন হলে তার চে' আপনার ক্ষতি বেশি। এর পরিণতি আপনার সংসারকেই ভোগ করতে হবে।

আরেকটা কারণ হলো, মেয়েরা সাধারণত ছন্দময় কথার পাগল হয়ে থাকে। এসবে তারা আসক্ত হয়ে যায়। আর তাই আপনি সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলুন। সুযোগ পেলেই দু-পাঁচটা প্রশংসার বাণী শুনিয়ে দিবেন। তাকে বুঝিয়ে দিন, আপনার কাছে তার মূল্য অনেক বেশি। আপনার চোখে সেই দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী।

এই ধরুন- বললেন, "তুমি আমার হৃদয়ের শাহজাদী, তুমি আমার হৃদয়ের অধিপতি/ তোমার ভালোবাসার একটি পলক যখন আমার হৃদয়ে আছড়ে পড়ে মনে হয় তা দিয়ে পৃথিবীই পূর্ণ করে দিতে পারব/ আমার দেহটা যেখানেই চলুক— হৃদয়টা বাঁধা থাকে তোমার আঙিনায়।"

এগুলো নিশ্চয় স্ত্রীর কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফোঁটাবেই। তার কর্ণকুহরে ভালোবাসার মধু ঢেলে যাবেই।

> *উত্তম কথাও একটি সাদাকা।-বাইহাকী*

স্বামীকে উৎসাহ দিন। উদ্দীপনা বৃদ্ধি করুন

হ্যাঁ। প্রিয় বোন আমার! স্বামীর হৃদয়ে ভালোবাসার উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে আপনাকে আকাশ-পাতাল ঘুরতে হবে না। শুধু তার হৃদয়কোটরে এ কথাটা ঢুকিয়ে দিন—তুমি ছাড়া আমার একটা মুহূর্তও কাটানো সম্ভব না। আপনার আর্থিক সামাজিক যতই অর্জন থাকুক না কেন তাকে বুঝতে দিন—তুমিই আমার প্রাণ। তুমিই আমার গর্ব। একটা ফুল প্রস্ফুটিত হতে পানির জন্য যেমন হাহাকার করে, একটা পাখি রিযিকের প্রয়োজনে যেমন প্রভাতের আশায় থাকে—তোমার ভালোবাসার উত্তাপ পেতে আমার বুকটাও বড্ড শূন্য শূন্য লাগে।

আপনার মনে রাখতে হবে প্রিয় বোন—ছেলে মানুষ সর্বদা ভালোবাসার পিয়াসী হয়ে থাকে। আপনি যদি এভাবে তার 'ভালোবাসার সলতে'তে আগুন দিতে পারেন—সে বুঝে নিবে তার প্রতি কেউ আসক্ত আছে। কেউ তাকে নিজের জীবনের প্রতিপাদ্য মনে করে।

এভাবেই ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের চাদরে মুড়িয়ে প্রেমোদ্দীপক বাক্যমালার পসরা সাজাতে থাকুন তার হৃদয়ের বাজারে। বলে ফেলুন—জানো! এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, খুব ভয় পাচ্ছিলাম। তুমি পাশে থাকলে অনেক সাহস পেতাম। অথবা 'তোমার দেওয়া উপদেশগুলো অনেক কাজে লেগেছে আমার'। কিংবা 'একটা কথা বলি! যদি আমার নবযৌবন আবার ফিরে আসত, নতুন করে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সুযোগ হত—আমি তোমাকেই বেছে নিতাম'। বা 'আমার চোখে দেখা তুমিই হলে দুনিয়ার সবচে' সুপুরুষ'।

আপনার সঙ্গীকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করুন। প্রতিটি সফল মানুষের পেছনেই রয়েছে কোনো না কোনো নারীর অবদান। তাই মনে রাখতে হবে, চরম অস্থিরতায় যার রাত কাটে, ঝগড়া-বিবাদে যার দিন কাটে—কখনও তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয়ে ওঠে না। তার জীবনটাই হয়ে যায় দুর্বিষহ। পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশেও সেটা প্রতিফলিত হতে থাকে নির্মম ভাবে। সুতরাং মানসিক স্থিরতা আর নীরব পরিবেশ একজন পুরুষের জন্য সফলতা অর্জনের মূল ভিত্তি।

ইমাম গাযযালী রাহিমাহুল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ "ভীতু নারী স্বামীর পারিবারিক দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলায় কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবন সংগ্রামে সফল হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যদি হয় কৃপণ, তাহলে সে স্বামীকে দরিদ্রের সাহায্যে, অতিথি আপ্যায়নে, মজলুমের সম্বল হতে বাধা প্রদান করে।"

মনে রাখবেন, যে পুরুষ পরিবারের নিকট পরাজিত হয়ে দিনাতিপাত করে, সামাজিক পরিবেশেও তার মাথা নিচু করে চলতে হয়। শেষমেষ তার বউ-বাচ্চার খাবার জোগান দেওয়া ছাড়া আর কোনো অর্জন তার কপালে জুটে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।[১]

এই আয়াতে যে শত্রুতার কথা বলা হয়েছে তা কেবল প্রচলিত ঝগড়া-বিবাদেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পারিবারিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অন্যান্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, পরিবারের নিকট থাকতে গিয়ে হিজরত এবং জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে থাকার নামও শত্রুতা।

সুতরাং আমার প্রিয় বোন! সর্বদা সাহস যোগানো এবং ক্যারিয়ার গোছানোয় উৎসাহ আপনার কাছে স্বামীর প্রাপ্য। খাদিজা রাযিআল্লাহু তাআ'লা আনহার জীবনী অবশ্যই পড়েছেন—তিনি সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থাকতেন। ওহী অবতীর্ণের কঠিন সময়ে সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলিয়ে গেছেন। মরুর হিংস্র খরতাপে পৌঁছে গেছেন গারে হেরার ঐশী প্রাসাদে। খাবার তুলে দিয়েছেন রাসূলের মুখে। মক্কাওয়ালাদের কত কটুকথা—কিছুই পরোয়া করেননি। মনোবল হারাননি। আমরণ রাসূলের পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন।

এ কারণেই তো খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যথার উপশম স্বরূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মি'রাজের সৌভাগ্য তাকে দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের বছরকে (আ'মুল হুযন) দুঃখের বছর নামে নামকরণ করেছিলেন।

> “ *আমরা থাকিও যদি যমীনে স্বপ্ন দেখি আসমানের।*

---

[১] আত-তাগাবুন: আয়াত: ১৪

নিজ কাজের মাধ্যমে পার্টনারকে বুঝিয়ে দিন—আপনার কাছে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম এবং তাঁর মূল্য অনেক বেশি

ডেল কার্নেগীর একটি গল্প পড়ি—

তিনি বলেন আমি নিউইয়র্কের একটি রাস্তায় ডাকটিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হলো ডাক অফিসার কিছুটা বিরক্ত হয়ে আছেন। খ্যাট খ্যাট করছেন। বুঝতে পারলাম এভাবে থাকলে লোকটা সারাদিনেও কাজ করে দেবে না। তাই ভাবতে থাকলাম, চেষ্টা করে দেখি লোকটাকে কোনভাবে একটু বাগে আনা যায় কিনা। কীভাবে করা যায়। সমাধান পেতে খুব বেশি দেরী হলো না। চট করে মাথায় একটু বুদ্ধি চলে এল। একটু এগিয়ে তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। কী যেন একটা কাজ তিনি করেছিলেন।

কণ্ঠ গলিয়ে বলে ফেললাম—স্যার,আপনার চুলগুলো এত দারুণ! এ রকম চুল বানাতে কত যে পরিশ্রম করেছি কোনো কাজ হলো না।

লোকটি আমার কথা শুনে হা করে তাকিয়ে রইল। মনে হল বেশ আশ্চর্য হয়েছে। অজানা মানুষের মুখে হঠাৎ এমন প্রশংসা শুনে খানিকটা ভড়কেও গেলেন। ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা টেনে চোখে চোখ করে তাকিয়ে থাকলাম। বোধহয় কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়েছেন।

বললেন—হুম এ আর তেমন কি। আগে যা ছিল তার কিছুই তো এখন নেই।

আমি বললাম, হুম চুলগুলো বেশ সুন্দর। রুপালী মুখখানা এর সাথে বেশ মানিয়েছে।

গল্প জমল বেশ। কিছুক্ষন কথা বলতে বলতে মনে হল লোকটাকে ভালোই সাইজ করা গেছে। তার শেষ কথা ছিল-' হ্যাঁ আমার চুল যারা দেখেছেন সবাই এমন অবাক হয়েছেন। আমার বিশ্বাস লোকটি দুপুরে বেশ তৃপ্ত মনেই যখন বাড়িতে ফিরেছে। নিশ্চয়ই বাড়িতে গিয়েই স্ত্রী কে বলেছে 'এই চুলগুলো নিয়ে বেশ ভালোই আছি।

ডেল কার্নেগী গল্পটা শেষ করে বলেন, এখানে সামাজিক সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মেসেজ রয়েছে। যদি পদ্ধতিটি আমরা কাজে লাগাই তাহলে অধিকাংশ সামাজিক বিবাদ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো। আর সেটি হল—

অপরকে বুঝতে দিন সে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। মানুষের কাছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

জন ডি মুন বলেছেন—মানুষকে বশ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো তাকে নিজের প্রতি গর্বিত মনে করিয়ে দেওয়া।

অলিম জেমস বলেন—মানুষের মানবিক স্বভাবের সূচনায় রয়েছে নিজের প্রতি মূল্যায়ন বোধ।

আমরা যদি নিজেদের মাধ্যমে একে অপরের ভালো কাজগুলো স্মরণ করি তাহলে প্রত্যেকেই বুঝে নিবে যে—আমার প্রতি তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আমার কষ্ট পরিশ্রমের মূল্যায়ন তার কাছে রয়েছে। এর জন্য আপনাকে যে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে তা কিন্তু নয়। এই ধরুন—আপনার স্ত্রীকে বললেন সারাদিনই তো খাটলে এবার একটু বিশ্রাম নাও অথবা স্ত্রী স্বামীকে বলল, তোমার দেওয়া ভালোবাসা আর পরিশ্রমের মূল্য এ জনমে কেই বা দিতে পারবে বল!

ব্যাস। এতটুকুতেই কেল্লা ফতেহ। আপনার পার্টনারের হৃদয়ে ভালোবাসার আগুন জ্বালাতে বাধ্য করবে। আনন্দে ভরে উঠবে আপনাদের দাম্পত্যের ফুল। সুবাসিত হবে দুটি হৃদয়ের উপকূল।

অভিনব একটা কাজ করতে পারেন। আপনার সঙ্গীকে ডাকের মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠালেন। সেখানে মন খুলে ব্যক্ত করলেন—তার প্রতি আপনার হৃদয়ে ভালোবাসার পরিধির মাপজোখ। কলমটা উদার করে মেপে দিলেন আপনার জন্য তার খাটাখাটির মূল্যায়ন।

খুলে দিলেন হৃদয়ের বদ্ধতা। কলকল সুর ধরে প্রবাহিত করে দিলেন ভালোবাসার ঝর্ণাধারা।

আরও চমৎকার একটি কাজ করতে পারেন। কখনও তার ব্যাগে অথবা তার পড়ার বইয়ের মাঝে ছোট্ট একটি চিরকুট রেখে দিন। অভিনব বুদ্ধি প্রয়োগ আপনার ভালোবাসাকে আরও রঙিন করে দিবে। বসন্তের মতো কৃষ্ণচূড়ার সৌন্দর্যে রূপায়িত হবে অথবা রজনীগন্ধার সুবাসে বিভোর হবে। কথাগুলো বলেছি এবারে এড়িয়ে যাবেন না। মনে রাখবেন, অভিজ্ঞতাই সর্বোত্তম প্রমাণ।

> “ *দুনিয়ার সবকিছুই উপভোগ্য তবে সর্বোত্তম উপভোগ্য হল নেক স্ত্রী।*[১০]

---

[১০] সুনানে নাসাঈ : ৫৩২৫

দাম্পত্য জীবনে স্বামীর কাছে একটা মেয়ের চাওয়া

আচ্ছা আপনি কী মনে করেন, আপনার আর্থিক সংগতিই স্ত্রীর মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছে? অথবা অর্থের জোরেই টিকে আছে সুখের এই সংসার—তাহলে ভুল করছেন। বরং তাদের চাই একটু নির্ভরতা। দীর্ঘশ্বাস বহন করার মত মজবুত বক্ষ। স্বামীর বাহুতে নিরাপদে মাথা রেখে একটু শান্তিতে ঘুমুতে পারলেই মেয়েরা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। সবসময় তার হৃদয় মুখিয়ে থাকে—কখন ওঠে এসে ধরা দিবে একটু ভালোবাসার সুধা। একটু প্রেমের শারাবান তহুরা।

মনে রাখতে হবে—পরস্পরের সম্মানবোধ ও মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় দাম্পত্যের পারদ। আর একটু প্রেমের উত্তাপ পেলেই এই পারদ ঝলকে ওঠে। হ্যাঁ, সবগুলো জিনিসই দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে জরুরি, তবে তাদের হৃদয়ে রয়েছে কামনার বহু স্তর।

দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন 'আলফারহা' আরব অঞ্চলের বেশ কিছু দম্পতির মাঝে জরিপ চালিয়েছিল। সেই জরিপে উঠে এসেছিল স্বামীর কাছে স্ত্রীর কামনার বিষয়গুলো—

এক. কর্তব্য পালন ও তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা।

একটা নারী দাম্পত্য জীবনে যে জিনিসটার সবচে বেশি ভয় করে—তা হল একজন অকর্মক স্বামী। যৌবনের তাড়নায় যে বিয়ের ভার ঘাড়ে চাপিয়েছে, অথচ নিজেই এখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। স্ত্রীর কী প্রয়োজন, সংসারে কী চলছে—এদিকে তার খেয়ালই নেই।

এসব স্বামীদের ভাবখানা এমন, যেন সংসারটা ফুটবলের মাঠ। মনে চাইলে খেললাম, না চাইলে এদিক-ওদিক একটা-দুটো ফাউল কিক মেরে দিলাম। গুনাহমুক্তির জন্য বিয়ে করে যদি বান্দার হক নষ্ট হয়, তাইলে আপনি তো আরও বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লেন!

আপনি রাসূলের হাদীসটি মনে করুন—"*সুতরাং স্বামী তার স্ত্রীর হকের ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।*"[১১]

---

[১১] সহিহ বুখারী : ২ : ৫

আর এই সংসারিক দায়িত্ব যথাযথ পালন করাটাই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর সবচে বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

কিছু অঞ্চলে এমনও দেখেছি, যারা স্ত্রীর কথা মুখে আনলেই বলবে- "আল্লাহ তাকে পবিত্র করুন।" ভাবভঙ্গি এমন—মনে হয় যেন আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে অপবিত্র করেই সৃষ্টি করেছেন!

প্রিয় ভাই! নারীসত্বা একটি স্ফটিক। খুব স্বচ্ছ-সাদা। অতি কোমল। আপনি যখন তাকে ঘরের আসবাবের মত ব্যবহার করতে থাকেন, যখন তার কোনো মতামত দেওয়ার অধিকার থাকে না, ভাল কিছু দেখলেও উল্লাসিত হতে পারে না, তখন যন্ত্রণায় তার হৃদয়টা কুঁকড়ে ওঠে। বুকের ভেতরে আপনার জন্য লালন করে রাখা কাঁচের মতো নিঃষ্কলুষ ভালোবাসাটা বিকট আওয়াজে ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যায়। আর আপনার নিষ্ঠুর কানে তো সে আওয়াজ কখনওই পৌঁছবে না!

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—আপনার নবী। আপনি যাকে ভালোবাসার দাবী করেন, যার উম্মত হতে পেরে গর্ব করেন, যিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচে' জ্ঞানমানব, ছিলেন মহাপ্রতাপের অধিকারী। কেমন আচরণ ছিল তাঁর নিজ স্ত্রীদের সাথে? তিনি পরামর্শ করতেন। সুন্দর মনে হলে সেটা সাদরে গ্রহণও করতেন!

এজন্য প্রতিটি স্বামীর কাছে স্ত্রীর আকাঙ্খা থাকে—পরিবারের কিছু অধিকার তাকেও দেওয়া হোক। এ ঘরে একটু মূল্যায়ন তারও থাকুক। কেউ তার ভালোবাসার দাবী, অধিকারটুকু কেড়ে না নিক।

তিন. এক পশলা প্রেমবৃষ্টি অথবা একটু গভীর উষ্ণ আলিঙ্গন।

একটা মেয়ের পুরো সত্বাটাই যেন আবেগ আর অনুভূতির মিশ্রণ। আগেই তো বলে এসেছি তাদের কাছে সংক্ষিপ্ত প্রেমকথন বড্ড বিরক্তিকর। যেন প্রেমপত্রটা মাইল খানেক জুড়ে হলেই ভালো হয়। ওরা বড্ড সুখ অনুভব করে, যখন স্বামীর মুখে তৃপ্তির আভা দেখতে পায়।

যখন স্বামী ভালোবাসার প্রকাশে ঝর্ণার প্রসবন প্রবাহিত করে দেয়, তখন ওরা ভাবে পৃথিবীর বুকে বোধহয় আমার চে' বেশি সৌভাগ্য কারো কপালে জুটেনি।

গর্বে আর তৃপ্তিতে তার হৃদয়টা মধুমধু হয়ে যায়—যখন স্বামী তার পরিবারের কাছে স্ত্রীর গুণগান গায়।

অনেকে জনসম্মুখে স্ত্রীর গুণ প্রকাশকে অপছন্দ করেন। করতেই পারেন। তবে রাসূল কী করতেন? একবার আমর ইবনুল আস রাযিআল্লাহু আনহু সাহাবীদের উপস্থিতিতে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সবচে' প্রিয় মানুষটা কে?"

এখানে বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্পষ্টভাবে রাসূল ঘোষণা করলেন তার প্রিয়জনের কথা। এখন রাসূলের হাদীস শোনার পরেও যদি কারো আপত্তি করতে মনে চায় তবে আমরা কীভাবে বাধা দিতে পারি।

চার. একটু ভরসা; নিরাপদ বাহু।

প্রিয় ভাই, মনে রাখতে হবে—আপনার স্ত্রী একজন নারী। তার সৃষ্টিতেই রয়েছে কোমলতা—দুর্বলতার মিশ্রন। শৈশবের স্মৃতিময় পরিচিত ঘরদুয়োর ছেড়ে সে তো আপনার কোলে আবাস গড়েছে। পরম ভালোবাসার মা-বাবাকে দূরে রেখে আপনার ঘরে নাড়ি বেঁধেছে।

ভাবুন তো, কী লাভ তার? কীসের আশায়?

হ্যাঁ ভাই, শুধুমাত্র গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে আপনার বুকে মাথা রেখে একটু প্রশান্তি পেতে। তীব্র তুফানের সম্মুখে আপনার আস্তিন ধরে রক্ষা পেতে।

অথচ স্বামীটাই যদি এমন হয়, যার ভয়ে স্ত্রী সদা তটস্থ থাকে। যে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে স্বার্থপরের মত কেটে পড়ে। অবিশ্বাসের সব জানালা 'সপাট সপাট' করে খুলে ফেলে। জিহ্বার আঘাতে ভরসার সকল প্রাচীর গুড়িয়ে দিতে থাকে, তাহলে এ স্ত্রী যতই ঐশ্বর্য আর সৌভাগ্যের মালিক হোক না কেন, দাম্পত্য জীবনটা তার দুর্বিষহ যাতনার কারন হয়ে ওঠে। মানসিক অস্থিরতা তাকে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত করে ছাড়ে। এসব তো একজন ব্যর্থ আর কাপুরুষের কাজ।

প্রিয় ভাই আমার! আপনি একজন সুপুরুষ আর সৎ স্বামী তখনই হতে পারবেন, যখন আপনার স্ত্রী আপনার রাজ্য নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবে। আপনার হৃদয়কে সে অভয়ারণ্যে মনে করতে পারবে।

পাঁচ. ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

যে স্বামী স্ত্রীর অপরাধ সহ্য করতে পারে না, বুঝতে হবে তার অন্তরে মাকড়শার জালের মতো বাসা বেঁধে আছে অসংখ্য কীট। হ্যাঁ, অনেক সময় স্ত্রীর অবাধ্যতা নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে কিংবা অন্তরে ক্রোধের জন্ম নেয়। কিন্তু তাই বলে অকথ্য গালিগালাজ, প্রহার, রূঢ়াচারণ কখনওই সমাধান নিয়ে আসবে না। সুতরাং যদি প্রেমিক হতে চান সহিষ্ণুতা অর্জন করুন।

এছাড়াও আস্থা-বিশ্বাস, উৎসাহ, সন্তান লালন-পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা—একটা নারী এগুলো পুরুষের কাছে সবসময় কামনা করে। কিন্তু প্রথমোক্ত পাঁচটি বিষয় একজন নারী তার স্বামীর মৌলিক দায়িত্ব বলে কামনা করে। এগুলোকে সে দাম্পত্য চাহিদার মূল ভিত বলে মনে করে থাকে।

★ ডক্টর জন গ্রেই লিখেছেন—আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কাজে লাগিয়ে ভালোবাসায় কনভার্ট করা সম্ভব।

প্রতিটি পুরুষ এবং নারী পরস্পরের নিকট কমপক্ষে ছয়টি জিনিস বিশেষভাবে কামনা করে থাকে। যার প্রতিটিরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। পার্টনারের কামনার ছয়টি জিনিস জানতে পারলেই আমরা সহজে বুঝতে পারব—কেন আপনার সঙ্গী বুঝতে পারছে না যে আপনি তাকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ যখন নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনি সঙ্গীর প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করতে পারছেন না বরং চাহিদার বিপরীত কাজ করে চলেছেন—তখন এই ছয়টি প্রয়োজনীয়তার বুঝ আপনাকে সম্পর্কোন্নয়নে বাধ্য করবে। আপনাদের প্রেম ফিরিয়ে দিবে। ভালোবাসার আলো নতুন করে জ্বলে উঠবে।

স্ত্রী যেগুলো স্বামীর কাছে পেতে চায়—

- গুরুত্ববোধ ও কেয়ারিং
- তাকে কেউ বুঝে নিক
- মূল্যায়ন
- নিষ্ঠা ও অকপটতা
- সত্যায়ন
- প্রশান্তি ও নিরাপত্তা

স্বামী স্ত্রীর কাছে কামনা করে—

- আস্থা
- গ্রহণযোগ্যতা
- পরিশ্রমের স্বীকারোক্তি
- অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতা
- সদাচারণ
- উৎসাহ-উদ্দীপনা

দৃষ্টিপাত :

সবচেয়ে বুদ্ধিমান সবচেয়ে বেশি বিনয়ী।

> “ *জোর গলায় ভালোবাসি বলাটা কোনো দোষের না। পুরুষত্বের কোনো কিছু এতে কমে যায় না।*

> “ *ভালোবাসা একটি পরম অভিজ্ঞতা। এ স্বাদ যে চাখেনি সে কখনওই এর মর্ম বুঝবে না।*

> “ *অনির্বাণ সত্যে ভর করে নিজেকে প্রকাশিত করো। তবে ভুল হয়ে গেলে নত হতে দ্বিধা করো না।*

কথোপকথনের প্রশান্তি ও তর্ক-বিতর্কের অসহিষ্ণুতা

কবি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলছে—

"ক্ষমার গুণ অর্জন করো, আমার ভালোবাসা পাবে তাহলে চিরকাল,
তুমি কি জানো- কখন কীভাবে ছিঁড়ে যায় ভালোবাসার জাল?
তাই আমি যখন রেগে থাকি তখন কোনো কথা বলো না,
আনন্দে যেমন তাম্বুরা বাজাও আমাকে তেমন বাজিও না।
ঘনঘন অভিযোগ করা ছেড়ে দিবে, নইলে তা ভালোবাসা গিলে খাবে
এবং আমার হৃদয় তোমাকে ঘৃণা করবে
জানো না—হৃদয় বদলে যায়!
হৃদয়ে যখন ভালোবাসা ও কষ্ট মিলে যায়
ভালোবাসা তখন দৌড়ে পালায়"

সমস্যা যতই জটিল হোক তার প্রধান সমাধান হলো পরস্পরের শান্তিপূর্ণ আলাপচারিতা। এবং এটা কথোপকথনের ক্ষেত্রে কথকের বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে।

পরস্পর আলাপের মাধ্যমেই যে কোনো সমস্যার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। আর সমাধানে পৌঁছার জন্য সমস্যার মোকাবেলা করাটাই হলো সবচে' সহজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সেই উপেক্ষা করে চলে, কথা বলার সময় যার শুধু ভুল হয় এবং যার কৌশল ও বুদ্ধি কম এবং যুক্তি ও দলীলের অভাব।

তর্ক-বিতর্ক হলো পরস্পর আলাপচারিতার প্রধান শত্রু এবং স্বামী-স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব চাপানো এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেবার জন্য ইবলিসের প্রধান ফটক।

জটিল জটিল সমস্যার সমাধান করার জন্য পরস্পরের আলাপ হলো একটি কার্যকরী প্রয়াস। আর ঝগড়া বাধানো হলো বিবাদকারীর মনোজগতে সংঘাতের আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য এবং তর্কযুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও বস্তুনিষ্ঠতা থেকে দৃষ্টিকে বিরত রাখার জন্য এক দুর্বল প্রয়াস।

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক আলাপচারিতা তীব্র ঝগড়ায় রূপান্তরিত হয় এবং ধীরে ধীরে গলার স্বর বেড়ে যায়। পরে তা এমন এক সমস্যার সৃষ্টি করে আলোচনার শুরুতে যার নাম-গন্ধও ছিলো না। এ ক্ষেত্রে চারটি মাপকাঠি আছে।

যদি তা দেখতে পাও তাহলে বুঝবে যে, আলোচনা অসন্তোষের পথে মোড় নিচ্ছে। সেগুলো হলো—

১/ কণ্ঠস্বর তার স্বাভাবিক স্তর অতিক্রম করা। এটা স্বামীরও হতে পারে, স্ত্রীরও হতে পারে। আবার উভয়েরই হতে পারে।

২/ অধিকার না মানা, বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করা এবং স্বীকৃত বিষয়গুলো অস্বীকার করা।

৩/ কথার মধ্যে অন্য পক্ষের নিকট অপছন্দনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য এক উচ্চতা এনে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস-পরিহাস করা।

৪/ মূল সমস্যা ছেড়ে কথার ধরণ নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া। এবং একে অন্যের বাকপ্রণালির উপর প্রতিবাদ করা।

দাম্পত্যালাপচারিতায় এর যে কোনো পয়েন্ট পাওয়া গেলে উচিৎ হবে তখন আর কোনো কথা না বলা। বরং অন্য সময়ে আবার আলোচনা করা।

সবচে' আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বামী-স্ত্রী কোনো এক নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এর পর পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই কথার ধরণ নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লেগে যায়। বাকপ্রণালির ক্ষেত্রে একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি মানতে প্রস্তুত নয়।

" কথা বলার ক্ষেত্রে যার পটুত্ব ও কৌশলের অভাব, উপহাস- পরিহাস হলো তার হাতিয়ার "

সংলাপের বিষ

কিছু কাজ বা কথা এমন আছে যেগুলো পরস্পরের সম্পর্ক বিষাক্ত করে তুলে—পরিভাষায় সেগুলোকে সংলাপের বিষ বলে। নিচে আমরা 'সংলাপের বিষ' হতে পারে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

এক. আক্রমণাত্মক সমালোচনা। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কেউ যদি আক্রমণাত্মক সমালোচনা করে বসে তাহলে সমালোচিত ব্যক্তি এরপর আর কোনো কথাই বলতে পারে না।

দুই. সরাসরি ভুল ধরা। অর্থাৎ কেউ কথার ফাঁকে অপরকে সম্বোধন করে বলল, 'তুমি ভুল করেছ... ' এভাবে সরাসরি 'ভুল' ধরলে সম্বোধিত ব্যক্তি মজলিসের বাকি কথা গুলো শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

তিন. ঝামেলাপূর্ণ বিষয় সেভাবেই ফেলে রাখা। সময় গেলে ঠিক হয়ে যাবে/কিছুদিন তো যাক পরে দেখছি এসব ভেবে কোনো সমাধানের চেষ্টা করলেন না—তো চরম ভুল করলেন।

চার. পুরাতন কথা টেনে আনা। নতুন কোনো ঝামেলা সমাধান করতে গিয়ে যদি পুরাতন কথা টেনে আনেন তাহলে সমাধানের বিপরীতে অতীত সব সমস্যা জট বাঁধতে শুরু করবে।

পাঁচ. সমস্যার ব্যাপারে—আমি আগেই জানি এমন ভাব প্রকাশ করা। ধরুণ, আপনার স্ত্রী পারিবারিক কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাইছে। আপনি বললেন—আরে বলতে হবে না। তুমি কি বলবে সেটা আমি ভালোভাবেই জানি। এরকমটা হলে কখনওই আপনাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

ছয়. মনে করুন—আপনার স্ত্রী যদি সংসার নিয়ে একটু কথা বলতে আসছে অথচ আপনি ভ্রুক্ষেপই করছেন না। সে কোনো মত পেশ করলে 'অবলার প্রলাপ' বলে পাতেই নিচ্ছেন না। তার আবেগ অনুভূতির এক আনা দামও দিচ্ছেন না। তাহলে মনে রাখুন, আপনি নারীর হৃদয়ে অসহায়ত্বের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তার অধিকার কেড়ে নিয়ে বড্ড অবিচার করলেন।

সাত. তেমনিভাবে আপনার স্বামী যদি বুঝতে পারে আপনি তার চেষ্টা পরিশ্রমকে অবমূল্যায়ন করছেন। তার প্রতি আস্থাহীনতায় ভুগছেন। তার মতামতকে আপনি থোড়াই কেয়ার করে চলছেন তাহলে তিনি কখনওই কোনো সমাধানের টেবিলে

বসতে ইচ্ছাবোধ করবে না। কারণ আপনার এই অবজ্ঞার আঘাতে তার হৃদয়টা এতদিনে থেতলে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

> “ *জুলুম থেকে জোজন মাইল দূরে থাকো। মনে রেখ মজলুমের সাথে আল্লাহ আছেন।*

> “ *কষ্টদায়ক কথা ছাড়া আমরা কথা বলি না। তবে আমরা জানিও না কীভাবে কথা বলতে হবে। সুতরাং মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের পদ্ধতির ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে আমাদের।*

সামান্য সুখালাপ উপভোগ্য মুহূর্ত বয়ে আনে

তার কথায় এমন জাদু, অপরাধ না হলে
নিরাপদ ব্যক্তিকে খুন করে ছাড়তো,
যতই তা দীর্ঘ হোক বিতৃষ্ণা আসে না।
সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলে শ্রোতা ভাবে আরও যদি দীর্ঘ হতো!

কেননা, সুখালাপ এর জন্য স্বামী-স্ত্রীর কোনো নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই সুখালাপের সারবস্তু তো এটাই হয়ে থাকে যে—আমি তোমায় ভালবাসি, স্নেহ করি, তাই তোমার সাথে কথা বলি, কখনও আবার অভিমানও করি। কারণ মানুষ তো স্নেহপরায়ণ এক সৃষ্টিজীবের নাম—উত্তম বচনে যারা আকৃষ্ট হয়, কটু কথায় তারা বিতৃষ্ণ হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সুখালাপের অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, আমি এখানে কিছু উপকারী দিক সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরব—যাতে দৈনন্দিন জীবনে সুখালাপের গুরুত্ব ও তার কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হই।

এক. স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে জমে থাকা ইতিবাচক ও নেতিবাচক আবেগ অনুভূতি জানতে পারা। এটার প্রভাব এতটাই কার্যকারী যে, এর মাধ্যমে তারা দাম্পত্য জীবনের বাস্তব আনন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে এমন সুখালাপ আত্মার শান্তি, হৃদয়ের প্রশান্তি ও অন্তরে স্বস্তি আনয়নে সাহায্য করে।

দুই. পরস্পরের মাঝে অন্তরঙ্গতা এবং আরও ঘণিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তাই তো ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপে কাটিয়ে দেওয়া এবং সারাক্ষণ পরস্পরে মনের ভাব বিনিময় করা দম্পতিকে সবচেয়ে সুখী এবং উষ্ণ ভালোবাসা উপভোগকারী বলে মনে করা হয়।

তিন. সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার সমাধান করা। ফলে আলাপনের প্রারম্ভিকতা তাদেরকে সকল প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সমস্যার সমাধান করতে তাদেরকে সহায়তা করে। যেমন- আলাপ চলাকালীন অসুবিধার কথা উল্লেখ করলে তার সমাধান করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

চার. উভয়ের চিন্তা ধারা এক ও অভিন্ন হওয়া। কেননা আসন্ন বিপদ ও দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়া এবং তা নিরসনের ব্যাপারে একে অন্যের মতামত গ্রহণ—উভয়ের মাঝে সৃষ্টি করে স্বচ্ছ বন্ধুত্বপূর্ণভাব আর ভালোবাসা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বর্ধনে যার ভূমিকা অপরিসীম।

পাঁচ. অত্যধিক শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরকে পূর্ণ মূল্যায়নভাব। বিশেষ করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মূল্যায়নবোধ। একটা আত্মমর্যাদাবান নারীর জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী।

ছয়. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আস্থাশীলতার বীজ বপন হয় এবং আন্তরিক বিশ্বস্ততার বিকাশ ঘটে।

> “ *আমাদের মস্তিষ্ক অনেকটা প্যারাসুটের মত। উন্মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা কোনো কাজে আসে না।*

আমাদের আলাপন কীভাবে ইতিবাচক হবে

কবি আখতা বলেন—

"নিশ্চয় কথা হল অন্তরের ভাবপ্রকাশক,

তাই জিহ্বাকে করা হয়েছে তার দিক নির্দেশক"।

সুতরাং কেন আপনি আপনার জিব্বাকে প্রেয়সির কাছে ভালোবাসার বার্তাবাহকে রূপান্তরিত করছেন না?

আলাপন ইতিবাচক ও উপভোগ্য হতে পারে এমন সাতটি উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

এক. যে কোনো আলাপনের জন্য আলাপন প্রারম্ভিকতার ওপর অনুশীলন করা যাতে আলাপন উপলক্ষ না হয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

যাপিত জীবনের সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করুন অর্থাৎ আপনাদের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, স্মৃতিময় মুহূর্ত, চিন্তা চেতনা, বর্তমান সমস্যা ও দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে আপনাদের আলাপন ও সুখালাপকে খুব সাহিত্য উৎকর্ষিত করে উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই বরং একটু বিস্তৃত ও ব্যাপক হলেই চলবে।

দুই. আলোচনার মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টিকারি সকল বস্তু যেমন- টিভি ও কম্পিউটার মোবাইল আলোচনায় সবচেয়ে বেশি ব্যাঘাত ঘটায়। তাই এগুলো বন্ধ রাখুন।

টেলিভিশন দেখার সময় অথবা কম্পিউটারের কাজে স্বামী ব্যস্ত থাকাকালীন আলোচনা করা আলাপনের মত দেখালেও তা মূলত আলাপন নয়। সুতরাং বিঘ্ন সৃষ্টিকারি সকল যান্ত্রিক বস্তু অফ রাখুন এবং সুখময় মুহূর্তে একে অপরের প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করুন।

তিন. আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একে অপরকে উৎসাহ দিন। এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে, যেমন- মাথা ঝোকানো, সাহস যোগায় এমন মৃদু হাসি দেওয়া।

আলোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু শব্দ প্রয়োগ করা যেমন- হুম, ওহ্, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি।

পাঁচ. কটু কথা ও কষ্টদায়ক শব্দ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন।

পাঁচ. কোনো কিছু গোপন না করে সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে আলোচনা করুন। পাশাপাশি ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত শব্দ ব্যবহারে যত্নশীল হোন।

ছয়. ভালো উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ও একে অপরকে বোঝার জন্য ইতিবাচক আলাপন উন্নতিকরণে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করুন।

সাত. আলোচনায় প্রসঙ্গের বিচ্যুতি ঘটলে—তা যদি মনমালিন্য আর ঝগড়ার মোড় নেয় তবে উভয়ই কথা বলা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিরত থাকুন।

সুতরাং এ বিষয়গুলি ফলো করলে আমাদের আলাপন অধিক উপভোগ্য ও ইতিবাচক হতে পারে। আলাপনের প্রেরণা যোগাতে স্বামী-স্ত্রীদের জন্য এই সাতটি পয়েন্ট এর ব্যবহার ও অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী—যতদিন না আমরা তাতে অভ্যস্ত হই।

আলাপন ও তার গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে উদাসীনতা বিরাট এক রোগ। এ রোগ নিরাময়ে বিশিষ্ট আলোচক ডক্টর রিতশারদ কারলিসুন বলেন -

"সাংসারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যদি আমাকে কোনো পথ্য নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হতো—তবে আমি স্বামী-স্ত্রীদের কাছে একটাই দাবি করতাম, তারা যেনো প্রত্যেকে একে অন্যকে প্রচুর সময় দেয়। শতাধিক নয় বরং হাজারো নারী এমন আছে যারা আমার কাছে প্রতিনিয়ত তাদের প্রতি স্বামীদের অনাসক্তির অভিযোগ নিয়ে এসে বলে, তাদের প্রতি স্বামীদের আসক্তি ও শ্রদ্ধা ভক্তির মুহূর্তই তাদের কাছে সবচেয়ে সুখময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এটা এমন এক মুহূর্ত যার কারণে সকল প্রিয় বস্তু তাদের কাছে অপ্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়।

দৃষ্টিপাত :

কবি বলেন :

"প্রেমিক যখন তার প্রেমিকাকে দেয় ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা হলে তবে পূর্ণ হয় তাদের আশা।"

> “ *স্ত্রীর হৃদয় হলো মুক্তোদানা। দক্ষ শিকারী না হলে তা উদ্ধার করা যায় না।*

> “ যার কথা কোমল, ভালোবাসা তার প্রাপ্য।

হে নারী

কীভাবে আপনি স্বামীর থেকে আপনার উদ্দেশ্য হাসিল করে নিবেন?

অনেক সময় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করে কিন্তু সে জানে—তার স্বামী তার আশা পূরণে সম্মতি দেবে না। তো এই ক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

চলুন—প্রথমে আপনার সামনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিআল্লাহু আনহুর কন্যা আসমা বিনতে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য হাসিলের পদ্ধতি সম্পর্কিত চমৎকার একটি ঘটনা বর্ণনা করি।

হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম ছিলেন এমন এক ব্যক্তি—যিনি তাঁর সহধর্মিনী হযরত আসমা রাযিআল্লাহু আনহার কাছেও ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর আসমা রাযিআল্লাহু আনহার দান-সদকা প্রিয়তার কথা তো ছিল সকলের মুখে মুখে।

একদা এক ফেরিওয়ালা তার গৃহ ছায়ায় বসে পণ্য সামগ্রী বিক্রির জন্যে তার কাছে আবদার করল। তিনি যেহেতু তার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন তাই তাকে বললেন :

"দেখো যদি এখন তোমাকে অনুমতি দিই—আমার স্বামী যুবায়ের কখনই তা মেনে নেবে না। সুতরাং তুমি তার উপস্থিতিতে এসো তখন আমি আমার কাঙ্খিত পণ্য দ্বিতীয়বার চাইবো। একথা শুনে লোকটি চলে গেল। এরপর একসময় গরীব লোকটি তাদের উভয়কে একসাথে দেখে বলল—হে আল্লাহর বান্দা! আমি এক গরিব লোক, আপনার গৃহ ছায়ায় বসে কিছু সামান বিক্রি করতে চাচ্ছি। তখন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আচ্ছা! তোমার ব্যবসার জন্য আমার গৃহ ব্যতীত মদিনায় কি আর কোনো জায়গা নাই?'

ঠিক তখনই জুবায়ের রাযিআল্লাহু তাআ'লা আনহু তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—আরে আসমা! কী ব্যাপার! তুমি একজন দরিদ্র ফেরিওয়ালাকে উপার্জন করতে বাধা প্রদান করছো? অতঃপর তিনি বিক্রয় করার অনুমতি দিলেন।

উল্লেখিত ঘটনায় হযরত আসমা রাযিআল্লাহু তাআ'লা আনহা তাঁর স্বামীকে ক্রোধান্বিত করা ব্যতিরেকেই সুকৌশলে কাঙ্খিত সামগ্রী হাসিল করতে সক্ষম হয়েছেন। এদিকে জুবায়ের রাযিআল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে কল্যাণকর কাজের প্রতিদানে ভালোবাসার পরশ পেলেন। আর আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন স্বামীর সন্তুষ্টির

ওপর তাকে যত্নশীল দেখে উভয়েই কৌশল খাটানোর মাধ্যমে পরস্পর মিলে সমস্যার সমাধান করলেন।

স্বামী ভক্ত প্রত্যেক স্ত্রীদের উচিত এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা এবং ক্রোধান্বিত করে এমন বিষয়গুলি মাথায় রেখে তা থেকে বিরত থাকা।

হে রমণী! এখানে আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য আপনাকে বলে দিচ্ছি— তোমার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বামীকে খুশি রেখে এবং তাকে মানিয়ে নিয়ে যেটাকে তুমি কৌশল হিসেবে কাজে লাগাতে পারো। তা হল—পুরুষরা 'না' বলার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু অধিকাংশ সময় 'হ্যাঁ' বলার জন্য প্রস্তুত থাকে।

ওহে রমণী বোন আমার! স্বামী যেই পদ্ধতিকে জোরপূর্বক বলে মনে করে, সেই পদ্ধতিতে তার থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করলে; সে কিন্তু তাতে অসম্মতি প্রকাশে আরও জেদি হয়ে ওঠে। তখন সে কোনো সামাজিক রীতিনীতি বা স্ত্রীর যুক্তিসঙ্গত মতামতের কোনো তোয়াক্কা করে না। ফলে প্রয়োজন প্রয়োজনই থেকে যায়, তা আর পূরণ হয় না।

কোনো অঘটন ঘটে গেলে এবং স্বামী আপনার দাবিকে মেনে না নিলে, আপনার উচিত কষ্ট হলেও তার সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে চলা। কেননা, ক্রোধ বা উত্তেজনা ঘটে যাওয়া ঘটনাকে পাল্টাতে পারে না। বরং সেই মুহূর্তে আপনি মৃদু হাসুন এবং তাকে বলুন, "এতে আপনার কোনো দোষ নেই", অথবা "আসলে আপনার কথা শুনলে ভালো হতো"—এতে সে অচিরেই তার প্রতি আপনার যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে তা অনুভব করতে পারে। পরবর্তীতে স্বামী তার স্ত্রীর হুবহু ওই দাবি কিংবা অন্য দাবিতে অসম্মতি প্রকাশ করার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

স্বামীর মতামত ও সমর্থন অর্জনে আপনি সক্রেটিসের থিওরি অনুসরণ করতে পারেন।

একবার সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কীভাবে আপনি স্বীয় চিন্তাধারার ব্যাপারে এত বিপুল জনসমর্থন পেলেন আর আপনার লক্ষ্য অর্জনে মানুষের মন জয় করতে পারলেন? কীভাবে তাদেরকে আপনার চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন?"

উত্তরে তিনি বললেন, "যে সমস্ত প্রশ্নে অপরপক্ষ হ্যাঁ, সঠিক, যথার্থ শব্দে উত্তর দিবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম -সে সমস্ত প্রশ্ন তাদের সামনে উত্থাপন করতাম।

দীর্ঘদিন এ পদ্ধতি অবলম্বন করার পর এক পর্যায়ে দেখলাম; আমার সামনে উপবিষ্ট লোকটি যখন হ্যাঁ বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে,,তখন আমি আমার সেইসব চিন্তাধারার দিকগুলি তুলে ধরলাম—যেগুলো নিয়ে তারা মতনৈক্য করবে বলে আমার ধারণা ছিল। ফলে সে বিষয়ে আমার সাথে একমত হওয়া তাদের জন্য সহজতর হয়ে গেল।"

এটা ছিল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন বিজ্ঞানীর জ্ঞানের একটা অংশ মাত্র—যে কিনা চৌদ্দশত শতাব্দি পূর্বে এ ধরনীতে ছিলেন। অন্যদের সমর্থন অর্জন করতে চায় এমন লোকদের জন্য তাঁর বক্তব্যে রয়েছে মূল্যবান একটি উপদেশ। আপনিও এমন হতে পারেন—যখন আপনি মানুষদেরকে নিজ চিন্তাধারার আলোয় আলোকিত করতে চান, তখন তাদের সামনে আপনার চিন্তাধারা তুলে ধরতে গিয়ে তাদের "হ্যাঁ হ্যাঁ" বলাতে অভ্যস্ত করে তুলতে যত্নশীল হবেন।

> “ *ডক্টর আমার রোগ তালাশ করতে হাত ধরলেন। আমি বললাম আরে মূর্খ, হাত ছাড়ো! ভালোবাসা থাকে বুকে, হাতে নয়।*

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর প্রশংসার ঝাপি খুলে বসুন

কবি বলেনঃ

"খেয়ানতের জামানায় বহুবার তুমি করেছ রক্ষা প্রতিশ্রুতি,
তবে কেনো গাইবো না বলো—তোমার প্রশংসা-স্তুতি?

নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে, করেছ আমায় ভীতিপ্রদর্শন, ক্ষমা করেছ ও মালিক আমার, তোমার ক্ষমা সুদর্শন।"

নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর সৃষ্টিগতভাবেই প্রশংসা ও স্তুতি প্রিয়। তার কোনো সৎকর্মের মূল্যায়ন বুঝে প্রশংসা করবে এমন কাউকে খুঁজে না পেলে অন্তর ব্যথিত হয়। তাই বলা যায়, প্রশংসা হল এক মানবিক দাবি—সকল মানুষই তার মুখাপেক্ষী।

হাদীস শরীফে এসেছে-

> "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না"।[১২]

আফসোসের বিষয়, বহু মানুষ অন্যের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে চায় না! যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর শোকরগুজার বান্দাদের সংখ্যা অতি সামান্য হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন -

> "আর আমার খুব কম সংখ্যক বান্দাই শোকরগুজার হয়ে থাকে ।"[১৩]

এজন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে একে-অন্যের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং উত্তম কাজের প্রশংসা-স্তুতি গাওয়া, সুখী দাম্পত্য জীবনের একমাত্র উপলক্ষ এবং ভালোবাসা সম্প্রীতি অন্যতম প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রশংসা-স্তুতি গাওয়াটা যেন—ভুল পথে চলা বস্তুকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা।

---

[১২] জামিউত তিরমিযি : ১৯৫৪, সুনানে আবু দাউদ : ৪৮১১
[১৩] (সূরা আস সাবা। আয়াতঃ ১৩)

কেননা, পরামর্শ বা উপদেশ যতই কঠিন হোক না কেন যদি আমরা সেটাকে অতিমাত্রার প্রশংসা দিয়ে চাদরাবৃত করি এবং প্রশংসনীয় শব্দরাজি দ্বারা তা সমর্থন করি, তবে অন্যের হৃদয়ে তা গ্রহণযোগ্যতা ও অনুমোদন লাভ করে।

তাছাড়া প্রশংসা প্রশংসিত ব্যক্তির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন আরও ফুঁটিয়ে তোলে এবং দান-খয়রাত ও উন্নতি সাধনায় আরও সাহস যোগায়।

যেমনিভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসাকে তার প্রতি আস্থাবোধ, ভালোবাসা ও স্নেহের ইঙ্গিত বাহক মনে করে। তেমনিভাবে একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রশংসা করা—তার মাঝে প্রণয়াশক্তি, আস্থাশীলতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অনুভূতি সৃষ্টি করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে প্রশংসার গুরুত্ব ও তার প্রভাব শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে এমন সব উপাধি প্রদান করতেন, যা তাদেরকে সাহস ও প্রেরণা যোগাত। তাদের অন্তরে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করতো।

নবীজির সীরাতে এরূপ দৃষ্টান্ত ও উদাহরণে ভরপুর। তার কিছু আমরা এখানে তুলে ধরলাম।

১) সকল খাবারের ওপর সারিদ (এক জাতীয় সুস্বাদু খাবার) এর প্রাধান্য যেমন-অন্যান্য মহিলাদের ওপর আয়েশার প্রাধান্য তেমন।

২) খালেদ শত্রুর বিপক্ষে আল্লাহর কোষমুক্ত তরবারির একটি।
৩) আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, তবে আবু বকরকেই বানাতাম।
৪) উমর এক রাস্তা দিয়ে চললে শয়তান অন্য রাস্তা দিয়ে চলে।
৫) হাসান-হোসাইন জান্নাতে যুবকদের প্রধান নেতা।
৬) যয়নাব তোমাদের চেয়ে অধিক উদারমনা মহিলা।
৭) ওসমানকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে।
৮) আলি এমন এক ব্যক্তি—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে মহব্বত করেন।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক রয়েছে যা লিখে শেষ করা যাবে না। এগুলো থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করব, কোনো ব্যক্তির মূল্যায়ন বোঝাতে উপাধি প্রদান করা, আমাদেরকে তার প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আমাদের কাছে তার গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে।

কোনো ব্যক্তির নেক কাজ অতি সামান্য বা অত্যাধিক হোক না কেন; আমাদেরকে তার প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া উচিত। কেননা, এই প্রশংসাই হয়তোবা তার সংশোধনের সূত্রপাত হতে পারে এবং আল্লাহমুখি হওয়ার প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করতে পারে।

প্রাচীন কাব্যে উল্লেখ আছে -

"সম্পদের স্তুপ ফুরিয়ে এলেও, ফুরায় না প্রশংসার স্তুপ কখনও-

তাই প্রশংসা অর্জনে আগ্রহী হও, পুরোটা না থাকলেও—কিছু তো থাকে তখনো।"

উপদেশ: যখন আপনি আপনার বধুকে সুখময় মুহূর্ত উপহার দিতে চান, তখন তার মাঝে বিদ্যমান উত্তম বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিদিন তার সাথে আলাপ করুন।

> “ *কারো ভালোবাসায় পড়ে সর্বদা তাকেই মনে পড়ে। মস্তিষ্কে তার সৌন্দর্যই চিত্রিত হতে থাকে।*

> “ *মুচকি হাসির গতি বিদ্যুতের চেয়ে কম হলেও তার প্রজ্জলন ক্ষমতা বিদ্যুতের চেয়ে বেশি।*

তার অন্তরের তৃষ্ণা মেটান

একজন আমার কাছে তার হৃদয়ের বিরহ বেদনা পেশ করে পরামর্শ চাইল। সাথে বলে দিল, "দয়া করে আমায় এভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবেন না যে—তুমি রোমিও এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হও। চলতে-ফিরতে স্ত্রীকে বলো—তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করি, তোমার প্রেমে দেওয়ানা হয়েছি। অথবা টেলিভিশনের পর্দায় দৃশ্যমান প্রেম-ভালোবাসার শব্দের কথা বলে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসবেন না।"

আমি তাকে শান্তভাবে বললাম—আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, তোমাকে আমি কখনওই রোমিও হতে বলছি না। কারণ, সে তো এক কাল্পনিক চরিত্রের ব্যক্তি। আবার টেলিভিশনের পর্দায় দৃশ্যমান ওই শব্দাবলী অনুসরণ করতেও বলছি না। আমি তো কেবল তোমার কাছে এটাই কামনা করি—তুমি তোমার ভুল ধারণার অবসান ঘটাও। কেননা, প্রেম-ভালোবাসার শব্দ ও বাক্যবলী কেবল কিশোর-তরুণ আর নবদম্পতিদের জন্যই প্রযোজ্য এমন ধারণা পোষণ করা নিতান্তই ভুল। তাছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝেই তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

সেই মহানবী যিনি আসমানের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আবার পুরা উম্মাহর গুরুদায়িত্ব বহন করতেন, তিনিও তাঁর স্ত্রীদের সাথে রসিকতা, অন্তরঙ্গতা, প্রতিযোগিতা, এমনকি তাদেরকে প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ মায়ার শব্দাবলীও শ্রবণ করাতেন।

সে কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলল, কিন্তু আমাদের জীবিকা নির্বাহের নানা ব্যস্ততা আর একজনের কাঁধে অর্পিত এত দায়-দায়িত্ব আমাদেরকে সর্বদা দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখে। আর তাই স্ত্রীর সাথে প্রেম ভালোবাসার শব্দ বিনিময়ের কোনো আবেগ-অনুভূতি থাকে না।

তখন আমি অবাক হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ! তুমি কি আমাকে এটা বোঝাতে চাচ্ছো—নবীর চেয়ে তোমার ব্যস্ততা অনেক এবং তার কাঁধে অর্পিত দায়-দায়িত্বের চেয়ে তোমার দায়-দায়িত্বই অধিক?

শোনো হে লোক! এখানে মাসআলা হল ন্যায় ও ইনসাফের। তোমার ওপর যেমন তোমার প্রতিপালক ও শরীরের হক আছে, তেমনি তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। তার হক বা অধিকার কেবল ধন-সম্পদ, পোষাক পরিচ্ছেদ ও

বাসস্থানের রক্ষনাবেক্ষনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তোমার অন্তরে তাকে জায়গা দেওয়া। বিরক্ত না হয়ে মনোযোগসহ তার কথা শ্রবণ করা। আলোচনা ও কথাবার্তায় তাকে সমর্থন করা। মাঝে মাঝে তার কথায় সায় দেওয়া। এ সবই তার প্রাপ্য অধিকার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদর্শিত এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত দুর্ঘটনার সংবাদসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন, অনেক নারী তার স্বামীর আদর ভালোবাসা না পাওয়ায় পরকীয়ার মত পাপকর্মে লিপ্ত। আবার কতক নারী এমন আছে, দুষ্টলোকের মিষ্টি কথার ফাঁদে পড়ে যারা প্রতারণার শিকার হয়েছে! ভালো করে লক্ষ করলে অবশ্যই আপনি আমার তথ্যের বাস্তবতার প্রমাণ পাবেন।

আপনার জন্য শেষ উপদেশ হল—আপনার স্ত্রীর অতৃপ্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটান। তাহলেই সে আপনার প্রতি আসক্ত হবে। আর যদি তা না করেন, তবে আপনার জন্য শত দোয়া করলেও আল্লাহর আদালতে আপনি জুলুমকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন।

মেয়েদের জন্যও আমি একটা কথা বলে থাকি—তার সাথে জীবনযাপন করুন কিন্তু তার কাছে নয়। এর মানে হলো, তার সাথে জীবনযাপনকালীন তাকে সাহায্য-সহযোগিতা, উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করুন। কিন্তু তার সাথে জীবন যাপন করতে গেলে আপনি প্রাণশূণ্য দেহের মত হয়ে যাবেন, আপনার প্রতি তার দৃষ্টি পড়লেও তার মনে কিছুই অনুভূত হবে না—এমন যেন না হয়। মনে রাখবেন, বিলাসী জীবন উপভোগের জন্য নয় বরং সঠিক পথে তাকে পরিচালনা করার জন্য তার সাথে জীবনযাপন করুন।

দাম্পত্য জীবনের জরুরি একটি বিষয় হল, তার সাথে জীবন উপভোগ করতে সাজসজ্জায় সজ্জিত থাকুন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার পাশাপাশি তাকে সমর্থন করুন। কঠিন মুহূর্তে তাকে সাহায্য করতে বা তার দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে—মা, বোন ও বান্ধবীর ভূমিকা পালন করুন।

> “ *ভালোবাসা আগ্রহ বৃদ্ধি করে। আর আগ্রহ অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং যার আগ্রহ নেই অন্তরঙ্গতা নেই সে কখনও প্রেমিক হতে পারে না।*

বউয়ের প্রেমে ডুবে থাকো

প্রেম জেগেছে, পর্দা হটেছে।

(ভালোবাসা) প্রকাশ করাটাই প্রেমের সঠিক পন্থা ।

বউয়ের প্রেমে ডুবে থাকার কিছু পন্থা আমি তোমাকে বলবো। তার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। শোনো, প্রত্যেক স্ত্রীর বিশেষ কিছু চাবি থাকে; যা দিয়ে স্বামী তার হৃদয়ের দুয়ার খুলতে পারে এবং তাতে প্রবেশ করতে পারে। আর সেখান থেকেই ভালোবাসার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

...আরো শোনো—নারী মন হয় ভিন্ন, বিভিন্ন। কোনো কোনো স্ত্রী উপহার পেলে দুনিয়া ভুলে যায়। কেউ কেউ কামনা করে একটু উষ্ণ স্পর্শ। আর কেউ চায় বৈষয়িক কাজে সাহায্য। একজন মহিলার কথা শুনে তো আমি হাসিই থামাতে পারছিলাম না। তিনি বলেছেন, একান্ত গল্পের সময় স্বামীর প্রতি যতটা প্রেম আমি অনুভব করি; তার চেয়ে বেশি প্রেম অনুভব করি—যখন সে আমাকে রান্নাঘরে সাহায্য করে।

সুতরাং প্রেম বিষয়ে প্রত্যেক মেয়েরই নিজস্ব ভাবনা থাকে। স্বভাবের ভিত্তিতে যা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই স্বভাবটা বোঝার জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। স্ত্রীর সামনে বিভিন্নভাবে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। কখনও এমন হবে, তুমি তার জন্য অনেক দামি কোন উপহার নিয়ে এসেছো; অথচ সে এখন আন্তরিকতাপূর্ণ কিছু কথা, একটু উষ্ণ স্পর্শের কাঙ্গাল। মাঝে মাঝে তার পছন্দের পোশাক কিনে দিয়ে, ভালোবাসায় সিক্ত লাল গোলাপ ইত্যাদি দিয়েও ভালোবাসার প্রকাশ তুমি করতে পারো।

স্ত্রীর মন জয় করার কিছু কৌশল আছে। যেগুলো অধিকাংশ মহিলারাই পছন্দ করে। তুমি সেগুলো আত্মস্থ করবে। বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করবে। তাহলে সহজেই স্ত্রীর হৃদয় জয় করে সুখী মানুষ হতে পারবে। তন্মধ্যে ২৫ টি কৌশল আমি এখানে উল্লেখ করব—

১) স্ত্রীর সাথে নম্র ব্যবহার করো এবং বেশিরভাগ সময়ই হাস্যোজ্জ্বল থাকো।

২) তাকে তার কাঙ্খিত মধুর বাক্যগুলো শোনাও। (উদাহরণ স্বরূপ: আমি তোমাকে ভালোবাসি।/ আমি শুধু তোমাকেই চাই।/ অফিসের ব্যস্ততার সময়েও আমার মনটা তোমার কাছে পড়ে থাকে।/ তোমাকে দেখলেই আমার চোখ জুড়িয়ে যায়।)

সর্বদা তাঁর প্রশংসা করো। একজন প্রেমিক স্বামী কত সুন্দর বলেছেন: তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার সাক্ষী চারজন এবং তার প্রতিটি কথার সাক্ষী রয়েছে আবার দুজন করে, হৃদয়ের স্পন্দন, অনুভূতির কম্পন, দেহের শীর্ণতা ও জিহ্বার উচ্চারণ।

আরেকজনের প্রেমানুভূতি শোনো,

আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা গেঁথে আছে; যেমনিভাবে হাতের তালুতে আঙ্গুল গেঁথে আছে।

তার ব্যাপারে তোমার আত্মমর্যাদা এবং তাকে নিয়ে তোমার শংকা বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করো তার সামনে। দেখো, একজন কবি কীভাবে তার স্ত্রীকে নিজের আত্মসম্মানবোধের কথা বলছেন:

"*কোনো পাহারাদারের দৃষ্টি তোমার উপর পড়ুক, সেটা আমি সহ্য করবো না।*

তোমার উপর, তোমার জায়গার উপর, তোমার কোনো জিনিসের উপরেও না!

যদি তোমাকে আমার চোখের মনিতে বসিয়ে রাখতে পারতাম

কেয়ামত পর্যন্ত; তবুও আমার মন ভরত না।

৪/ ব্যস্ততার ফাঁকে তাকে ফোন করুন! খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নয়; বরং শুধুমাত্র একটি কথা বলতে, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

৫/ দুনিয়াবী যে কোনো ঝুট-ঝামেলা এবং হায়েয- নেফাস চলাকালীন স্ত্রীর মানসিক অবস্থার খেয়াল রাখুন!

৬/ স্ত্রীর জন্য সুন্দর একটা ডাকনাম নির্বাচন করুন। তার পছন্দ হয়, এমন। আপনিই হবেন একক ব্যক্তি—যে তাকে সে নামে ডাকবে।

৭/ তার পরিবারের লোকদের সামনে তার প্রশংসা করুন। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। তার মধ্যে যে ভালো গুণগুলো পেয়েছেন, তা তাদেরকে বলুন।

৮/ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনুন। তার সঠিক সিদ্ধান্তগুলোকে মূল্যায়ন করুন। তার মতামত যদি আপনার মন মতো না হয়, তাকে তাচ্ছিল্য করবেন না।

৯/ ঘরের কাজে তাকে সহযোগিতা করুন।

১০/ হঠাৎ হঠাৎ তার জন্য এমন উপহার নিয়ে আসুন, যা সে আগে আপনার কাছে চেয়েছিল; কিন্তু তখন আপনি দিতে পারেননি।

১১/ তার জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে আসুন; হোক তা সামান্য। কিন্তু তার মধ্যে যেন ভালবাসার নিদর্শন কিছু থাকে। যেমন: লাভ কার্ড, গোলাপ, চটপটি, ফুচকা ইত্যাদি।

১২/ হঠাৎ হঠাৎ ছুটির দিনে তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হোন।

১৩/ তার পোশাক পরিচ্ছদ এবং ব্যবহৃত সুগন্ধির প্রশংসা করুন। সে যদি নতুন কিছু করে কিংবা করতে চায়, তাকে সহযোগিতা করুন এবং উৎসাহ দিন।

১৪/ তার পরিচিত লোকজন; বিশেষত তার বান্ধবীদের সামনে তার প্রশংসা করুন।

১৫/ যখন সে কোন ভুল করে (আর আমাদের মধ্যে কে ভুল না করে?) তা ভুলে যান। তাকে ক্ষমা করে দিন। এবং তৎক্ষণাত কিংবা পরে কখনও তাকে এর খোটা দিয়েন না।

১৬/ তার জন্য হাত খুলে খরচ করুন। চাওয়ার আগে উপস্থিত করুন।

১৭/ কাজে বেরোবার সময় তাকে চুমু খান।

১৮/ তাকেও নিজের কামনা-বাসনার অংশীদার বানান। ইতিবাচক বিষয়গুলোতে তার মতামতও গ্রহণ করুন।

১৯/ যখন আপনার বন্ধুরা তার দেয়া কোনো উপহারের প্রশংসা করে, বাসায় এসে সে প্রশংসা তাকে শোনান।

২০/ দস্তরে সে আপনার সাথে বসার আগে খেতে শুরু করবেন না। বরং নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দেবেন।

২১/ যদি সে অসুস্থ কিংবা ক্লান্ত থাকে, খাবার আপনি রান্না করবেন। ঘরের কাজ আপনি করবেন।

২২/ যখন সে আপনাকে কিছু বলে, কাজ বাদ দিয়ে তার প্রতি মনোযোগী হোন। তার কথা শুনুন।

২৩/ বাইরে যাবার আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন কিছু লাগবে কিনা। তা আনতে ভুলবেন না।

২৪/ তার সামনে পরিপাটি থাকুন। সুগন্ধি মাখুন। তার সাথে এমনভাবে থাকুন, যেমনটা আপনি আকাঙ্খা করেন—সে আপনার সাথে থাকুক।

২৫/ জনসম্মুখে কিংবা অপরিচিত লোকদের উপস্থিতিতে তার প্রতি নম্র, মমতাময়, ও দয়াদ্র থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করুন।

উপদেশ:

স্ত্রীর সব চাওয়াতেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিবেন না। তাহলে সে আপনার অবাধ্য হয়ে যাবে। বিপরীতে সে যা চাইবে তাই তাকে দিয়ে দিবেন না। তাহলে সে লাগামহীন হয়ে যাবে। বরং তাকে নিষেধ করবেন, যখন নিষেধটা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হয়। এবং তাকে দিবেন, যখন দেয়াটা আগ্রহ সৃষ্টির জন্য হয়।

> “ *নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো সেটা তাকে জানিয়ে দাও। (তিরমিজি শরীফ)*

> “ *যে ভালোবাসা চাষ করেছে সে সৌভাগ্যের ফসল ঘরে তুলবে।*

স্বামীর মন জয় করার পদ্ধতি

হে বোন আমার! স্বামীর সন্তোষভাজন হওয়া তোমার জন্য খুবই জরুরী। এটা তোমার দুনিয়া আখেরাতের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মনে রেখ রাসূলের বাণী :

> "যে নারী আরামে রাত পার করে দিল অথচ স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট—আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার উপর লানত করেছেন। ফেরেশতারা সারা রাত তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে।"[১৪]

আপনার ছটফটানো হৃদয়কে প্রশান্ত করতে। আপনার জীবন নাওয়ের পালে হাওয়া তুলতেই—স্বামীর যত ক্লান্তি আর পরিশ্রম। সুতরাং তার জীবনকে রাঙিয়ে তোলা, আঁধার তাড়িয়ে প্রভাত খোলা—আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। দুশ্চিন্তায় ঘেমে যাওয়া কপালে প্রশান্তির চুম্বন, উত্তপ্ত বক্ষে প্রেমময় আলিঙ্গন—এসব আপনার নারীত্বের প্রতি তার আকণ্ঠ আবেদন।

খুব বেশি কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। কিছু উপায় আপনাকে আমি শিখিয়ে দিতে চাই—যেগুলো আপনার ভালোবাসার গোলাপ গাছে নতুন ক'টি গোলাপের জন্ম দিবে। প্রিয়তমের মন কুঠিরে জ্বালিয়ে দিবে ভালোবাসার ক'টি প্রদীপ কিংবা পাহাড়ের মতো অবিচলতা।

এক. শব্দচয়নে কৌশলী হওয়া। শব্দের ফাঁকে ফাঁকে জালিয়ে দিবেন তৃপ্তির লাভা; বোঝাবেন—"বড্ড ভালোবাসি তোমায়। তোমার বুকে গড়ে নিয়েছি বাবুই পাখির বাসা। শত ঝড়ঝঞ্ঝায় তোমাতেই আমার ভরসা।"

দুই. পোশাক নির্বাচনে রুচিশীল হওয়া। স্বামীর চোখকে তৃপ্ত করে, হৃদয়কে আলোড়িত করে এমন সব পোশাক পরবেন। কোমরের জাদুতে তাকে বিমোহিত করে ফেলতে পারেন। সুঘ্রাণ বা পারফিউম ব্যবহার করবেন। যেন শরীরের ঘ্রাণ আর পারফিউমের মিশ্রণে সে পাগলপারা হয়ে ওঠে।

তিন. স্বামী অফিস থেকে ফিরছে, প্রস্তুত হয়ে থাকুন। পছন্দের জামাটি পরুন। সারাদিন যতই ক্লান্তি হোক আপাতত ওটা বেডরুমের জন্য রেখে দিন। উৎফুল্ল হৃদয় নিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান!

চার. পরিবার হোক বা অপরিচিত—সুযোগ পেলে তার প্রশংসার ঝুড়ি খুলে বসুন।

পাঁচ. সংসার জীবনে সুখের ফুল ফোটাতে তার পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করুন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[১৪] সহিহ মুসলিম : ২ : ১০৫৯

"যে নারী স্বামীর ভালোবাসার ছায়ায় থেকেও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[১৫]

ছয়. স্বামী যখন অভাবে পড়ে, তখন তার ঘাড়ে আপনার চাহিদার বোঝা চড়িয়ে দিবেন না। তুষ্টতার পরিচয় দিয়ে তাকে সহায়তা করবেন।

সাত. যখন সে রাতের আঁধারে আপনাকে কামনা করে, নিষ্ঠুর পাহাড়ের মত আটকে থাকবেন না। নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।

আট. তার পরিবারকে মূল্যায়ন করবেন—বিশেষ করে মাকে যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। তাদের সামনে স্বামীর প্রশংসা করবেন।

নয়. পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের সামনে তাকে নিয়ে গর্ব করুন। সবার সামনে তার সাথে পরামর্শ করুন এবং তখন তার সিদ্ধান্তই মেনে নিবেন।

দশ. তাকে তার পুরুষত্বের উপলব্ধি করান। মনে রাখবেন, আপনি যদি তার হাতে নিজেকে সপে দেন—তাহলে সে আপনার দাসে পরিণত হবে।

এগার. রাগ হলে সন্তুষ্ট করার পথ খুঁজতে থাকুন।

বার. তার কথার উপর সন্দেহ পোষণ করবেন না।

তের. যদি আপনি তার কাছে কোনো কিছু কামনা করেন, তাহলে মোক্ষম সুযোগ বা উপযোগী সময়ের অপেক্ষা করুন।

চৌদ্দ. হাসি-মজা করে হলেও তার এবং তার কোনো বন্ধুর মাঝের বিবাদ মেটাতে সাহায্য করবেন।

পনের. তার অনুভূতিতে গেঁথে দিন যে তুমিই আমার সবকিছু। অন্য সবার চে তার প্রতি আগ্রহ বেশি প্রকাশ করুন -যদিও তারা আপনার বাবা-মা হয়।

ষোল. তার চরিত্র এবং গাম্ভীর্য সন্তানের মধ্য প্রতিফলিত করার চেষ্টা করুন।

সতের. খরচে ভারসম্যতা বজায় রাখুন। কারণ সম্পদে মিতব্যয়ী স্ত্রীকেই পুরুষ সবচে' বেশি ভালোবাসে।

---

[১৫] সুনানে নাসাঈ : ৯০৮৬

আঠার. আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে যদি মান-সম্মান, ইলম-প্রজ্ঞা দান করেন—এটা নিয়ে স্বামীর উপর বড়াই দেখাবেন না। বরং সেটা যেন আপনাকে ভালোবাসা বা পতিভক্তির কারণ হয়।

উনিশ. সদা সত্য বলবেন। কারণ মিথ্যা স্বামীর মনে আপনার প্রতি অনাস্থা তৈরী করবে।

বিশ. মনে মনে তার সাথে কখনওই দুরত্ব রাখবেন না। যখন স্বামী চুপ থাকা কামনা করেন তখন অবশ্যই চুপ থাকতে চেষ্টা করবেন।

মোটকথা—

বিয়ে হয়ে গেছে বলেই এই আত্মতৃপ্তিতে ভুগবেন না—আপনি স্বামীর সর্বকরণের মালিক হয়ে গেছেন। এটাও মনে করা যাবে না, দুর্দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে। কোনোদিন আমাদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হবে না। সাংসারিক ঝামেলাও হবে না। এটা ভাববেন না, আপনার স্বামী আপনার অনুগত হয়ে চলুক। দুনিয়ার সব কাজকাম ছেড়ে আপনার কোলে এসে বসে থাকবে।

বরং আপনার কর্তব্য হল তার সকল কাজে উদ্দীপক হওয়া। তার সামনে নিজ যোগ্যতার অভিনবত্ব প্রকাশ করবেন। সাজুগুজু আর সুঘ্রাণে তাকে বিমোহিত করে তুলবেন। তার চাহিদা আবেদনকে নিজের কমনীয়তার জলে ডুবিয়ে রাখুন। কাজল, আলতা, মেহেদী আর ঠোঁট রাঙানো কোনোটাই যেন বাদ না থাকে। মনে রাখবেন, রাসূলের বানী অনুযায়ী স্বামীর জন্য সেজে থাকাটাও সাদকাহ।

পরিবেশটা কেমন হবে ভেবে দেখুন তো—স্ত্রী স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মনের সুখে গাইছে—

''সন্ধ্যারাতে ভাবছি আমি এখন হল কীসের সকাল?''

জবাবে স্বামীও বলে উঠল—"তোমার রূপে অস্তমিত সন্ধ্যে হল জ্যোৎস্না লাল।"

অথবা স্বামী অফিসে বের হওয়ার সময় ফিসফিসিয়ে কানে লাগিয়ে দিল-

"তুমি আমার চোখের শীতলতা
ঠোঁটে বাজে সদা তোমার কথকতা।
হৃদয়টা বাঁধা তোমার আমার আঙিনায়
আঁচল ছেড়ে এবার বল পালাবে কোথায়"

উপসংহারঃ কেউ একজন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করল—সৌন্দর্য কী জিনিস? তিনি জবাব দিলেন—যদি তোমার স্বামী থাকে আর তুমি... সরিয়ে এনে আগের চে উত্তম অবস্থানে রাখতে পারো—এটাই সৌন্দর্য।

❝ *স্বামীই স্ত্রীর স্থায়ী নিবাস।*

❝ *উত্তম কথা জিহ্বার সুবাস।*

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে পথ চলা

বৈবাহিক সমস্যা

তোমার দু'হাত প্রসারিত করো প্রেমের ছোঁয়া পেতে/
হতে পারে তা কখনও চিত্রিত করবে প্রেমের প্রভাত
তাকে নিরুপায় করে সাগরতীরে ফেলে রেখো না/
তোমার হাতের পরশ বিরহে সে ডুবে যেতে পারে।
ফিরে যাও প্রেমের খোঁজে—সেটা তো লুক্কায়িত মুক্তো প্রেমিকের অন্তরে।
পান করাও তাকে সচ্ছ নদের প্রেমজল—চারিদিকে ঘেরাও করা মজবুত প্রাচীর।
বিপদ-আপদের ঘুর্ণিঝড়ে তাকে ফেলে রেখো না /
হতাশা আর বিরক্তির গ্রাস তাকে করে দিবে বড্ড নিষ্ঠুর।

অতঃপর হে নারী! আমার দু'চোখের পাতায় পড়ে দেখো হৃদয়ের কলামে লেখা দুঃখের ফিরিস্তি।

অথবা ভালোবাসার ইশতেহারে অঙ্গিকারগুলো আরেকবার চোখ বুলিয়ে দেখো।
আমাদের মাঝে নেই কোন দুর্ভেদ্য দেয়াল। দেয়ালের ফাটল ধরে কখনও সূর্য হাসে।

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বিরোধ ও তার কারণ

ভূপৃষ্ঠে বসবাসরত সব পরিবারেই টুকটাক ঝগড়া-বিবাদের হাওয়া লাগে। দুটি মানুষ কখনওই সবদিক দিয়ে একমনা হয় না।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টেরমান ও তার কিছু সহকর্মী—স্বামী স্ত্রী একে অপরের উপর অভিযোগ আরোপ করে থাকেন এমন প্রায় ষাটটি বিষয়ের একটি তালিকা পেশ করেছেন। তাই বলে এতে আতংক বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কেননা, দুনিয়ার এমন কোনো দম্পতি নেই যাদের মাঝে কখনও ঝগড়া বিবাদ হয় না। এটা নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা করার কিছু নেই। বরং বৈবাহিক জীবনে টুকটাক কথা চালাচালি স্বভাবজাত একটি বিষয়। প্রাকৃতিকভাবে তা ঘটেই থাকে। আর বাস্তবতা এটাই প্রমাণ করে যে—দাম্পত্য জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যা গুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরই একটি অংশ।

তবে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো এসব উপেক্ষা করে একটি দম্পতি কিভাবে জীবন যাপন করবে সেটাই।

দাম্পত্য সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদের কিছু প্রধান কারণ রয়েছে-

এক. স্বভাবগত পার্থক্য থাকা।

স্বামীর স্বতন্ত্র কিছু গুণাবলী আছে যা স্ত্রীর নেই। এবং নিজেদের সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা ও তার সমাধানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যেমন আছে বিশেষ শৈলী তেমন স্বামীর রয়েছে ভিন্ন চিন্তাধারা। আর এই স্বভাবগত ভিন্নতাই বৈবাহিক সমস্যাগুলোর অন্যতম কারণ।

দুই. কোনো এক দম্পতি চরিত্রহীন হওয়া।

তাই স্বামী-স্ত্রী কেউ যদি বক্র স্বভাবের ও কুটিল আচরণের হয়, তাহলে নানা ধরনের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তা বাড়তেই থাকে।

তিন. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অথবা কেউ একজন অসুস্থ হওয়া, ঋণের বোঝা ও প্রিয়জনের হারানোর শোক ইত্যাদি কারণে বিষর্ম দিন পার করা।

চার. বৈবাহিক সম্পর্কের অধিকার নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া।

তাই দুজনের কেউ, বিশেষত স্বামী-স্ত্রীকে সর্বদা তার পাশে থাকতে বাধ্য করা, তার খেদমতে নিয়োজিত থাকা। স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা ইত্যাদি বিষয়গুলো দাম্পত্য সম্পর্কে নানান সমস্যা সৃষ্টি করে।

পাঁচ. দম্পতি একে অপরের হক না জানা।

ছয়. যৌন মিলনকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি।

আর এটাই দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। অধিকাংশ দম্পতির খুব কমই এই কারণে সমস্যা না হয়ে থাকে।

আমরা দেখতে পাই যে—স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, পিতা মাতার সেবা না করা ইত্যাদি যে বিষয়গুলির অভিযোগ দম্পতিগুলো করে থাকেন তার অধিকাংশই চরিত্রহীনতা, পরস্পরের অধিকারের ব্যাপারে অসচেতনতা ও ভুল বোঝাবুঝির কারণেই সৃষ্টি হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে বৈবাহিক সমস্যাগুলির কারণ চার প্রকার:

এক. প্রকাশ্য কারণ। যেমন : প্রহার করা বা সরাসরি অপমান করা।
দুই. অভ্যন্তরীণ কারণ। যেমন : রাগান্বিত হওয়া, বিরক্ত, অসন্তুষ্টি হওয়া।
তিন. ক্ষণস্থায়ী কারণ। যেমন : উপহাস, ঠাট্টা, বিদ্রুপ করা।
চার. স্থায়ী সমস্যা। যেমন : কৃপণতা ও স্বজনপ্রীতি, সপক্ষ প্রীতি।

সূচনা কীভাবে হয়

ধরুণ, মারইয়ামের কোনো এক দোকানে একটি কাপড় দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল। স্বামী ইমাদকে অনুরোধ জানালো কাপড়টি কিনে দিতে। এদিকে ইমাদের মাথায় ঘুরছে একটা গাড়ি কেনার চিন্তা। বাসা থেকে অফিস; বাস-ট্যাক্সি ধরে বেশ কষ্ট হয়ে যায়। গাড়িটা কিনতে পারলে যাতায়াত বেশ সুবিধার হবে। ক'দিন পর পর মার্কেট আর আত্মীয় বাড়ী যাওয়ার খরচ, পাশাপাশি রাস্তার ভোগান্তিও বেশ কমবে।

এটা ভেবে তার গাড়ি কিনতে গিয়ে মারইয়ামের অনুরোধটা আর রক্ষা করা হল না। ব্যাস আর যায় কোথায়। অভিমানে আর গোস্বায় ফুলে গেল মারইয়ামের ঠোঁট দু'টো। বড্ড রাগ তার ইমাদের উপর। মনে মনে বলছে—মুখে মুখে ভালোবাসা ভালোই দেখাতে পারে লোকটা অথচ আমার একটা আবদার রক্ষা করার ইচ্ছেটুকু তার নেই। এতটা অবহেলার পাত্রী হয়ে গেলাম আমি তার!

এরপর থেকে ইমাদের ব্যাপারে মারইয়াম নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। বিগত সময়ে তার সাথে ইমাদের আচরণের কারণে তার অন্তরে গেড়ে যাওয়া বিশ্বাসগুলির প্রমাণ তালাশে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের আচরণ রেকর্ড করে নিতে থাকে। আস্তে আস্তে তার প্রতি মন বিষিয়ে ওঠে। ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ অনুভূতি তার অভ্যন্তরে জাগ্রত হতে থাকে। ইমাদের পক্ষ থেকে পাওয়া অবহেলার প্রতিশোধ স্বরূপ মারইয়ামও অবহেলার আচরণ শুরু করে। এটা ইমাদকেও ক্ষুব্ধ এবং অবহেলার আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

উপরের উল্লেখিত ঘটনা থেকে আমরা বলতে পারি—আমাদের বৈবাহিক সমস্যাগুলি সৃষ্টির তিনটি পর্যায় থাকে।

এক. যে পরিস্থিতি সমস্যা ডেকে আনে অর্থাৎ সমস্যার সূত্রপাত।

দুই. সূত্রপাত থেকে দু'জনার মাঝে ভুল বুঝাবুঝির পরিস্থিতি। এবং সেই পরিস্থিতির আলোকে নিজের ভেতরে বিশেষ অবস্থা তৈরী করা।

তিন. প্রকাশ্য আচরণ।

অর্থাৎ সেই অবস্থানের উপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিফলন। (উল্লেখিত ঘটনায় সমস্যা সৃষ্টির তিনটি পর্যায় সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হলো।

এক. প্রকাশ্যে বলে ফেলা। যেমনঃ বর্ণিত ঘটনায় মারইয়ামের নতুন কাপড় কামনা করা এবং ইমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা।

দুই. পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। ইমাদের প্রত্যাখ্যান কে কেন্দ্র করে মারইয়ামের "সে আমার প্রতি গুরুত্ব দেয় না, সব সময় আমাকে উপেক্ষা করে চলে "- এমন নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি।

তিন. প্রকাশ্য আচরণ। অর্থাৎ মারইয়াম অভ্যন্তরীণ মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে শেষ যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তা হলো, ইমাদকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। চেহারা মলিন করে রাখা।)*

ইমাদ আর মারইয়ামের সমস্যাগুলোর মতোই সমস্যা আমাদের অধিকাংশ পরিবারে ঘটে থাকে। স্বামীর নিকট স্ত্রী কোনো আবেদন করে আর স্বামী বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন স্ত্রী প্রত্যাখ্যানের কারণ খুঁজতে থাকে। ভেতরে ভেতরে এক বিশেষ অভিমান প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। যেমনঃ এই জিনিস আমার কপালে নেই, সে তো আমাকে পছন্দ করে না। আমাকে সামান্য মূল্যায়নটুকুই করে না। আমার চাওয়া-পাওয়ার কোনো গুরুত্বই নেই তার কাছে।

এরপর তার মাঝে আস্তে আস্তে এই অনুভূতির বিস্ফোরণ ঘটে। এবং পরস্পরের আচরণে তা প্রকাশ্যে প্রতিফলিত হয়। যেমনঃ স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা। তাকে কষ্ট দেয় এমন পরিবেশ তৈরী করা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করে আমরা এ ধরনের সমস্যা এড়িয়ে চলতে পারব।

এক. সর্বদা মনটাকে প্রফুল্ল রাখা। অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা। অর্থাৎ সঙ্গীর প্রকাশ্য ত্রুটির নিন্দা না করে তার এই কাজের উত্তম কোনো অজুহাত খুঁজে বের করা।

শাওকীর ওপর আল্লাহ রহম করুন তিনি একটা কবিতায় বলেছেনঃ

"কারোর প্রতি কুধারণা বিবেকের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে এমন কি সম্ভব কাজকেও অসম্ভব করে তোলে। কারোর প্রতি ভুল ধারণার ফলে মনের মাঝে তার প্রতি একটি খারাপ অবস্থান তৈরি হয়—ফলে সহজ কোনো স্বার্থ হাসিল করাও তোমার জন্য অসম্ভব হয়ে যায়।"

দুই. কারো কথাবার্তায় উস্কানি বা উগ্রতা। এমন কোনো কিছু লক্ষ্য করলে সর্বপ্রথম উচিৎ নিজেদের প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পরিহার করা। স্মরণ রাখতে হবে মুত্তাকীদের সিফাতের বর্ণনায় আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন—

وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"আর যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।"[১৬]

তিন. আমাদের হৃদয় মাঝে যে অনুভূতি জমা হয় বা কল্পনা-জল্পনার আসর জমে, ঠাণ্ডা মাথায় সেগুলোর পর্যালোচনা করা। অন্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া। এবং আমাদের হৃদয়ের নেতিবাচক অনুভূতিগুলো জমিয়ে না রাখা। কারণ পঁচা অনুভূতিগুলো জমিয়ে রাখলে তা আরও বিস্তৃত হতে থাকে এবং তীব্র আকার ধারণ করে।

> “ *মনে রাখবে, সমস্যা সবার দুয়ারেই হানা দেয়। তবে তোমার পদক্ষেপই বলে দেবে সেটা দূর হয়ে যাবে নাকি প্রবেশ করবে।*

> “ *অধিক জ্ঞানী অধিক বিনয়ী।*

> “ *বিবাদ দীর্ঘ হলে বুঝতে হবে দু'জনেই ভুলের উপর আছে।*

[১৬] সূরা আলে ইমরান। আয়াত ১৩৪

জিইয়ে রাখা বিবাদ

অপরাধীর প্রায়শ্চিত্তের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে
তার অনুভূতি দেয়ালে চলবে আফসোসের কশাঘাত,
হায়! যদি না করতাম এই অপরাধ!

আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। ধরুন, সংসারে একটি সমস্যা তৈরি হলো। এখন নিখুঁত দৃষ্টান্তমূলক কোন পদ্ধতি আছে—যা অবলম্বন করে আমরা বৈবাহিক সমস্যার সমাধান করতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একথা আমাদের মেনে নিতে হবে—বৈবাহিক জীবনের সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে সবচে' বড় ভুল যেটা করি তা হলো—নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধান না করে ফেলে রাখা বা জিইয়ে রাখা। সুতরাং প্রাথমিকভাবে যখন ছোটখাটো একটি সমস্যা তৈরি হয়, তা নিয়ে পরস্পরের মাঝে বাদানুবাদের পরিবেশ তৈরী হয়। এটা তীব্র হতে হতে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তার কোনো সমাধান ছাড়াই নিষ্পত্তি ঘটে।

এরপর নতুন আরেকটি ছোট ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এবং তা মীমাংসা ছাড়াই থেমে যায়। এভাবে তিনটি-চারটি করে করে দশ-বারটি সমস্যা জমা হতে থাকে। সমস্যাগুলো বুকে চেপেই দিনাতিপাত হয়। এক পর্যায়ে দু'জনেই যে সমস্যাগুলো কোনো সমাধান ছাড়াই জিয়েই রেখেছিল; তার মৌখিক প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হয়। টুকটাক কথা কাটাকাটি, এরপর গালমন্দ।

একটা সময় এসব উত্তপ্ত বাদানুবাদ পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। এবং আস্তে আস্তে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর এই জিইয়ে রাখার ফলে একটি সমস্যা দুই, তিন, চারটি সমস্যায় পরিণত হয় এবং একটার উপর আরেকটা জমে সমস্যার পাহাড়ে পরিণত হয়।

এই বিপদজনক সমস্যা এড়িয়ে চলার জন্য আমাদের কর্তব্য হলো—জিইয়ে রাখা সমস্ত সমস্যা স্থায়ীভাবে নিঃশেষ করে ফেলা। ভবিষ্যতে সে দিকে অগ্রসর না হওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা। সমস্যা তৈরির পথ একেবারে রূদ্ধ করে দেওয়া।

তবে উত্তম হল, এই সমাধান বা মীমাংসা হবে উভয়ের সম্মতিতে গোপন কোন বৈঠকে। অথবা আলোচনা এমন সময় করা, যখন বোঝা যাবে সঙ্গী সমাধানটা মানসিকভাবে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

বৈবাহিক সমস্যা সমাধানের কার্যকর কিছু পদক্ষেপ

এক. আমরা যখন সমাধানযোগ্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই তখন আমাদের যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক তা হল—প্রথমেই সমস্যার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করা।

কেননা, বৈবাহিক সমস্যার অধিকাংশ বাহ্যিক যে কারণগুলি দেখা যায়—এটা অনেকটা ফলের খোসার মতো। বাহির থেকে দেখলে একরকম মনে হলেও ভেতরে তার স্বাদ ভিন্ন। অথচ সামান্য অনুসন্ধানেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের সামনে বিদ্যমান কারণগুলি কোনো কারণই নয়।

ধরুন, কখনও রাতের খাবার সময়মত প্রস্তুত না করার কারণে পরস্পরে একটু মনকষাকষি হচ্ছে। একটু খুঁজে দেখুন মূল সমস্যাটা রাতের খাবারে নয়, এর নেপথ্যে অন্য কারণ অবশ্যই আছে।

অতি আফসোসের সাথে বলতে হয়, দাম্পত্য জীবন নিয়ে খোলামেলা মতবিনিময়ের অভাবে আমরা অন্যের উপর রাগ করে মন সংকীর্ণ করে রাখি। মনের মাঝে লুকায়িত নেতিবাচক অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য অন্যের পদস্খলন, ভুল-ত্রুটির অপেক্ষায় থাকি।

প্রিয় ভাই! ভালো করে জেনে রাখা উচিত—সত্যিকার প্রেমিক বা বন্ধু কখনও বুকের মধ্যে অন্যের প্রতি হিংসা লালন করতে পারে না। কেননা, যে হৃদয়ে ক্রোধ, হিংসার ছিঁটেফোটা লুকায়িত থাকে—সে হৃদয়ে প্রেম ভালোবাসা অবস্থান করতে পারে না।

দুই. আলোচনার জন্য উপযোগী সময় নির্বাচন করা।

জানা কথা, সমাধানের উদ্দেশ্যে সমস্যাটা যদি ভুল সময়ে উপস্থাপন করা হয় তাহলে আরও বৃদ্ধি পাবে বরং হীতে বিপরীত হবে। সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে।

সুতরাং একটানা কাজ করে সারাদিনের ক্লান্তির পর স্বামী যখন বাড়িতে ফিরে, সে সময়টুকু সমস্যা নিয়ে আলোচনা বা সমাধানযোগ্য সংকল্পমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী সময় অবশ্যই নয়।

তেমনিভাবে দম্পতি যে সময়টা বিশ্রামাগারে কাটায়, যখন দু'জনার কারো মন মেজাজ অন্য দিকে থাকে, ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন থাকে; সে সময়টাও আলোচনার উপযোগী নয়।

অতএব উভয়ের মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ সময় অর্থাৎ যে সময় দম্পতি একে অপরের সাথে খোলামেলা আলোচনা ও অন্যের কথা গ্রহণ করার মতো মন মানসিকতা অনুভব করবে; সেটাই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত সময়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক! আপনি বলতে পারেন, অধিকাংশ সমস্যাই তো ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। এই বাদানুবাদের শেষ পরিণতি কারোরই জানা থাকে না। অনেক সময় পরিবেশ একজনের উপযোগী হলেও অপরজনের জন্য সময়টা অনুপযোগী। এসব পরিস্থিতি আমরা কীভাবে মোকাবেলা করব?

কিন্তু আমি বলব, বৈবাহিক জীবনে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই—যখন তা সমাধান করার প্রকৃত আগ্রহ আমাদের থাকবে তখন আমরা ভালোভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতে পারবো। অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে জীবন পরিচালনা করতে পারব।

তাই বলে সমস্যাকে কখনওই ব্যাপক আকার ধারণ করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। উপযোগী সময় পেলে আলোচনা সেরে নিতে বিলম্ব করবো না। অনুপযোগী মনে হলে কৌশলে সেটা এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে।

যেমন ধরুন—স্বামী কোনো সমস্যার সমাধান নিয়ে কথা বলতে চাইছেন। কিন্তু তার স্ত্রী সময়টাকে অনুপোযোগী মনে করছেন, তখন সে স্বামীকে বলতে পারে, "মনে হচ্ছে তুমি এখন ক্লান্ত। আগে স্বাভাবিক হও। আলাপ আলোচনা এখন বাদ থাক। এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলি" অথবা বলবে, আমার এখন মনটা ভাল্লাগছে না। আমি এখন নানাবিধ দুশ্চিন্তায় আছি। একটু পরে আলাপ করি?

তবে বাক্যশৈলীতে কৌশলী হতে হবে। কখনওই বুঝতে দেওয়া যাবে না—আমি কথা বলতে চাচ্ছি না বা আমার এখন আগ্রহ নেই। তাই স্ত্রী কথা এমনভাবে বলবে স্বামী ভাববে আমার স্ত্রী বলতে চাচ্ছে, তুমি এখন আলোচনা করতে প্রস্তুত নও তাই পরে কথা বলব। অথবা তার মাথা ব্যথা করছে এ কারণে এখন আলোচনার জন্য প্রস্তুত নয়, তাই পরে আলাপ করি।

অথচ এভাবে বললেও অন্যের উপর তা যথাযথভাবে প্রযোজ্য হয়।

তিন. ভবিষ্যতে যাতে সমস্যা তৈরি না হয় সে বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করা। এবং পূর্বের বিভিন্ন সমস্যা পুনরায় বিস্তার না করা।

চার. "তুমি" পরিভাষার পরিবর্তে 'আমি' ব্যবহার করা।

কোনো দম্পতি যখন উত্তেজিত বাদানুবাদের মুহূর্তে "তুমি" শব্দ বলে সম্বোধন করে, তখন অন্যজন সেটা বিশেষভাবে গ্রহণ করে এবং সম্বোধনের প্রতি বেশ

তৎপর হয়ে ওঠে। কারণ তুমি বা সম্বোধনবাচক শব্দকে স্বতন্ত্রভাবে অপবাদ বা অপবাদের ভূমিকা ধরা হয়।

উদাহরণস্বরূপ—স্বামী স্ত্রীকে বলছে, "তুমি আমার চাওয়া-পাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না"। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি বলে "আমার চাহিদার প্রতি তোমার ভ্রুক্ষেপ না থাকাতে আমি বড় ব্যথিত।"

অথবা—"তোমাকে এ কাজ করতে হবে " বা "এ বিষয়ে তোমার মনযোগ দিতে হবে" এরূপ না বলে এর পরিবর্তে "আমি আশা করি তুমি এমনটি করবে ও এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিবে" এভাবে বলতে পারে।

পাঁচ. হৃদয়ে ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। কারণ প্রেম বা ভালোবাসার অনুভূতি সমস্যার উত্তপ্ত আগুনে ঠাণ্ডা জলের কাজ করে। অতএব স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত স্বামীর জন্য উত্তম হলো তাকে এভাবে বলা। "অবশ্যই আমি তোমাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসি", দেখো আমি চাইনা তুমি এমনটি করো"

অথবা স্ত্রী স্বামীকে বলবে, "তোমাকে যে কী পরিমাণ ভালোবাসি তা তোমার জানা নেই এজন্যই এই জিনিস আমাকে প্রভাবিত করছে।"

ছয়. একে অপরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বা ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া।

সাত. স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে কোনো তৃতীয় পক্ষের তত্বাবধানে বৈঠক করা। তাকে সম্মান করা। তার সিদ্ধান্তের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রেখে মেনে নেওয়া।

আট. দুঃখ-দুর্দশার উপর ধৈর্য ধারণ করা। ধীরে ধীরে সংশোধন, অনুশীলন ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা।

সহিহ হাদীসে তো এসেছে:

"দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে সহনশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ অর্জিত হয়। লেখাপড়ার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন হয়। যে কল্যাণ কামনা করে সে তা পেয়ে যায়। আর যে অকল্যাণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে সে তার থেকে বেঁচে যায়।"[১৭]

নয়. পরস্পর একে অপরের ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করে চলা। অন্যের ভুল ত্রুটির প্রতি বিশেষ ভ্রুক্ষেপ না করা। কেননা অপরের ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে চলা একটা মহৎ গুণ। এটা মবিল বা তৈলের মতো। মবিল দিলে যেমন মেশিন নির্বিঘ্নে ঘন্টার পর

[১৭] শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি : ১০২৫৪

ঘন্টা চলতে পারে, ত্রুটি উপেক্ষাও তেমনি দাম্পত্য জীবনের চলার পথ সহজ করে তোলে।

দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা কলহ-বিবাদকে তার অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয়। সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই তা নিঃশেষ করে দেয়। এজন্যই আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এ কথা বলে আমাদের জন্য নসিহত করেছেন-

"উত্তম চরিত্রের দশভাগের নয় ভাগই এই মহৎ গুনের মাঝেই নিহিত।"

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ এর বাণী এই দাবিটিকে আরও মজবুত করে। তিনি বলেন-

"দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে চলার মহৎ গুণ সম্মানিত ব্যক্তিদেরই অর্জন হয়ে থাকে।

ওহে দম্পতি! যেহেতু প্রেম ও ভালোবাসা তোমাদের দুজনকে বিবাহের বন্ধনে একত্রিত করেছে, সেহেতু তোমরা একে অন্যের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে চলবে এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো -

"অজ্ঞ ব্যক্তি সরদার হয় না। তবে গোত্রের সরদার কখনও কখনও অজ্ঞতার ভান ধরে।"

ইমাম গাযযালী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্বভাবে কিছুটা হলেও লজ্জাকর, দৃষ্টিকটু, খারাপ বিষয় নেই—যা গোপনীয়তা ও ক্ষমার দাবি রাখে।

আর যে পুরুষ নিজেকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী ধারণা করবে, যে স্ত্রী নিজেকে ভিতর বাহির সব দিক থেকে কলুষতামুক্ত মনে করবে, তারা উভয়ে বিভ্রান্তির অতল গহব্বরে ডুবে আছে। আমরা মানুষ। আমরা রাগান্বিত হই। উত্তেজিত হই। ভুল করি।

দম্পতি যদি স্থায়ী ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব চায়, তাহলে দৃষ্টি অবনত ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির উদারতা ও সহধর্মিনীর সাথে সৎ সহচর্যের কথাই আমরা মনে করতে পারি। যখন তার সহধর্মিণী উম্মে আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করলেন তখন বললেন—

"চল্লিশ বছর তার সাথে থেকেছি কিন্তু একটি বিষয়েও কখনও আমি তার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইনি।"

স্ত্রী যখন রাগান্বিত হয় স্বামীর কর্তব্য নীরব থাকা।

স্বামী যখন উত্তেজিত হয় স্ত্রীর কর্তব্য চুপ থাকা।

যতক্ষণ না উত্তেজনা শান্ত না হয়। ক্রোধের উত্তাপ শীতল না হয়। হৃদয়ের অবাধ্যতা স্থির না হয়।

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ সায়দুল খাতির নামক কিতাবে লিখেছেন—

"তুমি যখন দেখবে সহধর্মিনী রেগে আগুন; উল্টাপাল্টা বকা শুরু করেছে, তখন বসে বসে তার কথার উপর আঙ্গুল গণনা করা অনুচিত"।

অর্থাৎ তার কথায় গুনে গুনে ধরে ধরে উত্তর না দেওয়া এবং তার বলা ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া। পরবর্তীতে তাকে ওই কথার উপর জিজ্ঞাসাবাদ করাও অনুচিত।

কারণ, এ সময় মানুষ রাগে মস্তিষ্ক বিকৃতপ্রায় হয়ে থাকে। কী বলছে নিজেও বুঝতে পারে না। বরং আপনি একটু সময় লাগলেও ধৈর্য ধারণ করবেন। অক্ষরে অক্ষরে তার সব কথার জবাব দিবেন না। কেননা, আপাতত শয়তান তাকে পরাস্ত করে ফেলেছে। মস্তিষ্কের উত্তেজনায় বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে আপনি যদি তার বিরুদ্ধে মনে মনে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন অথবা তার কাজকর্ম অনুযায়ী উত্তর দিতে যান তাহলে আপনি পাগলের সাথে বুদ্ধিমানের মুখোমুখি হওয়ার আচরণ করলেন। অথবা অসচেতন তিরস্কারকারীর মত হয়ে গেলেন। অতএব এখন যাই বলুন—দেখবেন সব অপরাধ আপনার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

তাই আপনার উচিত এখন তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেওয়ার। আপাতত ফলাফল তার পক্ষেই যাক, পরিস্থিতিটা তো আগে ঠাণ্ডা হোক—এমন মানসিকতা রাখবেন।

একটু খুনসুটি বা হাস্যরসে তাকে ডুবিয়ে রাখবেন। সত্যমিথ্যা দিয়ে হলেও এটা ওটা বলে, প্রশংসার ঝর্ণা প্রবাহিত করে মনটা খুশি করার চেষ্টা করবেন। যেন একটু আগে যা ঘটেছে—সব ভুলে আপনার প্রেমে নতুন করে মজতে পারে।

> “ *যে শুধু দোষ খুঁজে বেড়ায় তার নসীবে ভালোবাসা জোটে না।*

> “ *ভুল স্বীকার না করার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু নয়।*

মিথ্যা বলা যখন জায়েজ

যুগলের তিরস্কার একবারই সুন্দর,

অতিরিক্ত হলে তা ভালোবাসাকে নষ্ট করে দেয়।

হ্যাঁ। মিথ্যা বলা জায়েজ আছে। আর সেটার মাধ্যমে মানুষ উপকারও লাভ করে থাকে। যেমনটা বিনতে উকবা উম্মে কুলছুম রাযিআল্লাহু আনহা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যার ব্যাপারে তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে কখনও নরম হতে দেখিনি।

এক. সংশোধনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা।

দুই. যুদ্ধের কৌশলগত কারণে বলা মিথ্যা।

তিন. স্বামী স্ত্রীকে বলা মিথ্যা, স্ত্রী স্বামীকে বলা মিথ্যা।[১৮]

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় ঐ মিথ্যা বৈধ, যেটা ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং অনৈক্য দূর করে। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে প্রশংসা করায় ক্ষতি কিসে?

খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণ সুস্বাদু হয়নি তো কী হয়েছে—তারপরও একটু প্রশংসা করুন। ঘর গোছগাছে হয়ত একটু খুঁত থেকে গেছে। তারপরও তাকে খুশি রাখার প্রচেষ্টা করুন।

স্ত্রীও স্বামীর ক্ষেত্রে একই আচরণ করুন। কোনো কাজ পালন করতে ত্রুটি থেকে গেছে। ত্রুটিকে হাইলাইট না করে বরং তার প্রশংসা করুন। কোনো ক্ষতি হবে না। গুনাহ হবে না। বরং তার কাজ আরও সুন্দর করে সম্পাদন করতে সচেষ্ট হবে।

বৈধ মিথ্যার ব্যাপারে একটি ঘটনা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে। যেটা স্বয়ং আমিরুল মু'মিনিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিআল্লাহু আনহু নিজে ফায়সালা করেছেন।

ঘটনাটা আবু গজওয়া নামে এক ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত। তাকে দোষারোপ করা হয়েছিল, সে কারণে অকারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়। একদিনকার কথা। সে তার আরকাম নামের এক বন্ধুকে ঘরে ঘটে যাওয়া ঘটনা ব্যক্ত করল। এবং সাথে করে নিয়ে ঘরে গেল। এরপর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল : আল্লাহর দোহাই লাগে, বলো তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?

স্ত্রীঃ আপনি আল্লাহর দোহাই দিয়েন না।

স্বামীঃ আমি আল্লাহর দোহাই লাগি তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?

---

[১৮] বুখারী শরীফ

স্ত্রীঃ হ্যাঁ।
অতঃপর আবু গজওয়া ইবনুল আরকামকে বললেন, তুমি শুনেছ তো?

তারপর উভয়ে আমিরুল মু'মিনিনের নিকট গেল। আবু গজওয়া বললেনঃ আপনারা তো বলেন যে আমি মহিলাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, তাদের সাথে খেয়ানত করি। ইয়া আমিরুল মুমিনীন! আপনি ইবনুল আরকামের নিকট বাস্তবতা জিজ্ঞেস করুন!

উমর রাযিআল্লাহু আনহু তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি তাই বললেন যা তিনি আবু গজওয়ার স্ত্রী থেকে শুনেছেন। অতঃপর উমর রাযিআল্লাহু আনহু আবু গজওয়ার স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পর তার স্ত্রী ও স্ত্রীর ফুফু দরবারে হাজির হলেন। তিনি বললেনঃ তুমিই তো সেই মহিলা যে তার স্বামীকে বলে তুমি তাকে ঘৃণা কর?

উত্তরে সে বললঃ আমি সর্বপ্রথম অনুতপ্ত সর্বশক্তিমান রবের কাছে। সে তো আল্লাহর দোহাই দিয়েছিল যার কারণে আমি মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করেছি। তখন আমি কী করতাম? আমি কি মিথ্যা বলবো আমিরুল মু'মিনিন, যে আমি তাকে ভালোবাসি?

উমর রাযিআল্লাহু আনহু বললেনঃ হ্যাঁ তুমি মিথ্যা বলবে। যদি তোমাদের কেউ কাউকে ভালো না বাসো তারপরও তাকে সরাসরি এটা বলে দিবে না। কেননা খুব অল্প সংখ্যক পরিবারই ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, বরং মানুষ বংশমর্যাদা ও আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে সংসার করে থাকে।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় উমর রাযিআল্লাহু আনহু ঐ মহিলাকে বলেছেনঃ হ্যাঁ তোমাদের একজন মিথ্যা বলুক এবং সংসার সুসজ্জিত করুক, কেননা প্রতিটি পরিবার ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরঞ্চ সেগুলো বংশমর্যাদা ও আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে চলে।

দৃষ্টিপাত :

স্বামীর দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের পরিমাপক হলো স্ত্রীর আচরণ। তার মুসিবতে সাহায্য করবে তাহলে সৌভাগ্যবান আর ষড়যন্ত্র করলে দুর্ভাগা।[১৯]

> “ *প্রতিটি মন্দ বাক্যের বিপরীতে আমাদের অভিধানে শতশত ভালো বাক্য রয়েছে যা একই অর্থ দান করে।*

[১৯] (হাকাযা আল্লামতনী হায়াতী – মুস্তাফা আসসিবায়ী।)

সমস্যা নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া

আমি কষ্ট বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছি আর তুমি তো প্রিয় এটাই চাচ্ছো!

আমার দুঃখ বেদনা থেকে মুক্তি? তাতো যুগের কাছে তার নিয়মের বাইরে গিয়ে বেশি বেশি কামনা করা। (বন্ধু) এতো পানির মধ্যে আগুন জ্বালনোর ব্যর্থ চেষ্টা!

আমি এখানে যে সত্যটি বলতে চাই তা হল আমরা আমাদের জীবনে সমস্যা ও মানসিক চাপ এড়াতে যাই করিনা কেন, সমস্যাগুলি অনিবার্যভাবে আমাদের মুখোমুখি হবে। এটা একটি সৃষ্টির অনিরুদ্ধ রীতি। তবে সেটা একদম উপকার থেকেও খালি নয়। হ্যাঁ তার ভেতর নেতিবাচক দিকটা বেশী। সুতরাং কীভাবে তার ইতিবাচক বিষয়টি থেকে উপকৃত হওয়া যায় পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাব থেকে কীভাবে বাঁচা যায়—তা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। কিন্তু আমরা মোকাবেলা করার আগেই ভেঙে পড়ি।

প্রিয় পাঠক! সম্ভবত এটি আপনার মনের প্রশ্ন, দৈনন্দিন সমস্যায় ও মানসিক চাপের ইতিবাচক দিকটা কী?

এবার বলি—আমরা যে চাপের মুখোমুখি হই সেটা আমাদেরকে পরিপক্ক করে তোলে এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে।

বলা হয়ে থাকে—ব্যথাকে শোষণ ও সহ্য করার ক্ষমতা থেকেই মানুষ তার বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। আমরা যে দৈনন্দিন সমস্যার সম্মুখীন হই তা আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এবং আরও বেশী কিছু দেওয়ার আকাঙ্খায় অনুপ্রাণিত করে।

প্রিয়জনের ক্রোধ প্রতিরোধে আমাদের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় পেশাদারিত্ব অর্জন করতে শিখি। মিষ্টি কথা বলা ও দয়াদ্রতার অনুশীলনে পরিপক্ক হতে থাকি।

মনে করুন—আর্থিক সমস্যা। সেটা আমাদের সঞ্চয়ের মূলনীতি শেখায়।

মনে করুন—একটি পরিবার বিচ্ছিন্ন ছিল। দেখা সাক্ষাৎ হয় না বহুদিন। হঠাৎ একদিন কারো মৃত্যু সবাইকে একত্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

বিদ্রোহী পুত্র তার বাবা-মায়ের মূল্য তখন বোঝে যখন তারা দূরে চলে যায়। একজন স্ত্রী তার প্রতি তার স্বামীর ভালোবাসা তখনই বুঝতে পারে যখন সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোনো মানুষ তার গাফিলতি থেকে রবের নিকট তখন ফিরে আসে যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমরা এভাবেই দেখলাম, যাপিত জীবনের সমস্যাগুলো আমাদেরকে কোনো না কোনভাবে উপকার করে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে ইবনুল মু'তায রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

"কত দায়িত্ব থেকে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছো,
আর তোমার মন চায় মতো কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছো—
(বন্ধু! বুঝে নাও) প্রিয়জন যখন হারিয়ে যায়
তখনই হারানোর বিচ্ছেদ (বেদনা) শুরু হয়।
(তাই বন্ধু শোন) পৃথিবীর মানুষ (কটুক্তি করলে) কিছু বললে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না।

এসো—কটুক্তিকে ন্যায় বিচারকের কাছে ন্যাস্ত করে রাখো।"

আর আল্লাহর মহিমা আমাদের এই শিক্ষা দেয়, আমরা যেসব দুর্ঘটনার মুখোমুখি হই তার সুবিধাগুলি বিবেচনা করার আগে তার বিরুদ্ধে নালিশ না করা। কারন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـًٔا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

"আর এটা সম্ভব যে তুমি কোনো জিনিস অপছন্দ করো অথচ তোমার জন্য সেটাই কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে তুমি কোনো জিনিস পছন্দ করো অথচ তোমার জন্য সেটাই অকল্যাণকর। আর প্রকৃত বিষয় তো আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।)[২০]

[২০] সূরা আল বাকারা। আয়াত-২১৬

আমাদের অবশ্যই শীতল মস্তিষ্ক নিয়ে সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে এবং রবের উপর তাওক্কুলের অর্জন করতে হবে। তিনি যা আমাদের উপর ফরজ করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং তা ছুটে গেলে তা কাযা করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ধারণা রাখা।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত হাদীসে কুদসির মধ্যে বলেন :

> *" আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটবর্তী সুতরাং সে যেন আমাকে নিয়ে চিন্তা করে। "*

এ ব্যাপারে শায়েখ মুহাম্মাদ গাজালী রহিমাহুল্লাহ সংকল্পে দৃঢ়তার ব্যাপারে সান্ত্বনা স্বরূপ বলেন :

"আমাদের অধিকাংশই চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে শোকাহত। আর তাদের অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা এবং অভিযোগের অন্ত নেই। যদিও কষ্ট এবং যন্ত্রণা এমন এক উৎস, যেখান থেকে পুরুষত্বের বিজ অংকুরিত হয়।

চেষ্টা ও পরিশ্রমের ঘানি অতিক্রম করা ব্যতীত কোনো মনীষীর প্রতিভা বিকশিত হতে পারেনি। আর এই সকল প্রতিভার উৎসই হলো চারপাশের ঐ সমস্যাগুলো যেগুলো তারা অতিক্রম করে এসেছেন। তাদের চেষ্টা পরিশ্রমই একসময় প্রতিভা আকারে প্রষ্ফুটিত হয়। পরিশ্রম ও চতুর্মুখী সমস্যার সামনে যদি হাল ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রষ্ফুটিত প্রতিভা অংকুরেই ঝরে যাওয়ার আশংকা থাকে।

ডাক্তার আব্দুল কারিম রহিমাহুল্লাহ এর মতে বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ায় বড় ইতিবাচক দিক রয়েছে। তিনি বলেন—সমস্যা না থাকলে বুদ্ধি অসার হয়ে যেত। মস্তিষ্কের উর্বরতা কমে যেত। সমস্যা ছাড়া কোনো মানুষ নেই। বরং পৃথিবী থেকে যখন সমস্ত সমস্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন আমরা নিশ্চিন্তে বলে দিব যে চিন্তা ভাবনার দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় পাঠক! একটি ভুবনজোড়া হাসি দিয়ে সকল সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হোন। আত্মবিশ্বাসের সাথে এমনভাবে জীবনের মুখোমুখি হোন যেন কোনো সমস্যাই আপনাকে পরাজিত করতে না পারে।

সমস্যার সময় বড়রা বিপর্যয়ের মুখে বিজয়ী হতে যে অস্ত্র সবচে' বেশি ব্যবহার করতেন তা হলো:

الحمدلله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرا منها.

আলহামদুলিল্লাহ, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের বিপদে (ধৈর্যধারণের) প্রতিদান দান করুন এবং এর পরিবর্তে উত্তম কল্যাণ দিন।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ছয়টি বিষয়ের কথা বলেছেন যেটা অনুসরণ করলে সকল দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে।

এক. মনে রাখবেন সবকিছুই নিয়তির লেখন।
দুই. উৎকণ্ঠা বিচার বিভাগের প্রতি সাড়া দেয় না।
তিন. আপনি যে সমস্যায় আছেন তার চেয়ে বড় সমস্যায় আরও বহু মানুষ আক্রান্ত আছে। আপনারটা সে তুলনায় যথেষ্ট সহজ।

চার. আপনার জন্য যা অবশিষ্ট আছে তা আপনার থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার থেকে বেশি।

পাঁচ. প্রতিটি জিনিসেরই বিশেষ হিকমত আছে, আপনি যদি সেটা বুঝতে পারেন তাহলে সেই সমস্যাটাই আপনি নিয়ামত হিসেবে দেখতে পাবেন।

ছয়. মুমিনের প্রতিটি বিপদ, পরীক্ষা অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কঠিন দুর্যোগ প্রতিরোধ—পুরস্কার, ক্ষমা থেকে খালি না। এটাও মনে রাখতে হবে রবের কাছে যা আছে তা আরও উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুমিনের ব্যাপারটা কতটা আশ্চর্যজনক, মুমিনের পুরো ব্যাপারটাই কল্যাণকর যেটা অন্য কারো জন্য নয়। যদি সে আহত হয়, শুকরিয়া করবে। সেটাই তার জন্য কল্যাণকর। যদি সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ধৈর্যধারণ করবে। সেটাই তার জন্য কল্যাণকর।

দৃষ্টিপাত :
ব্যথা ছাড়া মানুষ সুস্থতার আনন্দ ভোগ করতে পারে না। বলা হয়ে থাকেঃ সে আনন্দ বেদনার মতোই যে আনন্দের উৎস বেদনা নয়।

> “ *কখনও কখনও মুসিবত শান্তির চাদরে নামে রহম হয়ে।*

> “ *জীবন কিছু বেদনা- ব্যথা, আশা—অপ্রাপ্তি, কিছু আনন্দ কিছু হতাশার নাম। প্রকৃত সুখ তো অর্জন হবে কেবল জান্নাতে গিয়ে।*

সাংসারিক সমস্যার উপকারিতা

আমার অভিমান তাদের প্রতি যারা আমার প্রতি ভালবাসা দেখায়।

তারা তো আমার বুকে ভালবাসার আবেগ জাগিয়ে নিজেরা (নিজেদের আবেগ লুকিয়ে রাখে) শুয়ে পরে। আর আমাকে (কষ্টে রাখে) জাগিয়ে তোলে।

হায়! যখন আমি তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করি তারা স্বার্থপরের মতো আমার প্রতি সহমর্মিতা না দেখিয়ে দূরে বসে থাকে।

আমি খেয়াল করেছি আমাদের যেসব স্বামী-স্ত্রী ভাই বোনেরা আছেন তারা একটা প্রশ্ন বারবারই করে থাকেন, সাংসারিক জীবনে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই তার কোনো ইতিবাচক দিক রয়েছে কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটি প্রবাদ মন করতে বলি। যেখানে বলা হয়েছে, "বৈবাহিক সমস্যাগুলি মসলার মতো যা স্বাদ ও গন্ধ উভয়টায় দেয়।"

এ কথাটি চরম সত্য। তবে কথা আছে। শর্ত হলো সেটা হতে হবে মৃদু তর্কালাপ; অভিমান ও প্রাপ্তির মিশেল, কিছু আঁধার কিছু আলোর সমারোহ।

যায় হোক বৈবাহিক সমস্যাগুলির আরও উপকারিতা আছে। তা হলো—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যোগফল বৃদ্ধি ও পরবর্তী জীবনে মনস্তাত্বিক সামলাতে শেখা। এর ধর্মীয় ও মনস্তাত্বিক আরও বহু উপকারিতাও রয়েছে যা আমি নিম্নলিখিত নকশায় স্পষ্ট করে দিয়েছি।

দুই ধরণের উপকার

এক. দ্বীনি।
দুই. ব্যক্তিগত।

দ্বীনি উপকারগুলো :

এক. গুনাহ মাফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة " . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

" মু'মিন নারী-পুরুষের উপর, তার সন্তানের উপর ও তার ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। সবশেষে আল্লাহ্ তাআ'লার সাথে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয়।"[২১]

দুই. এটা খোদাপ্রেমের আলামত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من يرد الله به خيرا يصب منه.

"আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখকষ্টে পতিত করেন।"[২২]

তিন. মৃদু শাসন বা অন্তরের পরিশুদ্ধি। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

অর্থঃ এটি এ জন্য ছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করে নেবেন এবং তোমাদের মনের মধ্যে যে গলদ রয়েছে তা দূর করে দেবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন।[২৩]

চার. মুমিনের জন্য সতর্কবার্তা; যাতে করে সে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

অর্থঃ মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।[২৪]

পাঁচ. যাতে তারা রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

---

[২১] তিরমিজি। জামেউস সাগীর।
[২২] (বুখারী শরীফ)
[২৩] (সূরা আলে ইমরান। আয়াতঃ ১৫৪)
[২৪] (সূরা আর-রূম। আয়াতঃ ৪১)

"আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন তার অভিযোগ, অনুযোগ, অনুনয়, প্রার্থনা শুনতে। তার ধৈর্যের অটলতা দেখতে। রবের বন্টনে তার স্থিরতা পরীক্ষা করতে।

ব্যক্তিগত উপকার :

এক. এর মাধ্যমে উভয়ে বুকের মধ্যে জমে থাকা অস্বস্তি উগড়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। অভ্যন্তরীন জঞ্জালগুলো সাফ করতে পারেন। বহুদিন পর প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ হয়।

দুই. আনন্দ-উল্লাসের নতুন আবহ তৈরী হয়। কারণ দু'টো মানুষ যখন সকল সমস্যা সমাধান করে নিতে পারে তারা যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। ভালোবাসা আর প্রেম নতুন আঙ্গিকে অভিনব সাজে তাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। দু'জন দু'জনাকে নতুন করে উপভোগের সুযোগ হয়ে যায়।

তিন. একটু চিন্তার অবসর পাওয়া যায়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা আর ঝঞ্ঝাটের মাঝে দু'জনার একসাথে বসে কিছু ভাবার সময় হয়ে ওঠে না। সমস্যাগুলো এসে বলে দেয়- আর কত কাজ! এবার একটু পরিবার নিয়ে তো ভাবো! দু'জন কিছু সময়ের জন্য হলেও ফিরে আসে সাবলীল জীবনযাপনে।

> "*আমি যখন প্রেমিকের কাছে পথ খুব কাছে পাই। আর ফিরতে গেলে পথ অনেক দূর মনে হয়।*

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী

কিছুদিন আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত একটি ঘটনা পড়েছিলাম। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের একজন নবীর নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমি গল্পটি কয়েকবার পড়লাম। ওহী আসার কারণে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় পেয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে আসলেন। ওহীর কথা শুনে তাঁর অন্তরে খুশির ফোয়ারা বইছে। রাসূলকে সান্ত্বনা স্বরূপ যে কথাগুলি হযরত খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন তা শুনে লোকটি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভয় দিয়ে বললেনঃ "আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনও অসম্মান করবেন না, কারণ আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সমুন্নত রাখেন, নীতিকথা বিশ্বাস করেন, সব সহ্য করেন, দরিদ্রের সাহায্য করেন, অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং হকের প্রয়োজনে সহায়তা করেন।"

অতঃপর সেই চিন্তাবিদ বললেনঃ যে স্বামীর ব্যাপারে স্ত্রী এই গুণাবলী দিয়ে সাক্ষ্য দেয়, সে ব্যক্তি কখনও আল্লাহ পাকের ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।

এ ঘটনা আমাকে সীরাত সংক্রান্ত বইগুলি পুনরায় গবেষণা করতে বাধ্য করেছিল। যাতে করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক সৌন্দর্যগুলো পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পারি।

এর মাঝেই আমি একটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর শিক্ষামূলক পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছি—যদি আমরা মুসলিম হিসেবে এটিকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতে পারতাম তাহলে মানবিকতার সকল শাখার সমস্ত আধুনিক তত্ত্ব ও সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল উৎসগুলো আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত থেকে উদ্ভূত তত্ত্বের ভিত্তিতেই পুনর্লিখন করা হতো।

মানবজাতির সবচে' শ্রেষ্ঠ জীবনীতে যখন আমার বিচরণ তখন আমি এমন কিছু চিত্রের সামনে থেমে যাই—যেগুলো আমাদের গবেষণার দ্বার উন্মোচিত করে দেয়।

তাই আমি ভাবলাম তার কিছু এখানে উল্লেখ করি, যাতে আমরা তা থেকে কিছু শিখতে পারি।

> “ *যখন যমীন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে? বাকশক্তি নিরুত্তাপ হয়ে গিয়েছে? সমস্ত প্রমাণাদী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে? তাহলে দাঁড়াও পথিক। একটু ফিরে তাকাও নববী চরিতের সুবিশাল আকাশে। সব সমস্যার সুনিপুণ সমাধান তুমি সেখানে পেয়ে যাবে।*

প্রথম পাঠ-

প্রেমিকা তার প্রেমিককে বোঝা ও তার কষ্টের সময়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন তিনি হেরা গুহায় একাকিত্ব অবলম্বন করলেন। সেখানে তিনি আধ্যাতিক অনুশীলনে মগ্ন থাকতেন। নিজের মাকাম মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টায় ছিলেন। যেটা তাঁকে মহা সত্যের কাছাকাছি হওয়ার অনুভূতি তৈরী করে দিত।

আর খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা তাঁর বয়সের মর্যাদা ও মাতৃত্বের মহিমা স্বত্বেও রাসূলের এই কাজে কখনওই সংকীর্ণতা অনুভব করতেন না। অথবা মহিলাদের স্বাভাবিক কৌতূহল বা ফিসফিসানি তাঁর প্রেমানুভূতিকে বিঘ্নিত করতে পারত না।

বরং তিনি যতক্ষণ ঘরে থাকতেন তাঁর সকল প্রকার আরাম ও প্রশান্তির জন্য চেষ্টা করে যেতেন। আর যখন তিনি হেরা গুহায় যেতেন তখন দূর থেকে তাঁর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। নিজেই খোঁজ নিতেন অথবা কাউকে পাহারা বা তাঁর যত্ন নেওয়ার জন্য পাঠাতেন।

হেরা গুহায় থাকাকালীন লাইলাতুল কদরে যখন তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন তিনি রাতের অন্ধকারে নিজের বাড়ি খুঁজছিলেন। ভীতসন্ত্রস্ত, চেহারা ফ্যাকাসে, বুকে ধুকপুক। স্ত্রীর ঘরে পৌঁছানোর আগে তাঁর এই আতংকিত অবস্থা কোনভাবেই দূর হলো না।

আস্তে আস্তে তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় যা ঘটেছে সব খুলে বললেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকিত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন তুমি কি এটাকে প্রলাপ মনে করছো নাকি পাগলামী?

তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাতৃত্বে গভীর অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে ছড়িয়ে দিলেন। আত্মবিশ্বাস ও নির্ভরতার সাথে বলে যাচ্ছিলেন—"ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে খাদিজার প্রাণ! হে আবুল কাসেম, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাহায্য

করবেন। আপনি খুশি থাকুন। নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকুন। আমি আশাবাদী আপনি এ উম্মতের নবী হবেন।[২৫]

আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনও অসম্মান করবেন না, কারণ আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সমুন্নত রাখেন, নীতিকথা বিশ্বাস করেন, সব সহ্য করেন, দরিদ্রের সাহায্য করেন, অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং জীবনের চ্যালেঞ্জগুলিতে সাহায্য করেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় দূর হল, থাকল না কোনো সংকোচ। এগুলো ছিল বিশ্বস্ত প্রেয়সী খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহার প্রশান্তির বাণী। ভোরের আলোর মতই তাঁর হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে গেল। আস্থা আর তৃপ্তিতে হৃদয় ভরে গেল। মনটা এখন কী নিরব! কী শান্তি!

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব কোমলভাবে খাটের উপরে রাখলেন—যেন তিনি কোলের সন্তানকে আগলে রাখছেন। এরপর তাকে সাহস যোগালেন। এক পর্যায়ে তিনি কিছুটা স্থির হলে খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। হিব্রু ভাষায় ইনজিল শরীফ লিখে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ওয়ারাকা বেশ বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। দৃষ্টিশক্তিও ততদিনে শেষ হয়ে গেছে।

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা তাকে বললেন—"হে চাচাতো ভাই! তুমি তোমার ভাইয়ের ছেলের কথাগুলো শোন।" আদেশ পেয়ে রাসূল যা দেখেছেন ও শুনেছেন তাই তাকে বললেন। তখন ওয়ারাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "এই দূত তো মুসা আলাইহিস সালামের উপরেও নাযিল হয়েছিলো।" তিনি বললেন, "হায় আফসোস! এ দাওয়াতি কাজে যদি কিছু তরুণ যুবক ছেলেরা সময় দিত।" (যারা এ কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল নিপীড়ন থেকে সাহায্য করবে)

তিনি আরও বললেন—হায় আফসোস! আমি যদি ওই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে তোমার জন্মভূমি থেকে বের করে দিবে!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন, তারা বের করে দিবে?

---

[২৫] মক্কায় তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসত অচিরেই একজন নবী আগমন করবেন। বিভিন্ন পণ্ডিত, জোতিষী, গনকরা এসব খবর বলে বেড়াতো। সূত্রঃ সিরাতে ইবনে হিশাম।

তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার মতো এ মহান দায়িত্বের বোঝা যেই বহন করেছে তাঁর অনেক সংগ্রাম, কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে আমি যদি বেঁচে থাকি অবশ্যই তোমাকে আমি সাহায্য করব।[২৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন তৃপ্ত হয়ে গেল তাঁর কথাগুলো শুনে। অতঃপর তিনি স্ব-স্ত্রীক সাথে সাথে খুশি মনে বাড়ি ফিরছিলেন দাওয়াতের সংগ্রাম শুরু করার জন্য।

দাওয়াতের এ পথে যে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে—ইতিহাস তার সাক্ষী। এ কঠিন সময়ে তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী সবসময় পাশে থেকেছেন। তাকে সাহায্য করেছেন। সাহস জুগিয়েছেন। বছর বছর ধরে এত কঠিন অত্যাচার, নিপীড়নের বোঝা বহন করতে তাকে আপ্রাণ সাহায্য করেছেন।[২৭]

এই স্থানে শায়েখ মুহাম্মাদ গাজালী রহিমাহুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে বলেনঃ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল নারীদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা সর্বোত্তম প্রশংসিত স্থানে রয়েছেন।

বিষন্ন হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়েছেন। পেরেশানির সময় সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাঁর ব্যাপারে যত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন—"খোদার সৎ বান্দারা কখনও লাঞ্চিত হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোনো বান্দাকে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে চান তাকে তিনি তাঁর প্রিয় এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।"

তাঁর এই বিচক্ষণতা এবং নিষ্ঠার কারণেই স্বয়ং রব্বুল আলামীনের ভালোবাসার অধিকারী হয়েছেন। তাই তো আল্লাহর রব্বুল আলামীন জিবরীল আমীনের মাধ্যমে তাকে সালাম প্রেরণ করতেন।

নবুওতী জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে নিজে সব সামলেছেন—যেন তিনি শান্তির প্রভাত কিংবা স্বর্গীয় ফেরেশতা!

[২৬] তারাজিমু সায়্যিদা–তি বাইতিন নুবুউওয়াহ।
[২৭] বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

যখন রাসূলের স্নিগ্ধ কপাল ওহীর প্রভাবে সিক্ত হয়ে যেত, সে সময় তিনি নিজ হাতে এসে ঘাম মুছে দিতেন। এভাবে প্রায় পঁচিশটি বছর তাঁর কোলে কাটিয়েছেন। নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলের চিন্তা-ফিকির সৌন্দর্যের সম্মান করতেন এবং নবুওতের পরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র, বন্দিত্বের দুর্দশা, এবং দাওয়াতের পথে কষ্ট ক্লান্তি—সবকিছুই সহ্য করেছেন। তিনি মারা যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। আর খাদিজার বয়স ছিল পয়ষট্টি বছর। রাসূলুল্লাহ তাঁর স্মরণ করেই জীবনের কত সময় কাটিয়ে দিয়েছেন![২৮]

> “ *নিন্দার চাদরটা এবার তো গোটাও। জীবন খুব অল্প সময়। মনে রেখো! ঋতু সবসময় একরকম থাকে না। কখনও এদিক ওদিকও হয়।*

> “ *সায়্যিদাহ আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহার কাছে রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—তাঁর চরিত্র তো পবিত্র কুরআনের নমুনা।*

[২৮] ফিকহুস সিরাহ — মুহাম্মাদ গাজালী।

দ্বিতীয় পাঠ- প্রেমিকের ধৈর্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেছেন সায়্যিদাহ আয়িশাহ রাযিআল্লাহু আনহাকে। একেবারে ছোট। খেলাধুলায় তাঁর মগ্নতা। ছোট ছোট পুতুল নিয়ে খেলা করতেন, বান্ধবীদের সাথে মেতে থাকতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের এই সময়টাতে তাঁর সাথে ছোট মানুষের মতই আচরণ করতেন। হাদীসে আছে :

"তিনি নবীয়ে মুস্তাফার কাছে আগমন করেছিলেন যখন তিনি একেবারেই ছোট। স্বামীর কাছে খেলাধূলার বান্ধবীদেরকে নিয়েই উঠতেন। অথবা অনেকসময় তিনি আয়িশাকে ঘাড়ে তুলে নিতেন—যাতে দূরে হাবশীদের তীরন্দাযী প্রত্যক্ষ করে আনন্দ নিতে পারেন।"

সায়্যিদা আয়িশার গায়রত (আত্মমর্যাদার) কথা তো সবার মুখে মুখে। একবার একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন। আমিও উঁকি দিয়ে দেখতে উঠে গেলাম। এদিকে আমি কী করি তা দেখতে তিনি আবার ফিরে এলেন। আমাকে একটু অন্যরকম দেখে বললেন—''কী আয়শা! আত্মমর্যাদায় লাগল বুঝি!''

আয়িশা জবাব দিলেন -"আপনার মত পুরুষের ব্যাপারে কেইবা গায়রত থেকে বেঁচে থাকতে পারবে!"

যেবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যাকে নিয়ে মদিনায় ফিরলেন, তাকে বিয়ে করে পথে বাসরও করে নিয়েছিলেন। আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন—আমার বড্ড অপছন্দ লাগল। একটু উঁকি দিয়ে দেখতে বের হলাম। রাসূল আমাকে দেখে ফেললেন। আমি পথ ঘুরিয়ে ফিরে এলাম। তিনি পেছন থেকে আমাকে ধরে ফেললেন। আমাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বললেন—কেমন মনে হল তাকে? আমি বললাম—"ইয়াহুদী বিনতে ইয়াহুদী।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈবাহিক জীবন অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় তিনি তাদের চাহিদার প্রতি কী পরিমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

তাদের মানসিক প্রয়োজন বা মানবীয় দুর্বলতা সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতেন। উম্মতের এই বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পর এত দুশ্চিন্তা নিয়েও তিনি স্ত্রীদের ব্যাপারে ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

একবার আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহা রেগে গিয়ে রাসূলকে বললেন—আপনিই তো সেই লোক যে দাবী করেন আপনি নবী!

এটা শুনে রাসূল মুচকি হেসে দিলেন। এবং চুপচাপ এটাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিণত করলেন।

আরেকবার তিনি রাসূলকে বললেন—আমি তো দেখি আপনি নিজের মনোবাসনা পূরণে অধিক আগ্রহী হন!

একবার হাফসা রাযিআল্লাহু আনহার ব্যাপারেও তিনি গাইরতে শিকার হয়েছেন। তিনি দুআ করে বলতেন—"হে আল্লাহ! আপনি আমার উপরে একটা সাপ বা বিচ্ছু নিযুক্ত করে দিন। ওটা যেন আমাকে কামড়ে শেষ করে দেয়। আপনার রাসূলকে তো আমি কিছুই বলতে পারি না।"[৯]

রাসূলের প্রতি আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহার ভালোবাসার তো কোনো কমতি ছিল না। এরপরেও কখনও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠত। একটু রাগ বা স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রকট হওয়ার কারণে। ভালোও বাসতেন যেমন প্রচুর আবার তেমন গায়রত ও সামলাতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝতে পারতেন এবং সেভাবে আয়িশার আচরণ শান্তভাবে খুব সহজেই সামলে নিতেন।

ঘরের মানুষের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চমৎকার বোঝাপড়া আমাদেরকে ধৈর্য, প্রজ্ঞা আর ধীরস্থিরতার দীক্ষা দিয়ে যায়।

আচ্ছা বলুন তো, স্ত্রীকে যখন ভালোই বাসেন তো তার ভালো-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, চাহিদা-আকাঙ্খার প্রতি বিবেচনা করে চললে কীই বা ক্ষতি হয়ে যাবে?

---

[৯] সহিহ মুসলিম খণ্ড : ৪, হাদিস নং : ১৮৯৪

তৃতীয় পাঠ- নবী নিজে স্ত্রীর কাছে ওজর পেশ করেছেন

একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালা ছিল সায়্যিদা হাফসা রাযিআল্লাহু আনহার ঘরে। তিনি অনুমতি নিয়ে দুয়েকদিনের জন্য বাবার বাড়ি গেলেন। এসে দেখলেন, মারিয়া কিবতিয়া রাসূলের কাছে অবস্থান করছেন। এটা দেখে হাফসার গায়রত জেগে উঠল। কিছুটা রাগও হল। মৃদু অভিমানমাখা কণ্ঠে বলে ফেললেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পালা! আমার ঘর! আপনি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে...."

এত কঠিন কথার পরেও রাসূলের আচরণ কেমন ছিল? তিনি চলে গেলেন হাফসাকে খুশি করতে। বললেন—আচ্ছা তুমি কি চাও আমি তাকে হারাম করে দিই? যাও আজ থেকে আমি আর কখনওই তাঁর কাছে যাব না।[৩০] এর পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছিল-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ
وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[৩১]

আজ ক'জন স্বামী আছে স্ত্রী রাগ করলে কাছে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে? তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে খুশি করার চেষ্টা করে? ক'জন স্বামীই বা আছে স্ত্রীর রাগ, উত্তেজনা অথবা গালমন্দ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে?

আসল পৌরুষ তো সেটাই যা আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে দেখে এসেছি। একজন সুপুরুষ তাকেই বলা চলে যে স্ত্রীর রাগ হলে তাকে খুশি করতে থাকে। রাগ করলে চুপচাপ সহ্য করে। নিজ অধিকারের অনেক কিছুই পরিত্যাগ করে নেয়, যাতে মেয়েটা একটু আনন্দে থাকতে পারে।

---

[৩০] আদদুররুল মানসুর ফিত তাফসীরি বিল মা'সূর। আল্লামা সুয়ূতী।

[৩১] সূরা আত তাহরীম। আয়াত: ০১

চতুর্থ পাঠ- নবীজির ঘরে আদালত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেও কখনও কখনও অসন্তোষ তৈরী হতো। এটা সবচে বড় প্রমাণ যে দুনিয়ার সব ঘরেই দু'জনার টুকটাক ঝামেলা হবেই। যদিও একজন অপরজনকে ছাড়া বাঁচে না। তবে কদাচিৎ দু-একটা ঘর ব্যতিক্রম হতো, সেটা হতে পারত নবী রাসূলদের ঘর। কারণ তাঁরা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের অধিকারী পুরুষ। তাদের স্ত্রীরাও জগতের শ্রেষ্ঠা রমনী; জ্ঞান-বুদ্ধি আর সৌন্দর্যের অকূল দরিয়া।

এভাবে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আয়েশার মাঝে কোনো কারণে একটু মনোমালিন্য হলে আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কোনো বিচারকের কাছে যেতে চাইলেন। রাসূল বললেন বিচারক চাইলেই যখন—আবু বকরকে কেমন মনে হয় বিচারক হিসেবে?

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন—আচ্ছা ঠিকাছে। তিনিই বিচারক হবেন।

এরপর আবু বকর যখন উপস্থিত হলেন রাসূল বললেন, আবু বকর, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি -তুমি আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে এজন্য। তারপর তিনি আয়েশার দিকে ফিরে বললেন—আয়েশা! কথা আগে কে বলবে বল! আমি না তুমি।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন—না। আপনিই আগে বলুন। তবে যা বলবেন সত্য বলবেন।

এ কথা শুনে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু আম্মাজান আয়েশাকে এত জোরে এক চড় মারলেন যে মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল। তিনি বললেন—''হে নিজের নফসের শত্রু! তুমি জানো না! তিনি সত্য ব্যতীত কখনও কিছুই বলেন না।''

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কাঁদতে কাঁদতে রাসূলকে জড়িয়ে ধরে জড়োসড়ো হয়ে পিছনে লুকিয়ে থাকলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন :

''আবু বকর! তোমাকে মোটেও এই কাজের জন্য ডাকিনি আমি। এমনটা তোমার থেকে কখনওই কামনা করিনি!''[৩২]

এখানে এসে আমি থমকে দাঁড়াই। বড্ড অবাক নেত্রে তাকিয়ে রই। ফিরে যাই সেই চৌদ্দশ' বছর পূর্বের নির্মল আবহাওয়ায়। মাথা নুয়ে আসে রাসূলের প্রতি সম্মানবোধে। যে মানুষটি সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়েও নিজেদের মাঝে ফয়সালার জন্য তৃতীয়পক্ষকে বিচারক হিসেবে আহ্বান করছেন! আশ্চর্য হই এটা ভেবে—যেখানে আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূলের উপর রেগে আছেন—সেই মুহূর্তে পিতার হাতে চড় খেয়ে সেই রাসূলের পিছনেই লুকালেন!

এই ঘটনা থেকে আমি ভালোবাসার যে মর্ম শিখেছি, দুনিয়ার তাবৎ গ্রন্থ আর বিদ্যালয় মিলেও আমাকে তা শেখাতে পারেনি। খাঁটি প্রেম বা ভালোবাসার সমুদ্র কখনও বা যদি প্রচণ্ড ঝড়ে উত্তাল হয়ে ওঠে তবে উন্মত্ততা সেই ভালোবাসাকে মজবুত আর সৌন্দর্যের আঁকরে পরিণত করে।

এখান থেকে আমি শিখেছি—সত্যিকারে ভালোবাসা হলো সেটাই, যাতে জীবনের যত বিষক্ততাই থাকুক—ভালোবাসার গায়ে সে আঁচড় কখনওই ছোঁয় না।

আমি আরও শিখেছি, ভালোবাসার উৎস হয় স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়ের প্রস্রবণ। সুবিশাল দিগন্তহীন শুভ্র আকাশ—জীবনের যত সমস্যা আর দুর্গন্ধ চুষে নেয় নিমিষেই। নির্মলতা আর শুভ্রতার ছোঁয়ায় সমস্যাগুলোও হয়ে ওঠে ভালোবাসার উপকরণ। সত্যিকারের ভালোবাসা কেউ যদি দেখতে চায়—রাসূলের জীবনাকাশে তা দেখতে পাবে জ্বলজ্বল করতে থাকা জোসনার আলো কিংবা চিকমিক করা কোটি কোটি নক্ষত্ররূপে!

এই হাদীস থেকে আমি দাম্পত্যে সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছি।

এক—ঝগড়া বা বিবাদের সময় অপরকে তার নিকটাত্মীয় বা তার মনমতো কাউকে নির্ধারণ করার সুযোগ দিতে হবে। (উল্লেখিত হাদীসে তিনি ছিলেন স্ত্রীর বাবা)

---

[৩২] সহীহুল বুখারী।

দুই—হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীকে বলেছিলেন-

"আগে আমি বলব না কি তুমি বলবে?" এটা উভয়ের মাঝে বিবাদ থাকা সত্ত্বেও স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি সম্মানবোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা তো তর্ক বিবাদের সময় অন্যের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিজের কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

তিন—আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলছিলেন—"যা বলবেন সত্য বলবেন" এটা বলে অবশ্যই তিনি ভুল করেছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভুল ধরেননি। এটা বলতেও উদ্যত হননি যে—আমি ঠিক তুমি ভুল।

চার—আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা মার খেয়ে রাসূলের পেছনেই লুকালেন। এখান থেকে সহজেই বুঝতে পারি, ঝগড়া করা সত্ত্বেও তিনি প্রিয় স্বামীকেই আত্মরক্ষার অবলম্বন মনে করেছিলেন। আশ্রয়ের শেষ সম্বল ভেবে নিয়েছিলেন।

পাঁচ—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহুকে বললেন—"আমি তোমাকে এজন্য ডাকিনি। তোমার থেকে এমনটা প্রত্যাশা করিনি"।

এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তৃতীয়পক্ষের কাজ হলো উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, সমস্যার সমাধান করে দেওয়া। একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া মোটেও সমীচীন নয়। তেমনি তার কাজ হলো ঝগড়া মিটানো। ঝগড়ার আগুন নতুন করে উস্কে দেওয়া নয়।

প্রিয় ভাই আমার! চিৎকারের বদলা চিৎকার দিয়ে কখনওই সমাধান হয় না। যদি কখনও পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বা আস্ফান বা ফণীর আশংকা অনুভব করেন—মাথা ঠান্ডা রাখুন। মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকুন। ঝড় থেমে গেলে, আগুন নিভে আসলে—নীরবে কাছে গিয়ে বসুন। প্রজ্ঞাবচনে ভুলগুলো বুঝিয়ে দিন। সঠিক আচরণ শিখিয়ে দিন।

উস্তাদ মুস্তাফা আস সিবাঈ বলেনঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অনুভূতি বুঝতে না পারলে, একে অপরের আচরণ সহ্য করতে না পারলে—কখনওই দাম্পত্য জীবনে সুখের দেখা মেলে না। যদি সে আপনাকে বুঝতে না পারে তাহলে বোঝানোর চেষ্টা করুন। সে আপনার কাজে ধৈর্যধারণ করতে না পারলেও আপনি তাকে ধৈর্যের নিয়ন্ত্রণে রাখুন।[৩৩]

---

৩৩ হাকাযা আল্লামাতনিল হায়াত। মুস্তফা আসসিবায়ী।

প্রিয় পাঠক! যদি জীবনের কোনো রাহবার পেতে চান, সফলতার পথে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সাহায্য পেতে চান—অবশ্যই আপনাকে রাসূলের জীবনীর প্রতি চোখ ফেরাতেই হবে। সিরাতের প্রতিটি অধ্যায় যেন আপন বৈশিষ্টে সমুজ্জল—নির্মল শুভ্র জোসনা। এ সীরাত যেন মানবতার এক অভয়রাজ্য। ভালোবাসা, দয়া, অনুপম আদর্শের মহাবিদ্যাপীঠ। এরপরেও আমরা রাসূলের সীরাত থেকে বিমুখ হয়ে থাকি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য—অলসতা আর উদাসীনতার বাস্তব উদাহরণ।

মহানবীর আদর্শের এই জলপ্রপাত হতে সুমিষ্ট জল আহরণ করা। তার অধ্যায়গুলোকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করা আমাদের জন্য খুবই জরুরী।

রাসূলের ভালোবাসা, রাসূলের মতো কথা বলা, রাসূলের মতো ক্ষমা করে দেওয়া—এসব আদর্শে নিজেদের চরিত্রকে সাজিয়ে নিতে হবে।

দৃষ্টিপাত :

হযরত মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, সম্মানিতরা স্ত্রীকে জিতিয়ে দেয়। আর নির্বোধ নিচু লোকেরা স্ত্রীকে পরাজিত করে মজা পায়।

> “ *বুদ্ধিমানদের প্রেমটাই আসল প্রেম। তারা ভালোবাসার ঢাল দিয়েই জীবনের সকল সমস্যা মোকাবেলা করে।*

> “ *ভালোবাসাহীন হৃদয় ভাঙ্গা কাঁচের টুকরার মতোন। কখনও আর জোড়া লাগে না।*

প্রিয়জনদের রাজ্য

হে প্রিয় স্বামী ও শুদ্ধমতী সহধর্মিণী!

তোমাদের ভালোবাসার শান্তিনিকেতন, তোমাদের যৌথ পরিচালনায় গড়ে ওঠা একটি রাজত্ব। তাই জেনে রেখো হে মখমলী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহ! রাজ্য পরিচালনায় তোমার আইন হবে ক্ষমার, স্বভাব হবে মার্জনার, তুমি হবে সেই ঐশী বাণীর উদ্দেশ্য—

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"(মুত্তাকী হল) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।"[৩৪]

আর তুমিও জেনে নাও হে মহিমান্বিতা রাজপত্নী! রাজ্যে তোমার ক্ষমার বিষয়টি হবে কার্যকর, উদারতা থাকবে উন্মুক্ত, মার্জনা হবে বিস্তৃত।

ওহে রাজদম্পতি! আমরা তো মানুষ, কেউই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। অতএব, একে অন্যের দোষ ত্রুটিতে সামান্যতম হলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অন্যথায়, তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বিষয়ও আমাদের জীবন চলায় উদ্যমহীনতা ও নিরুৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মনে রাখা চাই, যদি কখনও আমার সঙ্গী থেকে এমন কষ্টদায়ক কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পায়—যা সাধারণত ঘটেই থাকে, তখন আমার দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্মরণ করতে হবে—

এক। আমার সঙ্গী তো এমন কিছু গুণের অধিকারী যার সামনে এই সামান্য ভুল একেবারেই তুচ্ছ।

---

[৩৪] (সূরা আলে ইমরান। আয়াতঃ ১৩৪)

দুই। আবার আমার ভেতরেও তো বহু দোষ-ক্রটি রয়েছে। অথচ আমারও তো প্রয়োজন যে আমাকে বুঝবে এবং আমার সমস্ত ভুল-ক্রটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

অতএব আপনাদের কর্তব্য হলো—উপরেল্লিখিত স্বভাবজাত ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা চালানো। তবে এই সংশোধনের জন্য জন্য কিছু সময়েরও প্রয়োজন। হতে পারে তা কয়েক মাস, আবার হতে পারে কয়েক বছরও!

অতএব, আমাদের দুআ'র সাহায্যে ধৈর্যধারণ করা চাই। আর দুআ' তো বিপদাপদ থেকে উত্তরণের সর্বোত্তম গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার।

দৃষ্টিপাত :

যখন আপনার ঘরের কোন আসবাবপত্র আপনার স্ত্রী অথবা সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে কেউ নষ্ট করে ফেলে, তখন উচিত উত্তেজিত না হয়ে রাগ দমন করা। কেননা আপনার এই উত্তেজিত হয়ে যাওয়া আপনার স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলে। কাজেই, বিক্ষুব্ধ না হয়ে ক্ষোভ দমন করা আপনার জন্যই কল্যাণকর। আর সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার থেকে স্নায়ু বিকারপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় শারীরিক-মানসিক ক্ষতিটাই বেশি বড়।

আর যদি আপনি এ কথা ভেবে নেন, কোনো বস্তু নষ্ট হওয়ার পিছনে তো আল্লাহরই ফায়সালা রয়েছে, তবে দেখবেন আপনার অন্তরাত্মা তুষ্ট হয়ে যাবে। স্নায়ুগুলো প্রশান্ত হয়ে যাবে। আর কোনো আফসোস, রাগ, জেদ কিছুই থাকবে না।

শত কঠোরতা একটি মুচকি হাসির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য।

> “ *একটি মুচকি হাসিতে আপনি এত কিছু জিতে নিতে পারেন, কঠোরতা করে জীবনভর তার সিকিও অর্জন করতে পারবেন না।*

ও প্রিয়, একটু হাসুন!

স্ত্রী আমাকে ঠাট্টাচ্ছলে বললঃ কোনো এক মজলিসে তোমার মৃদু হাসির আওয়াজ যদি আমার কানে না পৌঁছত, তবে তো আমার ধারণা থেকেই যেত যে, "না হাসা" তোমার অন্যতম একটি অভ্যাস।

অথচ মুচকি হাসি, চঞ্চলতা, রসিকতা, এগুলো বৈবাহিক জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতই। আমাদের ইসলামী শরীয়তও এর ওপর জোর তাগিদ করেছে—এমনকি চারিত্রিক শিক্ষার দাবিও এটাই। আমাদের শরীয়তের বিধানাবলীতে চোখ বুলালে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> "তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেওয়া একটি সদক্বাহ সমতুল্য।"[৩৫]

আর যদি এই হাসি হয় কোনো প্রিয়জনের ক্ষেত্রে, তবেও সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

তাহলে সেই হাসির প্রতিদানের ব্যাপারে আপনাদের কী ধারণা যা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে হয়ে থাকে!

'শামাইলে মুহাম্মদিয়া' তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলির ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

"হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করছেন! তখন তিনি বললেনঃ আমি তো শুধু আনন্দ করছি। তবে আমি কোনো প্রকার মিথ্যা বলিনি।"

হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত -

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লার নিকট সতী ও স্বামীর সাথে রসিক নারীগণ সব থেকে প্রিয়।"[৩৬]

হযরত ইব্রাহিম নাখা'ঈ রাহিমাহুল্লাহ তাআলার নিকট জানতে চাওয়া হলো, সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কি আনন্দ-ফূর্তি, হাসাহাসি করতেন?

---

[৩৫] সহিহ মুসলিম : ২৬২৬

[৩৬] আদ-দায়লামী

উত্তরে তিনি বলেন—"অবশ্যই করতেন! আবার তাদের অন্তরে ঈমানও ছিল পাহাড়-পর্বতের ন্যায় মজবুত।"

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এর "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে রয়েছ—-

"সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম তরমুজ চালাচালি করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মানুষ ছিলেন তো তাঁরাই!"

সত্যের দিশারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল প্রাণবন্ত একজন স্বামী। তাঁর হর্সোৎফুল্লতা সম্পর্কে আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেনঃ আমি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় আমাদের দুজনের মাঝে থাকা একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তিনি আমাকে রেখে আগে আগেই গোসল করে ফেলতেন। আমি বলতাম: একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন!

তিনি আরও বর্ননা করেন যে—

" একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলেন। সেসময় তিনি ক্ষীণকায়ের অধিকারিণী ছিলেন। একপর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমকে আগে বাড়তে নির্দেশ করলেন। আর তারা অগ্রবর্তী হলেন। এরপর বললেনঃ ও আয়েশা, চলো! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি।

আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন এবং তিনিই এতে জয়ী হলেন। এ ঘটনা তো আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা ভুলে গেলেন। কিন্তু পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চুপ থেকে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

কিছুদিন পরে আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়ে গেলেন। এবার আরেকদিন আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গিনী হলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে আগে বাড়তে নির্দেশ করলেন। আর তারা অগ্রবর্তী হলেন। এরপর বললেনঃ ও আয়েশা চলো! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি।

তখন আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বললেনঃ ওহে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কীভাবে আপনার সাথে এই মোটাতাজা শরীর নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা করব?

পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অবশ্যই করতে পারবে।

তারপর আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বিজয়ী হয়ে গেলেন। এরপর হাসতে হাসতে বললেনঃ (তিলকা বি-তিলকা) আমার এই বিজয় তোমার ঐ আগের বদলাস্বরূপ!

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তো সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকত। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করতেন, তখন পরিবারের শিশু-বাচ্চাদের সাথে গিয়ে দেখা করতেন।

যদি এই একটি পরিবারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে তো তা আলোকিত মেঘখণ্ডের ন্যায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

আবার, শরীয়তসম্মত বিষয়গুলোর প্রতি মনোবিজ্ঞানীগণ সবসময় উৎসাহিত করে থাকেন। এ কারণেই মনোবিজ্ঞানীগণ এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অভিজ্ঞগণ প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীকে নিম্নোক্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেনঃ

* হাসাহাসি, রসিকতার মাধ্যমে পরস্পরে অবহিত হওয়া যে আমরা পরস্পরের সঙ্গ-সাহচর্যে অত্যন্ত সুখী এবং সৌভাগ্যবান।

* গোমড়ামুখো না থেকে সব সময় হাসিমুখে থাকা। কারণ, এটাই মানসিক সকল বিষন্নতার প্রতিরোধক।

* স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের কথোপকথন সন্তোষজনক রসিকতা ও কৌতুকপূর্ণ হওয়া। যা ঝগড়া-বিবাদ হ্রাস করা এবং জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরীকরণের অন্যতম একটি কারণ।

বিশিষ্ট দার্শনিক জন মরেল তার বই (আন- নাযরু ইলাদ-দিহকি বিজিদ্দিয়্যাহ) তে বলেছেনঃ হাস্যরসের অনুভূতি উপভোগকারী ব্যক্তিই কেবল স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় না, বরং উল্লিখিত বিষয়াবলীর মাধ্যমে সব হতাশা, দুর্দশা দূরীভূত হবে।

আমেরিকান গবেষক রিচার্ড কার্লসনও স্বামীকে পরামর্শ দিয়ে বলেনঃ ক্রমাগত হাস্যরস অনুভব করুন। আপনার স্ত্রীকে আপনার প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া দ্বারা হলেও আনন্দিত করার চেষ্টা করুন। বিশেষত, কঠিন বিপদ-আপদের সময়গুলোতে। প্রয়োজনে নিজেকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে হলেও

তাকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করুন। কেননা, দাম্পত্য সম্পর্কে ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে চিন্তা না করাই শ্রেয়।

জীবন তো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় পরিপূর্ণ। কাজেই গোমড়ামুখ এবং বুকের কষ্ট প্রকাশ করে ঝামেলা বৃদ্ধি করে কঠিন রণক্ষেত্র বানিয়ে জীবন-যাপনের কোনই প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন হলো একটি হাসির, যা নিজেকে এবং আশেপাশের প্রিয়জনকে প্রশান্তি দান করে।[৩৭]

দুঃখভরা হৃদয় নিয়ে জীবন আমায় সুধালো!
বললাম—একটু হাসো। সকল অভিযোগের সমাধান আসমানেই হয়ে যাবে।
বলল—আমার এত বিপদাপদের কী হবে?
বললাম—একটু হাসি। আর কখনওই বিপদ ছোঁবে না।
বলল—এত এত হাসি দিয়ে কী আর সুখ মেলে। সবাই দুনিয়ায় আসে এরপর খালি হাতে ফিরে যায়।

বললাম—যতদিন আছো একটু হেসে নাও। কারণ এরপরে তুমি হাসার সুযোগ নাও পেতে পার!

সক্রেটিস ছিলেন একজন দুর্ভাগা স্বামী। স্ত্রীর কাছে তিনি ছিলেন অথর্ব, নির্বোধ। তিনি নাকি তার কাজ অর্থাৎ ফিলোসোফির কাজ ভাল করতে পারেন না। অথচ তার গবেষণার উপরে দাড়িয়ে পৃথিবীর তাবৎ দর্শন। সক্রেটিসের একজন ছাত্র ছিল বিয়ের প্রতি ছিল তার চরম অনাগ্রহ। তিনি বললেন-

যে অবস্থা'ই থাকো, বিয়ে করে নিও। কারণ তুমি যদি ভালো স্ত্রী পেয়ে যাও তাহলে তো তুমি সুখি। আর যদি বদ স্ত্রী পাও তারপরেও তোমার লস নেই। অচিরেই তুমি প্রাজ্ঞ দার্শনিক হয়ে উঠবে। যেটাই হোক—তাতে তোমার লাভই হবে বটে।

> “ *সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি এই দুনিয়াতে আমাদের জন্য হাসিকে সওয়াব অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন।*

> “ *তোমাকে স্মরণ করে নিশ্বাস নিতে গিয়ে, হৃদয় থেকে পাজর আলাদা হয়ে গিয়েছে।*

---

[৩৭] লা তাহতাম বিসাগায়িরিল উমুরী ফিল আলাকাতিজ জাওযিয়্যাহ।

কবিতার ফুলঝুরি

আগের যুগে কবিরা ভালোবাসার সৌন্দর্য এবং সম্পর্কের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করেছেন। উপলব্ধি করেছেন বিচ্ছেদের নিষ্ঠুরতা এবং বিবাদের তিক্ততা। তাই তারা কবিতা দিয়ে দুনিয়া ভরে ফেলেছেন। তাদের অন্তরের কথাগুলো তাদের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে।

প্রিয়তম এবং প্রিয়তমার জন্য আমরা কিছু কবিতাপঙক্তি সংগ্রহ করেছি। যাতে করে আগের মানুষ তা দ্বারা যেভাবে উপকৃত হয়েছে তারাও সেভাবে উপকৃত হতে পারে।[৩৮]

কবি শাওকী বলেছেনঃ

ভালোবাসা মানে কখনও আনুগত্য, কখনও আবার বাড়াবাড়ি;
যদিও মানুষ ভালোবাসার সংজ্ঞা বলেছে ভুরি ভুরি।

ভালোবাসার উপলক্ষ্য হলো চোখে চোখ পড়া,
বেশুমার উপলক্ষ্যেও যদি মানুষের ঝাঁপি ভরা!

কবি ইমরাউল কায়েস অভিযোগের সুরে বলেছেনঃ
লুটিয়ে পড়ি তোমার এ গুণের তরে,
কারণ তোমার হৃদয়খানা আমাকে ঘেন্না করে।
অথচ তোমার ভালোবাসা যে আমাকে হত্যা করে!

কবি ই'রাবী বলতেনঃ
অভিসারে প্রেমিকা যখন সাক্ষাতে আসে,
প্রেমিক তখন খরচ করে হিসাব না কষে।
" ভালোবাসা এমন এক আগুন—
যা জ্বালানো সহজ কিন্তু নিভানো কঠিন "

এক কবি তার অনুপস্থিত প্রিয়তমার কথা স্মরণ করে বলেনঃ

---

[৩৮] স্বামী-স্ত্রী এখান থেকে সহজ কবিতাগুলো মুখস্থ করে নিয়ে একে অপরকে শোনাতে পারেন। কারণ খুব কম মানুষই এমন আছে যারা কবিতা পছন্দ করে না কিংবা কবিতা শুনলে বিরক্ত হয়।

তুমি না থাকলেও তোমার কথাগুলো আমার কানে বাজে,
তোমাকে না দেখলেও তুমি আছো আমার হৃদয়দৃষ্টির ভাঁজে।
চোখের দেখা অল্পসময়, থাকতেও হাজার আকাঙ্ক্ষা,
তবু দুঃখ নেই, হৃদয়ের দেখাটাও তো একপ্রকার দেখা!

ইবনুল আরাবী তার প্রিয়তমার আচরণে দিশেহারা হয়ে বলেনঃ
আমি অভিযোগ করলে সে বলে—

ইশ! তোমার এ কাণ্ডে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো
আমার ভালোবাসার জগৎ।
দুআ করি আমার ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে যেন
আরামে থাকে তোমার হৃদয়তট!
আমি লুকিয়ে ভালোবাসলে সে বলে—
তোমার আচরণ এত নিষ্ঠুর!
বুকের ভিতর হৃদয় নাকি পাথর!
আমি নিকটে এলে—
সে দেয় দূরে ঠেলে!
এখন আমি করবোটা কী?
দূরে কোথাও হারিয়ে যাবো নাকি!
তাহলে কি সে খুশি হবে!
নাকি সেটাও আমার অপরাধ হবে?
আমার অভিযোগ তাকে কষ্ট দেয়,
আমার সবর তার ভালো লাগে না।
আমি দূরে গেলে সে অস্থির হয়ে যায়,
আমি নিকটে এলে সে কাছে থাকে না!
তোমাদের হাতে কি কোনো কৌশল আছে?
থাকলে বলো, প্রতিদান পাবে আল্লাহর কাছে।

কবি আবু তামামের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগলে তিনি বলেছিলেনঃ
পোশাক যখন তার শরীর ঘেঁষে—

তখন সে ওর উপরও আক্রমণ করে বসে!

যে অবিবাহিত, এখনও যে ভালোবাসার স্বাদ চেখে দেখেনি, তার কোনো তিরস্কার কবি ইবনুল ফারিয মানতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি বলেছিলেনঃ

আমাকে তুমি তিরস্কার করা ছাড়ো।
আগে ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করো—
তারপর তিরস্কার করো!

এক প্রেমিক কবি সান্ত্বনা দিচ্ছেন এভাবেঃ

প্রিয় থেকে কষ্ট পেলে মনকে প্রবোধ দাও
আমরা তো একে অন্যকে ভালোবাসি।
মানুষ কাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসে জানো?
যাকে সে ভালোবাসে প্রাণের চেয়ে বেশি।
যাকে তুমি স্বার্থপর জ্ঞান করো-
তার থেকেও সাহায্য পেতে পারো।

কবি সফিউর রহমান হালবী প্রিয়জনের কষ্ট সহ্য করা, তার ভুলগুলো ক্ষমা করা এবং তার অপরাধগুলো মাফ করে দেয়ার ব্যাপারে বলেনঃ

প্রিয়জনের অপরাধ মেনে নাও ঠিক,
ভুলগুলো ভেবে নাও তুমি সব সঠিক!
কখনও তাকে তুমি তিরস্কার করো না,
তাচ্ছিল্য করে ডেকে বিচ্ছেদ এনো না!

মুআম্মিল মুহারিবী বলেনঃ

যাদেরকে তুমি ভালোবাসো তাদের উপর রাগ করো না।
কারণ তোমার রাগ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।
তাদের সাথে কখনও ঝগড়া করো না, যদিও তাদের অন্যায়,
কারণ প্রভাবশালীদের সাথে ঝগড়া করলে দেখবে তাদেরই হচ্ছে জয়!

আব্বাস বিন আহনাফ সতর্ক করে বলেনঃ

প্রিয়জনের বড় বড় অপরাধও মেনে নাও,
নির্যাতিত হলেও 'আমারই অন্যায়' বলে দাও।
হৃদয়ের গহীনে কষ্ট দাফনের জায়গা করে নেবে,
তা না হলে অতিসত্বরই তাকে হারাতে হবে!
" ভালোবাসা হলো এক রোমাঞ্চিত সুখ"

কবি আবু ফারাহ হামাদানির নিকট ভালোবাসার মিষ্টতা সবসময় কষ্ট পাওয়ার তিক্ততার চেয়ে বেশি। তাই তিনি বলেছেনঃ

তোমার থেকে কষ্ট পেলে, আমার আরও সম্মান মেলে।
বিশ্বাসঘাতককে বলা যায় এটা তোর অপরাধ,
তাই বলে সুন্দরী-রূপসীকে কি দেয়া যায় কোনো অপবাদ?

'তওকুল য়্যামামাহ' কিতাবে ইবনে হজম বর্ণনা করেনঃ

তার এক বন্ধু একজনকে পুতুলের মতো ভালোবাসতো। একবার সে আমার বন্ধুকে আঘাত করলো। তখন আমি দেখলাম, আমার বন্ধু বারবার ঐ ক্ষতস্থানটা চুমু খাচ্ছে আর বলছেঃ

সবাই বলছে, জানের জান বলিস যাকে,
সেই তো এখন করলো আঘাত তোকে!
আমি বললাম: কসম রবের, সবই জানেন যিনি-
সে আমাকে আঘাত দেইনি!
বরং তার দিকে ঝুঁকে ছিলো আমার রক্তনাল,
সুযোগ পেয়ে নাল ছেড়ে রক্ত দিলো উড়াল!

খলীল মাতারান প্রিয়তমাকে গোলাপের তোড়া উপহার দিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে এই বলেঃ

উৎসবের দিনে ওহে রূপসীর দর্শক
তাকে যা দিবে আগে তা করে নাও পরখ
গোলাপের উপহার কি গোলাপ হতে পারে!
জানো না—ভালোবাসাও মানুষ চিনতে ভুল করে!

> “ *প্রেম হল একধরণের আগুন—যা প্রজ্জ্বলিত করা সহজ কিন্তু নেভানো কঠিন।*

> “ *প্রেম এক অনির্বাণ সুখ।*

চতুর্থ অধ্যায়

পারিবারিক দুঃশ্চিন্তা

শায়েখ মুহাম্মাদ গাজালী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা হলো প্রথমত মানসিক বিশেষন। তারপর তা পার্থিব বস্তু। তাই তো কত সম্পদশালী এমন যারা প্রাচুর্য থাকতেও দরিদ্রতা অনুভব করে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে। কারণ তারা যা চায় তা হয় না। আর কত দরিদ্র এমন, যারা নিশ্চিন্ত মনে রাত যাপন করে। কারণ তার কাছে যা আছে সেটাকেই সে প্রচুর ও যথেষ্ট মনে করে!

জীবিকার স্তর নয় বরং মনের এই অবস্থাগুলোই মানুষকে শান্তি দেয় অথবা কষ্ট দেয়।

ঐ কবিকে আল্লাহ পাক উত্তম বিনিময় দিন যিনি বলেছেনঃ
জীবনের সুখ সেইজন বোঝে, যে অল্পতে হয় সন্তুষ্ট,
কারণ অনেকের প্রাচুর্য থাকতেও বুকভরা তার কষ্ট।

সম্পদের বিড়ম্বনা

মনিষীরা বলেন—দারিদ্রতা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়। তারা আরও বলেন, দারিদ্রতা শহরে প্রবেশ করলে কুফরি তার সঙ্গী হতে চায়।

তবে মুতানাব্বী এ ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেনঃ

দারিদ্রতার ভয়ে সম্পদ অর্জনে যে—সমস্ত সময় ব্যয় করে,
স্বয়ং তার এই কাজটিই দারিদ্রতার—প্রমাণ বহন করে!

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের জীবনে সম্পদের প্রভাব ইতিবাচক না নেতিবাচক?

আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, "ধনী হওয়ার পূর্বেকার জীবনটাই আমার জন্য সুখকর ছিল।"

অপর এক ব্যক্তি বলেন, "সম্পদহীনতাই হলো জীবনের দুঃখ ও অস্থিরতার মূল কারণ। আমি এ ব্যাপারে স্পষ্টভাষী যে পারিবারিক জীবনে যত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তার কারণ হলো দারিদ্রতা।"

আসল কথা হলো, সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত—যার মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এর মাধ্যমেই আমরা সুখময় জীবনের সন্ধান পাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীল হস্তকে কল্যাণকর হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন-

"উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম"।[৩৯]

সম্পদ যদিও ভগ্নহৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে না তথাপিও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ভাগ্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করার সামর্থ্য সম্পদের রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে—সম্পদ অসুখী ব্যক্তির সুখ, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সুস্থতা, দুর্ভাগার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে না।

---

[৩৯] সহিহ্ বুখারী : ১৪২৭

আমেরিকান প্রসিদ্ধ মিলিয়নার বুলজিতি বলেনঃ "*সম্পদ সুস্থতা, সৌভাগ্য ও ভালোবাসা বয়ে আনতে পারে না এবং ক্ষতি দূর করতে পারে না।*"

তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যা হল যখন আমরা সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন আমরা দারিদ্রতা ও মৌলিক প্রয়োজনকে সমস্যাবলীর প্রথম কারণ গণ্য করি। অথচ ধনী হওয়ার পরেই বোঝা যায়, সম্পদহীনতা কোনো সমস্যাই নয়!

আমরা তো মনে করি—অঢেল সম্পদের মালিক হলেই সুখময় জীবনের পূর্ণতায় পৌঁছা যাবে। কিন্তু শেষমেশ যে ধাক্কাটা আমরা খাই তা হল, সম্পদ আমাদের জীবনে মোটেও সুখের সঞ্চার করতে পারে না।

আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ধারণা হলো—সৌভাগ্যের মূল রহস্যই হল সম্পদ। অথচ যখন সম্পদের দেখা মেলে এবং তাকে আমরা বাস্তবতার মানদণ্ড বিবেচনা করি; তখন এই ধারণার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়!

আর জাগতিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিশ্বাস এটাই যে—জীবনধারণের ক্ষেত্রে যৎসামান্য আসবাবের উপর যারা সীমাবদ্ধ থাকে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদশালীদের চেয়ে প্রফুল্ল জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে।

নারীরা স্বচ্ছল হলে আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হন তা হল—তাদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রাচুর্যতা ও বিলাসী জীবন-যাপন তাদের সমস্যা আবেগ-অনুভূতিকে মূল্যহীন করে দেয়।

নামকরা দাম্পত্য বিষয়ক পরামর্শক ডক্টর জন গ্রে বলেন—

" যখন স্ত্রীর আর্থিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তখন সে মানসিক প্রয়োজনের ব্যাপারে অধিক অনুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সুতরাং ধনী নারীরা সংকট এবং দূর্ভাগ্যের জন্যেই বড় বড় সম্পদের লোভ করে।"[৪০]

আসলে সম্পদ, ঐশ্বর্য মানুষকে তার স্ত্রীর মনোকষ্ট, হৃদয়ের সংকীর্ণতা বোঝার অনুভূতি কমিয়ে দেয়। তেমনিভাবে সম্পদশালী স্ত্রী সবসময় একটা সংকীর্ণতার মধ্যেই থাকেন। দ্রুত মনে পড়তে থাকে—কে কোথায় যেন সর্বশেষ তাকে এক

[৪০] আর রিজালু মিনাল মুরিখ ওয়াল মারআতু মিনায যাহ্‌রাহ"

কঠিন প্রশ্ন করেছিল— "তোমার এত কী দরকার। এর চে বেশি আর কী চাও।" এসব চিন্তা তার মনে সবসময় ঘুরঘুর করতে থাকে।

আমি তো মনে করি এখানে তার সংকীর্ণমনা হওয়ার কোনো কারণ নেই। অনেকে তো ভাবেন, যে সম্পদ হয়েছে এর অর্ধেক হলে ভালো হতো!

এই যে আমরা কঠিন প্রশ্নটি করে ফেলি। এটা মেয়েদের তবিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। কারণ মেয়েদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় এবং ব্যর্থতা ও সফলতার মাঝেই তার জীবন কাটাতে হয়। ঋতুস্রাব, নেফাস, গর্ভধারণ এ সময়গুলোতে তাকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে চলতে হয়। মেয়ে মানুষ যতই ধনী হোক আর গরিব হোক, সে এই কষ্টদায়ক অনুভূতিটা বুকের ভিতর লালন করতে থাকে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। সব সময় এই সংকীর্ণতা দূর করতে আদেশ করা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিষয়। তাদের সংকীর্ণতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

দৃষ্টিপাত :

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ধন সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, নিশ্চয় সে দরিদ্র। কিন্তু এর চেয়ে আরও বড় দরিদ্র হলো যে ব্যক্তি জীবনে সম্পদ ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারেনি!

> “ *যদি তুমি চাও কোনো কামনাই তোমার হাতছাড়া না হোক, তাহলে তোমার উচিত কেবল ঐ সমস্ত বিষয় কামনা করা যা তোমার জন্য সম্ভব!*

> “ *খরচের চেয়ে আয় বেশি হলে সে ধনী আর আয়ের চে' খরচ বেশি হলে সে দরিদ্র।*

হাজারো কষ্টে স্বচ্ছলতার হাসি মুখে থাকা চায়

দুনিয়ার আকাঙ্খায় কাটে মানুষের সারাজীবন,
যদিও প্রভু চান তার কাছে আখিরাতের উপার্জন।
অথচ বান্দা তুমি এই সামান্য সময়ে
জীবনের লক্ষ্য পূরণেই অক্ষম!

আমরা জনজীবনে যত উৎকর্ষ দেখছি, মনে হচ্ছে যেন এটা এক স্থায়ী সফলতার প্রতিযোগিতা। আমরা এই দুরাশার পেছনে জীবনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং পুরো সময়টুকু ব্যয় করে দিচ্ছি।

প্রিয় পাঠক! আপনিও অনুভব করছেন আমরা এই যে নিজেদের ঘাড়ে চাহিদার বোঝা চাপিয়ে নিচ্ছি, এ যেন শেষ হবার নয়!

এই লোভ আর প্রতিনিয়ত উন্নত জীবনের চাহিদা আজ আমাদের সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি সব জায়গা হতে মানসিক প্রশান্তি দূর করে দিয়েছে। অনিশ্চয়তা আর অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। বস্তুবাদী চিন্তাধারা আমাদের মানবিক সম্পর্কগুলোকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বস্তুবাদী সফলতার লোভই আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

তাহলে কেন আমরা নিজেদের জীবনযাপনে সাদেগী অবলম্বন করছি না? দুঃসাধ্য আর লোভের হিমালয়ে চড়তে কেনইবা আমরা নিজেদেরকে হুমকির মুখে ফেলে রেখেছি?

শায়খ আলী তানতাবী বলেনঃ

কোনো স্বামীকে এ পর্যন্ত বলতে শুনিনি; তিনি স্বীকার করেছেন যে সুখে আছেন, আরামে আছেন। বাস্তবে যদিও ভালোই শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন!

কারণ মানুষ সৃষ্টিই করা হয়েছে অকৃতজ্ঞরূপে। নিয়ামত থাকতে তার কদর খুব কম মানুষই বোঝে। নিয়ামত হারিয়ে গেলে তারপর আফসোস করতে থাকে।

আরেকটা কারণ হলো, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে লোভ দিয়ে। তাই যখনই কোনো নিয়ামতের অধিকারী হয়; তখন তারা লোভাতুর হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বাদ, মজা সে অনুভব করতে পারে না।

শায়খ আল আক্কাদ মানুষের এই লোভ আর অতৃপ্তির কারণ অনুসন্ধান করে দিশেহারা হয়ে বলেনঃ

" মানুষের অবস্থা হলো—যে ছোট সে কামনা করে,
হায় আমি যদি বড় হতে পারতাম! বড় কামনা করে,
যদি আমি ছোটই থেকে যেতাম! বেকার হন্যে হয়ে
চাকরি খোঁজে। চাকরিজীবী মুক্তি খোঁজে চাপে পিষ্ঠ হয়ে!
ধনাঢ্যরা ধন নিয়ে যে দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত,
গরীবেরা তার অভাবেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত!
তারা যেন নিজ ভাগ্য নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে।
প্রতিনিয়ত নিয়তির সাথে লড়াই করে চলেছে।"

এই মুহূর্তে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। তার ধনসম্পদ যে খুব বেশি ছিল তা না। মধ্যবিত্ত বা তার চেয়েও কম হবে। কিন্তু ওর জীবনযাপনের সৃজনশীলতায় আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য হবেন।

পারিবারিক ভ্রমনের জন্য মাসিক একটা প্রোগ্রাম ছিল। নিজের শহর বা গ্রামে চলে যেতেন। শহরের টুকটাক প্রদর্শনী বা গ্রামের প্রাকৃতিক আবহাওয়া তাদের ঘোরাঘুরির জন্য যথেষ্ট ছিল। সে বলত—মানুষ তো নীল নদ আর পিরামিড দেখতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে। আমি বিনা টাকায় আনন্দভ্রমণ সেরে আসি।

সাধাসিধে জীবনযাত্রা হওয়া স্বত্তেও সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস, ভালোবাসা-সম্প্রীতি কোনো কিছুরই কমতি নেই তার জীবনে!

সে বারবার বলতো—আমরা আমাদের কাছে যে নিয়ামত আছে তা নিয়ে চিন্তা করার চে' যা নেই তা নিয়েই বেশি ভাবি। যে কাজটা পারব, সাধ্যের মধ্যেই আছে; তা নিয়ে ভাবার চেয়ে অসাধ্য সাধন করতেই চেষ্টা বেশি করি। আমাদের আজকের এই দুর্গতির অন্যতম কারণ হল—আমরা নিজের জিনিস নিয়ে ভাবার চেয়ে অন্যের জিনিস নিয়ে বেশি ভাবি।

তারপর সে আমাকে ইবনুল মুবারাকের উক্তি আওড়ে বলল—যার অল্পতুষ্টতা নেই সে সম্পদের স্বাদ চাখতে পারে না। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিকে কখনওই পাবেন না দারিদ্রে কোনঠাসা হয়ে জীবনযাপন করছে।

" | *কামনা ঘোড়ার মতো। ছুটতে থাকে অনন্তর।*

আসুন—জীবন আমাদের নিরাশ করার আগেই আমরা সচেতন হই লোভের নাকে লাগাম টানি

প্রবৃত্তি কামনা করে অথচ উপকরণ তা সামাল দিতে অক্ষম। নফস এই আশা-নিরাশার দোলাচালেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আব্দুল ওহহাব মুতায়ি তার লিখিত আ'ত্বিস সবাহা ফুরসাতান' বইতে লেখেন—কোনো জিনিসের উপভোগ তার ভেতরে ভেতরেই হয়। আশেপাশের পরিবেশের প্রভাব খুব একটা থাকে না। এ কারণেই তো খোলামেলা দরিদ্র পরিবেশেও আপনি সুখি থাকতে পারবেন, সুন্দর বিলাসবহুল জায়গায় বসেও লেখালিখি করতে পারেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কার সুখ বা তৃপ্তি কোথায় এটা একান্তই অনুভূতির ব্যাপার। আশেপাশের সমর্থন পুরোপুরি না হলেও সেটা আপনি পারবেন। পরিবেশের প্রভাব সেখানে থাকলেও খুব একটা বেশি না।

কবে ঐ গাড়িটা কিনতে পারব! কবে ঐ বিল্ডিংয়ে একটা ফ্লাট কিনব! এই কন্ট্রাক্টটা যদি হাতে পেতাম—তাহলে আমার চে সুখি আর কেউ হতো না।

আফসোস! আমরা কেন যে ঘোড়াছুট কামনার গলায় লাগাম দিতে পারি না!

এই যে আমাদের বিলাসী কল্পনার সাথে সৌভাগ্য জুড়িয়ে দেই; এটাই তো আমাদের পারিবারিক অশান্তির মূল। অথচ সুখ, সৌভাগ্যের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। কত মানুষ সুখের আশায় বউ, ছেলে-মেয়ে রেখে দূরদেশে পাড়ি জমায়। আশা করে এখানে একটা বাড়ি করে সবাই মিলে সুখে থাকবে। বাড়িটা হয়ে গেলেও পরিবারের কাছে তার আর যাওয়া হয় না। একটা গাড়ি যদি হতো! গাড়িটাও হয়ে গেল। এরপর তার লালসার ঘোড়া আরও গতিতে ছুটতে থাকে। আর ভাবে আমি বড্ড সুখী হব যদি.....

যদি কী?

আমার বিশ্বাস সে নিজেও নির্দিষ্ট করে এর জবাব দিতে পারবে না। কারণ লালসা আর দুরাশা তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যার কোনো শেষ নেই। নেই কোনো দিগন্ত!

হে সৌভাগ্যের ভিখারী আমার ভাই—জীবনের এই সামান্য সময়ে আপনার এই কল্পনার প্রাসাদ গড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ আপনি যত কিছুই অর্জন করেন আপনার আত্মা কখনওই তৃপ্ত হবে না। কারণ তা প্রতিনিয়ত আপনার সম্মুখেই জন্মলাভ করে।

ডক্টর আব্দুল করিম বাক্কার বলেন—

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে ফেলে যে দুনিয়ায় সব কিছু অর্জন করা তার জন্য সম্ভব না। এ কারণে সে নিজের লোভ, লালসা, লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে নেয়। কোনো কিছু কামনা করলে ভেবে চিন্তে করে।

এগুলো বুঝতে খুব বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নববী উপদেশগুলো স্মরণ থাকলেই যথেষ্ট। তিনি বলেন—সফলকাম ঐ ব্যক্তি যে ঈমান পেয়েছে এবং পর্যাপ্ত রিযিক পেয়েছে। প্রাপ্ত নিয়ামতে তুষ্টতার অধিকারী হতে পেরেছে।

আর মানুষকে যতই সম্পদ দান করা হোক না কেন, সে অন্য সবাইকে তার চে' সম্পদশালী মনে করে। আর মনে মনে আফসোস করে। এ কারণেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সুষম ও বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গির লালন করতে বলেছেন। তাই তিনি বলেন—তোমরা তোমাদের নিম্নশ্রেণীর মানুষের দিকে লক্ষ্য করে বিবেচনা কর। উপর শ্রেণীর প্রতি নয়। এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বৃদ্ধির কারণ হবে।

মানসিক পরিতৃপ্তি মানুষকে নিজের অবস্থান খুব ভালো করে চিনিয়ে দেয়। তার প্রবৃত্তিকামনা বা লালসার আগুন ঠান্ডা করে দেয়। যার নিজের সম্পদের সীমানা অতিক্রম করার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যের সম্পদের প্রতি আসক্তি, আফসোস আসে না। ফলে ধন-সম্পদের জীবনক্ষয়ী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

নিশ্চিত হয়ে যায়—সে যদি লালসার বৃত্তে একবার পড়ে, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য। তাই ভেবে যখন কল্পনা আর বিলাসিতার ঘোর কাটিয়ে ওঠে। সম্পদ থেকে নির্মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তখন নিজের নফসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পেয়ে যায়। যার ফলে সামাজে তিনি মর্যাদশীল হয়ে ওঠেন। দুনিয়া-আখিরাতে আত্মসম্মানবোধ নিয়ে জীবন কাটানোর সুযোগ পেয়ে যান।[৪১]

কবি বলেনঃ

আমি তো সম্পদ ছাড়াই সবার চেয়ে ধনী,
সর্বোত্তম ধনাঢ্যতা সম্পদের অনিহার মাঝে—
নয় প্রেম জেনে রেখো সম্পদের ভাজে!

---

[৪১] কার'উন আলা বাওয়াবাতিল মাজদি।

বাইফার বারুক সম্পদ নিয়ে তার অভিজ্ঞতায় লেখেন—আমি বহু সম্পদ জমা করেছিলাম। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা দেখলাম তা হলো; সম্পদ একটা জুয়ার কার্ড। এ খেলায় যে মত্ত হয়ে যাবে তার জীবনে আছে কঠিন দুর্ভোগ। এটা তার সুখ-শান্তি, বুদ্ধি-বিবেক একেবারেই শেষ করে দেয়। পুরো জীবনটা তার দাঁতের পাটিতে চেপে গিলে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এসব ভেবে আমি নিজের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে ফেললাম। এই যে প্রকাশনার কাজে মোটামুটি ভালই চলছে আমার। তাই সবার প্রতি আমার একটাই উপদেশ—আপনার প্রয়োজন পূর্ণ পরিমাণ সম্পদ যদি পেয়ে যান, তাহলে এখানেই থামুন। সম্পদ জমা করার খেলায় মত্ত হবেন না। নিজের পছন্দমত কোনো কাজে নেমে পড়ুন। যাতে দেশ জাতি ও পরিবারের উপকারে আসে।[৪২]

তবে মনে রাখতে হবে আমরা পরিতুষ্টতা বা যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথা যেটা বলি; তার মানে এই নয় যে আপনাদেরকে অলসতা, উদ্যমহীনতার, দরিদ্রতার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি।

বরং প্রত্যেকটা মানুষেরই উদ্যমী, পরিশ্রমী, বিস্তৃত চিন্তার অধিকারী ও সর্বদা উত্তমের প্রতি আগ্রহী থাকা উচিত। কিন্তু সবকিছুই আল্লাহ তাআলার বন্টনে সন্তুষ্ট হয়ে। তাঁর পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মানুষের সম্পদ থেকে লালসার লাগাম টেনে ধরে।

সায়িদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন— যে ব্যক্তি নিরমুখাপেক্ষি থাকার জন্য সম্পদ অর্জন করে না; তার মাঝে কোনো কল্যান নেই। যেখানে তার উদ্দেশ্যই হবে হকদারের হক আদায় করা এবং মানুষের কাছে হাত পাতা হতে বিরত থাকা।

দৃষ্টিপাত :

যদি তুমি চাও তোমার প্রবৃত্তির সীমালঙ্ঘন তোমার কামনাকে ছাড়িয়ে না যাক তাহলে তাকে যতটুকু সম্ভব সুযোগ দাও।

> “ *অল্পে তুষ্টি হলো হাত এবং হৃদয়ের প্রশান্তির আলিঙ্গন।*

> “ *কেন আমরা নিজেদের কাছে নিয়ামত স্মরণ না করে অন্যের হাতে থাকা সম্পদের কল্পনায় ডুবে থাকি?*

[৪২] আসআদুম রাআতিন ফিল আলামি।

আমাকে ছেড়ে যেয়ো না

হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এলো। কী হলো! কী হলো! প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী মাটিতে লুটিয়ে কাতরাচ্ছে। পড়ে গিয়ে মাথায় বড্ড আঘাত পেয়েছে। তাড়াতাড়ি এম্বুলেন্স ডাকা হল। প্রচণ্ড ব্যথা—এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া হল। কাজ হচ্ছে না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। ধুকপুক করছে বুকের ভেতর। হাহাকার করে উঠছে হৃদয়টা—কিছু যদি হয়ে যায়! পেছনের সব কথা মনে পড়তে শুরু করল। কত অত্যাচার করেছে তার উপর। কত যন্ত্রনা দিয়েছে। ধমক, ঝাড়ি, রূঢ়াচারণের তো কোনো ইয়ত্তা নেই! রাগ আর বিরক্তির বশে কখনও তো বলেই ফেলেছে তোমাকে আর প্রয়োজন নেই। আর ভালো লাগে না তোমাকে।

একটা একটা করে সব মনে পড়ছে। অপরাধে তার মাটিতে ঢুকে যেতে মন চাচ্ছে। পাপিষ্ঠ সত্ত্বাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে। অপমান আর অনুতাপের তপ্তাশ্রু হৃদয় গলে চোখের পথ ধরে গলছে। চিৎকার করে ডাকছে—ওগো প্রিয়তমা! প্রেয়সী আমার! ওগো আমার সালতানাতের শাহজাদী! একটু চোখ মেলে তাকাও! পাপিষ্ঠ জালিমকে একটু পাপমোচনের সুযোগ দাও! প্রিয়া গো, একবারের জন্য তুমি আমার কাছে ফিরে আসো—আর কখনওই তোমাকে কষ্ট দিব না। বুকের ভেতরে পরম যত্নে আগলে রাখব।

কিন্তু এসব আফসোস এখন আর করেও বা কী লাভ। পরিণতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। তোমার কপটতার দেয়ালকে চুরমার করে সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছে। নিয়ামত থাকতে মানুষ নিয়ামতের মূল্যায়ন কমই করে।

উক্ত ঘটনার আলোকে আমি পাঠকদের সমীপে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করছি -

কেন আমরা বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার পরেই সংশোধনের পথ খুঁজি? কেন বিপদ আসার আগেই কি সংশোধন হওয়া যায় না? দুর্ঘটনা ঘটার পর অনুতাপ আসে!

অনেক হতভাগার তো শতবার ধাক্কা খাওয়ার পরেও হুশ ফেরে না।

কেন আমরা সুখের সময়ের কদর করি না? সময়মত মানুষের দাম দেই না? ভালোবাসতে পারি না?

পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে জীবিত অবস্থায় মূল্যায়ন করি না? কেন বিপদাপদ, দুর্ঘটনা আসার পূর্বে সতর্ক হই না?

প্রিয় ভাই-বোন! সবার প্রতিই বিশেষ অনুরোধ। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেওয়া ছোট-বড় সকল নিয়ামত নিয়ে একটু ভাবুন। যেই সুখ আর সৌভাগ্যের মাঝে আপনি দিন কাটাচ্ছেন; এটা নিয়ে ভাবার সুযোগ কি একটু আপনার হবে?

আপনি কি ভেবেছেন; আপনার মতই কত মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে? কোন বেলা খেলে অন্য বেলা অনাহারে কাটছে। আর আপনি তো তিনবেলা পেটপুরে ডাল-ভাত হলেও খেতে পারছেন।

যতটুকু সুস্থতা আর নিরমুখাপেক্ষীতার নিয়ামত আপনি পেয়েছেন তা নিয়েই শুকরিয়া আদায় করুন।

মনে রাখবেন দুনিয়ার জীবন সামান্য সময়ের। একেবারেই সামান্য। আর আখেরাতের জীবন মহাবিশাল। অন্ত থেকে অনন্তর। সুতরাং দুনিয়ার সামান্য এই সময়ের জন্য যারা ঝগড়া, হাঙ্গামা, মারামারি, কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়; তাদের চে' হতভাগা আর কে আছে!

আমরা যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে পারি আল্লাহ তাআলা চান তো আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রী মাঝে ভালোবাসা, মায়া, আবেগ-অনুভূতি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠবে প্রেমমুখর মখমলময় সুখে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।[৪৩]

আমরা এত অপরাধ আর গুনাহ করা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতের মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন।

[৪৩] সূরা ইবরাহীম। আয়াতঃ ০৭

বসবাসের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। ঘরে সুখময় সংসার গড়ে দিয়েছেন। গুণবতী, রূপবতী স্ত্রী মিলিয়ে দিয়েছেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আসবাব যেমন- ফ্রিজ, শোকেস, ড্রেসিং টেবিল ও যোগাড় করে দিয়েছেন।

এই নিয়ামতের শুকরিয়া নিয়ে আল্লামা রূমী বলেন :

প্রভু তোমায় দিবেন যখন সুস্থতা আর দু'বেলাতে আহার,
বিলাসিদের দিকে তাকিয়ে আর যেতো না তখন তুমি দৃষ্টি ঈর্ষার!
কারণ কালের বদান্যতায় যা যা তারা পায়,
তার চে' বেশি তাদের থেকেই হরণ করা হয়।

দৃষ্টিপাত :

লোভ আর আত্মতুষ্টির বিপরীতে দারিদ্রতা আর স্বচ্ছলতা। অনেক দরিদ্রের চালচলন কথাবার্তা দেখে মনে হয়; লোকটা কত না ঐশ্বর্যের মালিক! আবার অনেক ধনীর দুশ্চিতা আর হতাশা দেখলে মনে করবে এ-ই দুনিয়ার সবচে দরিদ্র।

> *রূঢ়তাই হলো পৃথিবীর সবচে বড় কারাগার। একটুখানি হাস্যালাপ নিজের অন্তরকেও প্রশান্ত করে।*

স্ত্রীর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা

অত্যন্ত অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে। বাবা, ভাইসহ অর্ধ ডজন পুরুষ তার খলিফা। শিশুকাল হতেই সম্মান-মর্যাদা আর আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়ে আসছিলেন। বিয়েটাও হয়েছে পছন্দের মানুষটির সাথে। বৈবাহিক জীবনের সূচনাটাও ছিল মহা আড়ম্বরপূর্ণ। ইতোমধ্যেই দেশের খেলাফতের দায়িত্ব এসে বর্তাল স্বামীর কাঁধে। হয়ত সুখের আকাশে সংযুক্ত হবে আরও কিছু তারার মেলা! কিন্তু এ যেন স্বর্গীয় দূত! মানুষ থেকে পরিণত ফেরেশতায়! ছেড়ে দিলেন জগতের দেন-দরবার আর দুনিয়াদারী।

কোথায় সেই বিলাসিতা আর আনন্দ উল্লাস! সবার মুখে মুখে চলা উমরী চাল-চলন। পথে ঘাটে মৌ মৌ করা আতরের সুবাস। সব ছেড়ে এখন তিনি পুরোদস্তুর দরবেশ। অভিজাত পরিবারের কন্যা এনেছিলেন সুখ সাগরে ভাসানোর আশায়। অথচ এখন পড়েছেন মহাবিপাকে। কেমন করে চালাবেন এই স্ত্রীর ভরণপোষণ। সোনা-গয়না। কোরমা-কাবাব। নিত্য দরকারী দামি দামি আসবাব সামগ্রী। আমার এই ফকিরি হালত কি সে মেনে নিবে? নতুন আকাশে আবার কী সে সুখের সংসার বাঁধতে চাইবে!

দুরু দুরু বুকে সব খুলে বললেন প্রিয়তার সমীপে। তোমার সামনে দু'টি পথ খোলা, হয়ত আমার এই ফকিরী হালত মেনে নিয়ে জীর্ণ কুটিরে জীবন কাটাতে হবে। অথবা তোমার বাবার বালাখানা কিংবা অর্ধচন্দ্র যুবক শাহজাদাদের অপেক্ষার তৃষ্ণা মেটাত পার!

প্রেয়সী এতদিনের ভালোবাসার ঋণ কি অস্বীকার করতে পারেন! এটা হতে পারে না। খলিফার ঘর থেকে কোনো বিশ্বাসঘাতক জন্মাতে পারে না। মাথা নুইয়ে দিলেন প্রিয় স্বামীর বক্ষদেশে। "আমি তোমার সাথে ছিলাম যখন তোমার বিলাস ছিল। যখন তোমার ধন সম্পদ আর ঐশ্বর্য ছিল, তখন তোমার ভালোবাসার শরাব তৃপ্তিভরে পিয়েছি। সে শরাব মিশে গেছে আমার রগরেশায়। মানবসত্তার প্রতিটি কণায় কণায়। সেই ভালোবাসা কি আর ফেলে রাখা যায়! আমি তোমার ছিলাম তোমার আছি তোমারই থাকব চিরকাল। এপারে ওপারে।"

স্বামী নিজের সমস্ত সম্পদ দান করে দিলেন মুসলমানদের কল্যানে। তাঁর দেখাদেখি অনুগত স্ত্রীও সব দান করে দিলেন। স্বামীর জন্য সাজুগুজু করার মত সামান্য অলংকার বাদে আর কিছুই রাখলেন না। এটাও মানতে পারলেন না খলিফা স্বামী। বললেন—"এটা তো তোমার পিতা মুসলমানদের থেকে এনে তোমাকে দিয়েছেন। এটার অধিকারী তুমি নও। সুতরাং সব বাইতুল মালে দান করে দাও। সুতরাং

তোমার সামনে দু'টি পথ খোলা—হয় সমস্ত অলংকার বাইতুল মালে দিয়ে দিবে অথবা তোমার বালাখানার পথ ধরবে। এখন তুমিই ভাবো কী করবে?

সুমতী স্ত্রী যে জবাব দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর তাবৎ নারী জাতির জন্য বিরাট শিক্ষা হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন—আমি আপনাকেই চাই। আর এটা আল্লাহ তাআ'লার জিম্মাদারীতে সমর্পণ করলাম। সমস্ত সম্পদ বাইতুল মালে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবেই কেটেছে সারাজীবন।

প্রিয়তম স্বামী চলে গেলেন রবের আহ্বানে। খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন স্বামীর বড় ভাই। তিনি ভাবলেন, ভাবি তো সমস্ত সম্পদ বাইতুল মালে সদকা করে খুব কষ্টে আছেন! তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর দেওয়া সমস্ত অলংকার তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিবেন। অনুগত নারীর বিমূর্ত প্রতীক এই মহীয়সী কতই না চমৎকার জবাব দিলেন—

"যে সম্পদ আমি জীবিত স্বামীর আনুগত্যে দান করেছিলাম এখন আমি মৃত স্বামীর অবাধ্যতা করব?

অতঃপর সেই খলিফা তার সামনেই সমস্ত সম্পদ গরীব আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

প্রিয় পাঠক এতক্ষণে হয়ত আপনারা বুঝে গেছেন সেই মহাত্মা নারীর পরিচয়। হ্যাঁ তিনি হলেন খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজীজের মহীয়সী স্ত্রী।

আফসোস! আজকের সমাজে এমন নারী খুবই দুর্লভ—যারা সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে সবসময় স্বামীর পাশে থেকে সান্ত্বনা দিবে। উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে সফলতার পথ সহজ করে দিবে।

অনেক ঘরে তো এখন এই আমানতদারিতা আর আনুগত্য মারাই পড়েছে। কোথাও তো দাফন কাফনও জানাযার আয়োজন করা হয়ে গিয়েছে। ঘরগুলো সব বিরান; সেখানে নেই আমানত আর ওয়াদা পূরণ। হৃদয়গুলো বদ্ধ অনুভূতিহীন। অসাড় দেহ—কোনো প্রাণ নেই। নুয়ে পড়া কিছু ফুল; কোনো সুবাস নেই তাতে!

একটু দাড়াও পথিক! দু'টি হৃদয়ে ভালোবাসার উত্তাপ একটু অনুভব করো! একটু ঘ্রাণশক্তি কাজে লাগিয়ে দেখ—এ বন্ধন কত পবিত্র! কত সুবাস তাতে! এতটুকুই তোমাদের মাঝে 'কথা রাখব'র সজীব বৃক্ষ শেকড় সমেত গেঁড়ে দেবে।[৪৪]

> ‘‘ *সম্পদ যদি পুরুষের প্রয়োজন মিটিয়ে দিত তাহলে রাজকন্যারা কখনওই বিবাহে বসত না।*

[৪৪] মজাল্লাহ 'আল ফারহা আল কুয়েতিয়্যা।'

ঘরের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার কী হবে?

ঘরে এটা দরকার, ওটা দরকার। ইনকাম বাড়ছে না অথচ প্রয়োজনতো হুঁ হুঁ করে বেড়েই চলেছে—এসব নিয়ে স্ত্রীদের পেরেশানীর অন্ত নেই। বিচক্ষণ বুদ্ধিমতি নারীরা তো পরিবারের খরচাপাতির ব্যাপারে মোটামুটি নিজেরাও বুদ্ধি করে চলতে পারেন—তবে এই সংখ্যা একেবারে কম।

আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন—*যে পুরুষের ঘরে নারী কর্তৃত্বহীন সে ঘর একেবারেই সৌন্দর্যহীন।*

আমাদের অধিকাংশ পরিবারেই পরিবারের প্রয়োজনাদি, খরচাপাতির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থাপনা নেই।'

ইদফায়ী জাওয়াকা ইলান নাজাহ' নামক গ্রন্থে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সেগুলো এখানে উদ্বৃত করছি—

এক। সবগুলো ব্যয়ের খাত একবারে হিসাব করে নিন। যাতে ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি একবারে চিত্রিত হয়ে ওঠে। কারণ মন্দটা না জানলে কীভাবে আমরা ভালোটা যুক্ত করব। এবং মন্দ থেকে বিরত থাকতে পারব, যদি সেই মন্দটাই স্পষ্ট না হয়। তেমনি আমরা জমা করা সম্পদে হাত লাগাতে সাহস করি না যতক্ষণ না স্পষ্ট হয় কীভাবে কোথায় তা খরচ করব।

দুই। পরিবারের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তোমার বাজেট নির্ধারণ করবে এবং মৌলিক প্রয়োজনাদি দিয়েই শুরু করবে। যেমনঃ ঘরভাড়া, খাবার খরচ, ঋণ পরিশোধ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন পরিশোধ। এরপর অন্যান্য প্রয়োজনাদির দিকে অগ্রসর হবে। যেমনঃ কাপড়-চোপড়, যোগাযোগ খরচ, পকেট খরচ ইত্যাদি। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের দিকে অগ্রসর হবে।

জেনে রাখো যে, একটা মানুষ সবকিছু অর্জন করতে পারে না। এজন্য প্রথমে তার মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণ করতে হবে।

তিন। তোমার বাজেটের মধ্যে জরুরী অবস্থা সামলানোর জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ রাখবে। বাজেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই জরুরী অবস্থা সামলানোর প্রস্তুতি হিসেবে

আয়ের একটা অংশ জমা রাখার পরামর্শ দেয়। তবে তারা এই খাতে বেশি জমাতে নিষেধ করে। তাদের এ পরামর্শ যারা মোটেই জমায় না তাদের জন্য।

চার। পরিবারের সাথে মিলে বাজেট নির্ধারণ করবে। কারণ বাজেট নির্ধারণের সময় পরিবারের একে অপরকে যদি সহযোগিতা করে তাহলে তা পরিবারের চাহিদা ভালোভাবে পূরণ করতে পারে।

পাঁচ। তোমার প্রয়োজনের তালিকা তোমার মন মতো করবে না। বরং তোমার বাজেট এবং পরিবারের আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে করবে।

ছয়। বণ্টন অনুযায়ী না চলা। কারণ তার এমন এক জাদু রয়েছে যা পরিবারকে বেশ বাড়াবাড়ির দিকে ঠেলে দেয়।

সাত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানের বেতন দেয়া ইত্যাদি যে সমস্ত খাতে প্রচুর খরচ হয়; তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে।

আট। স্মরণ রাখবে, যে পরিবার সব সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করে চলে সেই পরিবারেই আর্থিক ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

নয়। যখন তুমি আয়-ব্যয়ের মাঝে সমন্বয় করতে পারবে না; তখন অন্যের কাছে পরামর্শ চাও।

দশ। তুমি ছেলে-মেয়েদেরকে সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং মিতব্যয়ী করে গড়ে তোলো।

এগারো। যদি তুমি তোমার আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে না পারো; তাহলে উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা করো না। বরং এই অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করো।[৪৫]

> “ *অভিজ্ঞতায় দেখা যায় পুরুষ যতই ধনী হোক না কেন, তার স্ত্রী যদি অপচয়কারী হয় তাহলে একসময় সে আর্থিক চাপের মুখে পড়ে যায়।*

> “ *নারী হলো পুরুষের ছায়া, আর ছায়া মূলের অনুসরণ করে, পরিচালনা করে না।*

---

[৪৫] কাইফা তুনাজ্জিমু শুউ-নাকা ওয়া শুউ-নাল আখারীন। মুহাম্মাদ আব্দুল জাওয়াদ।

অনুপম উপদেশমালা

আমাদের আরবি জ্ঞানভাণ্ডার অসংখ্য উপদেশ আর হিরে-মুক্তোয় ঠাসা। পূর্বসূরীদের হিকমাত আর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে নেওয়া জ্ঞান আমাদের শুকিয়ে যাওয়া বহু নদে জলসঞ্চার করে। এখানে আমরা পূর্ববর্তীদের কিছু অভিজ্ঞতা আর উপদেশমালা উল্লেখ করব—যেগুলো আমাদের চলার পথের পাথেয় হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা সৃষ্টি করবে। অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধি করবে। ভয়ে অন্যকে দেখে শিক্ষাগ্রহণ করে; সেই মূলত সৌভাগ্যবান হয়।

এক. উম্মে ইয়াস। মূল নাম উমামা বিনতে হারেস। আউফ ইবনে মালহাম আশ শায়বানী তার স্বামী। ইবনে মালহামের ষোড়শী কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ইমারাউল কায়েসের দাদা আমর ইবনে আউফ। বিয়ের কথা পাকাপাকি। দিন তারিখ পড়ে গেল।

আজ বিয়ের সাজ সাজ রব পুরো বাড়িতে। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। আধাঁর নেমে এসেছে বিয়ে বাড়ির সীমানায়। বরযাত্রী নিয়ে প্রস্তুত। বিদায়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। হাঁকডাক চলছে। ডেগ-পাতিলের ঢংঢঙানি থামতে শুরু করেছে। নিথর বসে আছেন ঘোমটা দেওয়া নববধূ। সুরমা-কাজল হাবুডুবু খাচ্ছে ডাগর চোখের নোনা জলে। মা উম্মে ইয়াস গম্ভীর পদভারে পাশে এসে বসলেন। মায়ার মিশেলে গড়া মাতৃত্বের কণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ

"হে আমাদের প্রিয়কন্যা! আমাদের নয়নতারা! মনোযোগ দিয়ে শোন! কথাগুলি মনে রেখো! আজ তুমি চিরচেনা এই পরিবেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছো, সব আরাম আর সুখ পিছনে ফেলে অপরিচিত এক উত্তাল সমুদ্রে রওয়ানা করেছো। যেখানে বন্ধু-স্বজন সবাই তোমার অচেনা। কোনো মেয়ে যদি পিতা-মাতার প্রয়োজন বা ভালোবাসার কারণে স্বামীহীন থাকার সুযোগ হত; তাহলে তার সবচেয়ে অধিকার আমার ছিল। কিন্তু মনে রেখো হে হৃদয়ের উত্তাপ! নারীর সৃষ্টি পুরুষের জন্য আর পুরুষ সৃষ্ট নারীর জন্য। আজ স্বামী তোমার হৃদয়ের তোমার সত্ত্বার অধিপতি। সুতরাং তার অনুগত হয়ে চলো। তার জন্য দশটি বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে লালন করো—আল্লাহ চাহে তো সেটা তোমার সৌভাগ্যের সোপান হবে।

এক-দুইঃ অল্পেতুষ্ট হয়ে থাকবে। তার কথা শুনবে এবং পালন করবে।

তিন-চারঃ সর্বদা তার দৃষ্টি এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল ও সুবাসিত রাখার চেষ্টা করবে—যাতে সে কখনও তোমার থেকে দৃষ্টিকটু কিছু না পায়। যেন কেবল তোমার সুবাসে বিমোহিত হয়।

পাঁচ-ছয়ঃ সর্বদা তার ঘুম ও খাবারের সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে—কেননা অতিরিক্ত ক্ষুধা তাকে উন্মাদ করে দিবে আর নিদ্রাহীনতা তার ক্রোধের অনল জ্বালিয়ে দিবে।

সাত-আটঃ তার সম্পদের দেখভাল করা। তার পরিবার ও সন্তানাদির খেয়াল রাখবে। মালের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো তা সঠিকভাবে ব্যয় করা আর সন্তানাদির ক্ষেত্রে হলো সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

নয়-দশঃ তার কোনো আদেশ অমান্য করবে না। তার গোপন কোনো বিষয় প্রকাশ করবে না। সুতরাং যখন তুমি নিজেই তার আদেশ অমান্য করতে থাকবে, তাকে নিয়ে সন্দেহে ভুগবে, তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিবে; তখন অপেক্ষা করবে তুমিও তার পক্ষ থেকে এমন আচরণের শিকার হবে। তার কাছে তুমিও নিরাপত্তার আশা করতে পারবে না।

এরপর কথা হলো তার পেরেশানীর সময় হাসি-ঠাট্টা এড়িয়ে চলবে। অথবা হাসিখুশি থাকলে মুখ গোমরা করে থাকা পরিহার করবে। কারণ প্রথমটা তার ব্যাপারে তোমার অনুভূতিহীনতার জানান দেয়। আর দ্বিতীয়টা তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

তার একেবারে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে না তাহলে তোমার প্রতি তার অনীহাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। আবার খুব দূরে দূরেও থাকবে না—এটা তোমাকে ভুলিয়ে দেওয়ার কারণও হতে পারে।

তুমি তাকে যত বেশি সম্মান সমীহ করবে, তোমার প্রতি ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা তার বেড়ে চলবে। কাছের মানুষদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তার চাহিদা রুচি লক্ষ্য রাখবে। কিছু সময়ের জন্য হলেও নিজের খুশির উপর তার খুশিকে প্রাধান্য দিবে। তার কামনার সামনে নিজের কামনাকে মিটিয়ে দিবে। আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কল্যাণের ফয়সালা করবেন। ইনশাআল্লাহ।"

সন্তানের মা ইন্তেকালের পর যে বাবারা মায়ের দায়িত্ব পালন করেন, তাদের জন্য এখানে আরেকটি নসীহা রয়েছে—

খারিজা আল ফাজারি। আদরের কন্য তার—হিন্দ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বাবা কন্যাকে বলছেন—

"হে আমার প্রিয় কন্যা! মায়েরা তো কত আদর যত্ন আর ভালোবাসার আবেগ মিশিয়ে কন্যাদেরকে পছন্দের পাত্রের হাতে তুলে দেয়। কলজেছোঁচা কষ্ট বুকে চেপে মেয়েকে বিদায় দেয়। কিন্তু তোমার তো মা নেই। আমি তোমার মা। মায়ের হয়ে কিছু কথা বললে রাখবে না—মা'?

যখন সর্বোত্তম কিছু কামনা করবে পানিকেই বেছে নিও। সবচে' সুন্দর কিছু বেছে নিতে চাইলে সুরমা, চোখের কাজল বেছে নিও। স্বামীর বারবার নিন্দা করতে যেয়ো না, ওটা ভালোবাসার ভুলে বিষাক্ত কীট তৈরী করে। স্বামীর ব্যাপারে অতি সন্দেহপ্রবণ হবে না, এটা বিচ্ছেদের দুয়ার খুলে দেয়। তুমি তার অনুগতা হয়ে যাও আর সেও তোমার অনুগত। জানো! আমি নিজেই তোমার মাকে বলেছিলাম—

"আমার প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি দিও তাহলে ভালোবাসা অবিচল রবে/
আর আমার ক্রোধের সময় নীরব থেকো।
দফ বাঁজানোর মত আমাকে কখনও বাজিয়ো না/
কারণ বিরহ যাতনা কত কষ্টের তা কি তুমি বুঝবে?
অভিযোগের ঝাপি খুলে বসো না তাহলে তুমি বিতৃষ্ণ হবে/
আমার হৃদয়ও তোমাকে অনাগ্রহ করবে। কারণ হৃদয়টা বড্ড বেরসিক।

আমি দেখেছি যে হৃদয়ে ভালোবাসার দুঃখগাথার লড়াই চলে/
ভালোবাসার সেথা নিরব কবর ঘটে।"

বাবা খারিজার নসীহতগুলো পরম যত্নে লালন করেছিলেন মেয়ে হিন্দ। পৌঁছেছিলেন ব্যক্তি আভিজাত্যের মহাউৎকর্ষতায়। পরিণত হয়েছিলেন সৌন্দর্যের উপমায়। বিচক্ষণ নীরবতা তাকে বানিয়েছিল প্রেমের শাহজাদী। অনুগতা আর প্রেমময় হয়ে স্বামীর বক্ষ তলায় কুড়াতেন ভালোবাসার বকুল। কতশত ফুঁটেছিল সে বাগানে গোলাপের মুকুল!

হাব্বাবের স্ত্রীর ভালোবাসার প্রোজ্জ্বল সিতারা

আমার স্বামী যখন কাঠ সংগ্রহে জঙ্গলে যেতেন—ঘরের খাবার আনতে গিয়ে তার এই পরিশ্রম নিয়ে বড্ড উৎকণ্ঠিত থাকতাম। আমার মানসপটে ভেসে উঠত পাহাড়ের পাদদেশে ক্লান্ত বসে থাকা আমার হৃদয় শাহজাদার পিপাসা কাতর মুখাবয়ব। তেষ্টায় আপনার প্রাণ হয়ে উঠত ওষ্ঠাগত। সেই দূর থেকে ঠান্ডা পানি এনে রাখতাম তার জন্য। মনের মাধুরী মিশিয়ে খাবার বানিয়ে রাখতাম। তার পছন্দের জামাটা পরে দরজার চৌকাঠ ধরে গুণতে থাকতাম অপেক্ষার প্রহর। অনুভবের যাতনায় শিহরণ ছেয়ে যেত সারা দেহ, হৃদয়-মন জুড়ে। তিরতির করে কাশফুলের মত হেলেদুলে জানান দিত প্রেমময় অনুভূতি। রক্তকণিকার প্রতিটি বিন্দুতে খেলে যেত শৈত্যআবহ।

অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়ে যেত। ফিরে আসতেন আমার হৃদয়ের শাহজাদা। ঘরে প্রবেশ করতেন বীরের বেশে। হৃদয়ের ভূমিতে নির্মাণ করতাম অন্তরঙ্গতার মিনার। সাজিয়ে রাখতাম তার জন্য ভালোবাসার অভিসৌন্দর্য। প্রেমের তোরণ। নবদুলহান যেন প্রবেশ করছেন নতুন বাসরে। আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত নিজেকে সঁপে দিতাম তার হৃদয় উপকূলে। চৈতালী কিংবা ফাগুনের প্রভাতী হাওয়ার মত ঝিরঝির করে করে তুলে যেতাম ভালোবাসার শিহরণ।

সিদ্দীকে আকবারের কন্যা ও তাঁর স্বামী যুবাইরের গায়রত

আসেন একটা মনোমুগ্ধকর ঘটনায় চোখ বুলিয়ে আসি। আসমা বিনতু আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবাইর রাযিআল্লাহু আনহু আমাকে বিবাহ করলেন। সে সময় একটি ঘোড়া ব্যতীত অন্য সম্পদ, গোলাম বা অন্য কোনো কিছু দুনিয়াতে তাঁর ছিল না।

তিনি বলেন, আমি তাঁর ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়াতাম, তাঁর পারিবারিক কাজকর্মেও সঙ্গ দিতাম। আমি তাঁর যত্ন নিতাম, পানিবাহী উটের জন্যে খেজুরের বীচি কুড়াতাম, তাকে ঘাস খাওয়াতাম, পানি নিয়ে আসতাম, তাঁর ঢোল ইত্যাদি মেরামত করতাম এবং আটা মাখতাম। তবে আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। তাই আমার কতিপয় আনসারী সাথীর মনিরা আমাকে রুটি পাকিয়ে দিত। তারা ছিল স্বার্থহীন রমণী।

আমি যুবাইরের জমি থেকে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জায়গীররূপে দিয়েছিলেন সেখান থেকে খেজুর বীচি কুড়িয়ে আমার মাথায় করে বয়ে আনতাম। সে জমি ছিল এক ক্রোশের দু'-তৃতীয়াংশ; প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত।

তিনি বলেন, আমি একদিন আসছিলাম আর বীচির বোঝা আমার মাথায় ছিল। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পেলাম, সে সময় তাঁর সাথে সাহাবীগণের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর বাহন উটটিকে বসাবার জন্যে ইখ ইখ আওয়াজ করলেন যাতে আমাকে সেটির পেছনে উঠিয়ে নিতে পারেন।

তিনি বলেন, আমি লজ্জাবোধ করলাম আর আমি ছিলাম তাঁর (যুবাইর রাযিআল্লাহু আনহুর) আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি (যুবাইর রাযিআল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর শপথ! (আমার নিকট) তোমার রাসূলের সাথে আরোহন করার কষ্ট আমার কাছে তোমার (বিচি বয়ে আনার) বোঝা বহনের চে' বেশি কষ্টদায়ক মনে হত।

তিনি বলেন, অতঃপর আব্বা আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু আমার নিকট একজন খাদেম প্রেরণ করলেন। ঘোড়াটি দেখা-শুনার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল। সে যেন আমাকে এ দায়িত্ব হতে মুক্ত করেছিল।[৪৬]

---

[৪৬] বুখারী শরীফ

ইনিই হলেন আবু বকরের কন্যা, আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহার বোন, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা বিনতে আবু বকর। তাঁর এই ঘটনা থেকে আমরা তিনটি জিনিস শিখতে পারি।

এক. কঠিন মুহূর্তে স্বামীকে সাহায্য করা। এবং সেই অবস্থার উপরে ধৈর্যধারন করা। হাদীসের শেষ দিকের শব্দ...খেয়াল করলে বুঝতে পারব তিনি কী পরিমাণ কষ্ট আর ধৈর্যধারণ করেছেন।

দুই. এত কষ্ট-পরিশ্রম সত্ত্বেও স্বামীর হক ভোলেননি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর আমানত রক্ষায় সামান্য বিচ্যুতি ঘটাননি। এমনকি রাসূলের পেছনে উঠতেও তিনি অপছন্দ করেছেন। এসব কিছুই যুবাইর রাযিআল্লাহু আনহুর আমানত আর গায়রতের মূল্য রক্ষার্থে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরোহন করলে কেউ যে গাল মন্দ করত, এমন কিন্তু নয়। তারপরও তিনি আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষায় এটা করেছেন। এ কারণেই তো ঘটনা শুনে যুবাইর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছিলেন—

> *"তোমার রাসূলের সাথে আরোহন করার কষ্ট আমার কাছে তোমার বোঝা বহনের চে' বেশি কষ্টদায়ক মনে হত।"*

তিন. আসমা রাযিআল্লাহু আনহার বক্তব্য—যুবাইরের গায়রতের কথা আমার স্মরণ হলো। তিনি ছিলেন সবচে' আত্মমর্যাদাশীল লোক। এটা থেকে যে শিক্ষাটি আমরা পাই তা হলো; স্বামীর গুণ বাহ্যদৃষ্টিতে যতই বাড়াবাড়ি মনে হোক—তা সম্মানের চোখে দেখা উচিত।

“ *স্ত্রীর সামনে পরনারীর প্রশংসা মানে স্ত্রীকে গালি দেওয়া।*

“ *বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুদ্ধিমান পুরুষ স্ত্রীকে ডেকে বলতে থাকে, "হে আমার জীবনসোপান! হে আমার জীবনতরী!"*

কীভাবে সংসারকে ঈমানের শক্তিতে সাজিয়ে রাখব

আমি মুমিনদেরকে বোঝাতে চাই যে—আল্লাহ তাআলার রাহে জীবন বিলানোর মতই জীবনকে সাজিয়ে তোলাও একটা মাকবুল জিহাদ। নিজের জীবনে ব্যর্থতা দ্বীনি ব্যর্থতার পথ খুলে দেয়।

- আল গাজালী রহিমাহুল্লাহ।

নিশ্চয় ঈমান আমাদের যাপিত জীবনের সকল সমস্যার অলঙ্ঘনীয় সমাধান। সুতরাং রবের সাথে জুড়ে যাওয়া অন্তরগুলোর কোনো ভয় থাকে না। হাজারো বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা তাকে কাবু করতে পারে না। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাঁর চরিত্রে কোমলতা ফুটে ওঠে। চালচলন-আচরনে দেখা দেয় নির্মল শুভ্রতা।

রবের আনুগত্যের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবন থেকে সাংসারিক জীবনেও বিস্তৃত হয়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী যে ভালো কাজগুলো করে; তা একটা নূর বা সৌন্দর্য হয়ে ব্যক্তিজীবনে প্রস্ফুটিত হয়।

আল্লামা কাজি ইয়ায বলেনঃ *আমি স্ত্রী আর গবাদী পশুর আচরণ দিয়েই আমার কোনটা সওয়াব আর কোনটা গুনাহ—নিরুপণ করতে পারি।*

আমাদের মুমিনদের সব কাজ পরিচালিত হয় নিয়তের বিচারে। ছোট হোক বড় হোক যে কাজই করি না কেন; পেছনে তার নিয়ত সঠিক হলো কি না এটা যাচাই করা জরুরী মনে করি।

খাবার খাচ্ছি—নিয়ত হল ইবাদতে শক্তি লাভ। ক্ষুধা লেগেছে—সেটাও রবের জন্য সিয়াম পালন। এমনকি খেলাধূলাতেও আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি তালাশ করি।

রাশিদ মুহাম্মদ আহমাদ অভিনব একটি উদাহরণ পেশ করেছেনঃ কোনো মুসলমান সন্ধ্যায় কোনো নেক আমল করল। যেমন—দান সদকা, সময়মত নামাজ আদায়, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, গরীবের দুঃখ দূর করা, কারো জন্য সুপারিশ করা অথবা কোনো মুমিনের দোষ গোপন করা ইত্যাদি ভালো কাজগুলো যদি করে; তাহলে পরদিন প্রভাতে কী হবে জানেন?

সকালে উঠেই সে স্ত্রীর মুচকি হাসি পাবে। সন্তানগুলো আযান হতেই পাক পরিচ্ছন্ন হয়ে মসজিদে দৌড় দিবে। সময় হওয়ার আগেই মাদরাসার বই-খাতা গুছিয়ে প্রস্তুত করে রাখবে। এমনকি খেতে বসলে খাবারও অন্যদিনের চে' সুস্বাদু লাগে।

অফিসে বের হচ্ছে—স্ত্রীর ঠোটের কোনে 'তাবাসসুম' জ্বলজ্বল করছে। গাড়িতে উঠে বসছে, সেটাও আজকে আরাম লাগছে। কাজের শুরুতেই যেন সবকিছু সহজ সহজ লাগবে। নতুন নতুন চিন্তার উৎকর্ষ ঘটবে—যেটা তার প্রমোশনের সুযোগ করে দিবে।

যে গাড়িতে চড়ে চলছে, চালককেও বেশ ভদ্র নিয়ন্ত্রিত লাগছে। ট্রাফিক পুলিশও আজ তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। অফিসের পরিবেশটাও সাজানো-গোছানো পরিপাটি মনে হচ্ছে। অফিস অডিটররাও আজ কত কোমল আচরণ করছে। বিকালে ঘরে ফিরে খাবারে বসছে তাও অসম্ভব সুস্বাদু লাগছে। এভাবেই তার সারাদিন কেটে যায়।

আর কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যায় খারাপ কাজে জড়িয়ে গেল। যেমন—গীবত, কৃপণতা, গরীবকে তাড়িয়ে দেওয়া, নামাজে অবহেলা, ভালো কাজে বাঁধা দেওয়া, অন্যের নাম বিকৃত করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, অন্যায়ের সাহায্য করা ইত্যাদি অপকর্মে জড়িয়ে পড়ল। পরদিন প্রভাতে তার কী পরিণতি হবে জানেন?

ঘুম থেকে উঠেই দেখবে বউয়ের মন বেজার। মুখটা বিরক্তিতে ঠাসা। সে নিজেও জানে না এত বিরক্তি আর বিষন্নতা কোথা থেকে এলো।

এরপর আধঘন্টা চলে যাবে বাচ্চাদের জুতা খুঁজতে। ফলে মাদরাসায় যেতে দেরি। উস্তাদের বকুনী, পিটুনী। নাস্তায় বসে রাগে কটমট করছে—খাবারে এত লবণ কেমন করে হলো!

রাস্তায় জ্যাম—আধঘন্টা দেরি। ড্রাইভারটাও আজ বেপরোয়া হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে বের হচ্ছে দুর্গন্ধ। এ সময়টাতে ট্রাফিক সিগন্যাল। সার্জেন্টটার চোখমুখ লাল। ও বোধহয় বাড়ি থেকে বউয়ের সাথে বাধিয়ে এসেছে আর রাগটা খাটাচ্ছে লোকজনের উপর। কোনমতে অফিসে পৌঁছে রক্ত উঠে গেল মাথায়—টেবিল, পাপোশ, জানালা একেবারে ভজঘট অবস্থা। ওয়াশরুমটাতেও যাওয়ার কায়দা নেই। অডিটর ব্যাটাটাও মনে হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। না হয় এমন আচরণ কেউ করে! বকে তো গেলই আবার নালিশও দিল।

দুপুরে বাড়িতে এসেও শান্তি নেই। খাবারে ধোঁয়ার গন্ধ। বউ ভাত চড়িয়ে ভুলে গিয়েছিল, খাও এবার পোঁড়া-ভাত। সারাদিনটাই গেল শনির উপর দিয়ে। সারাদিনের ধকল কাটিয়ে যেই না বালিশে মাথা রেখেছে—শুরু হল ফোনের ক্রিংক্রিং...।

সুতরাং ভালো কাজ অন্তরে এমন প্রশান্তির হাওয়া চালু করে—যা মানুষের পুরো জীবনটাকেই পরিবর্তন করে দেয়। আর মন্দকাজের প্রভাব মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। যেখানেই যাক তার পিছু নিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি খুঁজে নেয়; তার এই রোগের উৎস কী। তারপর সে তা পরিহার করে চলে।

স্বামীদেরকেও স্ত্রী ও পরিজনের দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিজের ভুলত্রুটি পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের সংশোধনের আদেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। আয়াতে এসেছে—

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ, নিজের পরিবার পরিজনকে নামাজ পড়ার হুকুম দাও এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই।[৪৭]

সুতরাং যে স্বামী পরিবারের সদস্যদেরকে নামাজের আদেশ করে না—যদিও সে নিজে ঠিকঠাক আদায় করে। আর পরিবারবর্গকে তাদের কাজে ছেড়ে দেয়। স্বামী নিজে যতই সঠিক আমল করুক -বসে বহুত বড় জালিম। এ জুলুমের হিসাব তাকে দিতেই হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এসব লোকদের কর্ণকোঠরে আওয়াজ দিয়ে বলেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ
وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ
يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

[৪৭] (সূরা আত ত্ব-হা। আয়াতঃ ১৩২)

হে লোকজন, যারা ঈমান এনেছো। তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো; মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী। সেখানে রূঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।[৪৮]

নিজের পরিবারের প্রতি মুমিনের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। জাহান্নামের আগুনের সামনে তাকে আর তার পরিবারকেও রাখা হয়েছে। তারা আগুনে পড়বে পড়বে ভাব। তার দায়িত্ব এখন এদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করা। যে আগুনের মাঝে মানুষ পাথরের মতই জ্বলতে থাকবে।[৪৯]

সুতরাং আপনি তাদের মন্দকাজে চুপ থাকতে পারেন না। পাপকাজে ছাড় দিতে পারেন না। ভুলের উপর অটল থাকার সুযোগ দিতে পারেন না। আপনার ভালোবাসা মহব্বত তখনই প্রমানিত হবে; যখন তাদেরকে প্রবৃত্তিপুজা থেকে বিরত রাখতে পারবেন। এটা তাদের সর্বপ্রথম শত্রু।

আর দ্বিতীয় শত্রু—যারা তাদের অপেক্ষায় রয়েছে। যারা তাদের ক্ষতি করছে। তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তাদেরকে সমূলে উপড়িয়ে দিতে চাইছে। মনে রাখতে হবে—আপনার ঘরটাই আপনার রাজত্ব। তাহলে সেখানে আপনার রবের নাফারমানি দেখে কীভাবে আপনি বসে থাকতে পারেন।[৫০]

> *প্রতিটি পুরুষ নিজের ঘরে একটি শিশুর মত।*

> *যে পরিবারে পুরুষ স্ত্রীকে ফজর নামাজে ডেকে দেয়, কোনো কারণে দু'জনার মাঝে বিবাদ হলে তাদের অল্পতেই সমাধান হয়ে যায়।*

---

[৪৮] সূরা আত তাহরীম। আয়াতঃ ৬
[৪৯] তাফসীর ফি জিলালিল কুরআন।
[৫০] ফিকরাতুন লিতারবিয়াতিল উসরাহ। আব্দুল লাতিফ আল গামিদী।

তুমি নরম প্রকৃতির হয়ে যাও, মানুষের কাছে ভালোবাসার পাত্র হয়ে যাবে

আমিরুশ শুয়ারা বলেন—

কোনো ব্যক্তি কোমল আচরণ দ্বারা যা অর্জন করতে পারে
জোরপূর্বক তা অর্জন করতে পারে না।
নম্রতা জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির মহত্ত্ব, মর্যাদার প্রতীক।
তেমনিভাবে এটা মুমিনদের পরিচয় ও বহন করে।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুটো জিনিসের ইচ্ছাধিকার চাওয়া হলে উভয়ের মধ্যে সহজটা নির্বাচন করতেন; যদি না তার ভিতরে কোনো নাফরমানি না থাকত। আর গোনাহের কাজ হলে তা থেকে মানুষদের মধ্যে তিনিই সব থেকে দূরে থাকতেন। আর তিনি নিজের জন্য কখনও প্রতিশোধ নিতেন না, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে তখন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন।[৫১]

মানুষদের মধ্যে এমন অদ্ভুত কিছু মানুষ আছে, যারা নিজেদের সফলতাকে অনেক বড় চোখে দেখে এবং তাদের কথার মধ্যে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে। আর এরা নিজের পুরুষত্ব ও দায়িত্বটাকে বিশাল বড় আকারে প্রকাশ করতে চায়। মূলত এই স্বভাবের মানুষেরা সত্য থেকে বহু দূরে। ইসলামের সৌন্দর্য হলো; একজন স্বামীর প্রকাশভঙ্গিটা হবে পরিমিত স্বভাবের।

হ্যাঁ, অবশ্যই সে একজন পরিবারের দায়িত্বশীল হবেন—তবে সেটা কঠোর হয়ে না। এমনিভাবে তিনি অনেক কোমল হবেন তবে হালাল-হারামের ব্যাপারে তিনি হবেন অনেক সূক্ষ্মদর্শী। কিন্তু তিনি জোরপূর্বক কোনো কিছু চাপিয়ে দিবেন না।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

"যে জিনিসের ভিতরে কোমলতা থাকবে সেটা সব থেকে উত্তম সুন্দর হবে আর যার থেকে এটা বের করে দেওয়া হবে সেটা হবে সবচে' কুৎসিত।"

যারা দুনিয়াতে একটি খাবার প্রস্তুতির অপেক্ষায় এবং জামার একটি হারানো বোতাম খোঁজার অপেক্ষায় থেকে জীবন পরিচালনা করে; তারা কখনও কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে না।

---

[৫১] সহীহুল বুখারী।

উমরী শাসনামলে একজন পদপ্রার্থী হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহুর নিকট ইসলামী শাসন পরিচালনা করার জন্য পদ নিতে আসে। তখন উমর রাযিআল্লাহু আনহু তাকে তার নিজের এবং পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর দিতে গিয়ে—তার ঘাড়ের রগ ফুলে উঠে এবং গ্রীবা প্রসারিত হয়ে যায়।

সে বলে—যখন আমি বাড়ি প্রবেশ করি উপবেশনকারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কথা বলতে থাকলে চুপ হয়ে যায়। বাড়ির সম্পূর্ণ আঙ্গিনা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

তখন আমীরুল মু'মীনিন তাকে বললেন, তুমি দূর হয়ে যাও। আমি কখনও মুসলমানদের ক্ষমতা তোমার হাতে দিবো না। কেমন যেন উমর রাযিআল্লাহু আনহু চোখের সামনে বন্দি এক স্বৈরাচারী শাসক দেখতে পেলেন। তিনি আশংকা করলেন মুসলিম দেশগুলো স্বৈরাচারী শাসক দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে!

একজন মুসলিম মৌমাছির মত হবে। যেমন হাদীসে এসেছে—সে উত্তম জিনিস ভক্ষণ করবে এবং তার থেকে তেমন উত্তম কিছু বেরও করবে। কোথাও বসলে খুব কোমলতার সাথে বসবে সেটাকে ভেঙে ফেলবে না।

এতদাসত্বেও তার কোনো অধিকার হরণ হলেও স্থির থাকবেন। রাগ তিনি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন মনে করে দমিয়ে রাখবেন। তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মধ্যে আদর্শ থাকবে। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর পরিবার থেকে কোনো মিথ্যা পেতেন, তখন তাঁর কাছে যেতেন না তওবা করা পর্যন্ত। এবং যে কোনো শাস্তিও সেটা অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ীই হবে।[৫২]

কোনো জ্ঞানী মানুষের কাজ না—তার স্ত্রীকে মাসের পর মাস পরিত্যাগ করা। কেননা সে তখন বাড়ির পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলার প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে।

শুধু খাবারে লবণের পরিমাণ বেশি হওয়া নিয়েও স্ত্রীর পরিবারের কাছে অভিযোগ করা কোনো জ্ঞানী মানুষের পরিচয় না।[৫৩]

---

[৫২] সহীহুল জামে'।

[৫৩] আজকাল আদালতের আশেপাশে ঘুরলেই দেখা যায় তালাকনামা নিয়ে নারী পুরুষের সে কি দৌড়াদৌড়ি। তালাক হচ্ছে। পত্রিকায় ও আসছে। কী একেকটা উদ্ভট সব কারণ দেখিয়ে তালাক চাইছে। একবার তো দেখলাম এক নারী ডিভোর্স পেপার নিয়ে এসেছে। কী কারণ, কারণ হলো তার স্বামী ঘুমে নাক ডাকে...!

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের প্রতি করুণা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার রহমতেই মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মানুষ তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুক্ষ হতেন; মানুষ তাকে পরিত্যাগ করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"আল্লাহ পাকের রহমতেই আপনি তাদের প্রতি নরম হয়েছেন, যদি আপনি কঠোর হৃদয়ের হতেন, শক্ত হতেন তারা আপনার থেকে পলায়ন করতো। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা চান এবং তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন আপনি কোনো কাজের সংকল্প করেন তখন আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের পছন্দ করেন।"[৫৪]

দয়া একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ গুণ। যার দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়। এবং এই দয়ার গুণ দেখেই নবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন—

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি পূর্ববর্তী কিতাবে দেখেছি। তিনি কঠোর না, রুক্ষ না, তিনি বাজারে শোরগোলকারী না।"[৫৫]

কবির কথাটা কত চমৎকার—

প্রতিটা বিষয় কোমলতার সাথে কর
তাড়াহুড়ো থেকে থাকো তুমি দূরে
যা তোমাকে কষ্ট-ক্লান্তি দিবে পরে।
দয়া হল সবথেকে উৎকৃষ্ট

---

[৫৪] আলে-ইমরান। আয়াত: ১৫৯

[৫৫] মুখতাসারু ইবনি কাসীর। আলী আস সাবূনী।

যা দ্বারা সকল কাজ দারুণভাবেই করা যায়।
দয়াবান ব্যক্তি সফল হয় এবং
যে কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আরও চমৎকার। তিনি বলেনঃ

> *"আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না কার উপর জাহান্নাম হারাম? তারা হল, প্রত্যেক নমনীয়, কোমল আচরণের নিকটবর্তী যারা।"*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

> “ *মুমিন খেজুর বৃক্ষের মত। খায়ও ভাল ফলও দেয় ভাল। অন্য কোনো ডালের উপর তাকে কোনো ক্ষতিও করে না।*

সুখি স্বামীর জন্য রবের দেওয়া পথ

নিঃসন্দেহে বিবাহের আকদটা আমাদের মতো মানুষদের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ভবিষ্যতের নকশাটা এই সম্পর্ক ভিত্তিক হয়ে থাকে। এবং এটা একজন পুরুষকে নতুন এক জীবনের অভিনেতা বানিয়ে দেয়।

সে একজন জীবনসঙ্গীনী পায়—সাথে পায় একটা পরিবার। এবং একজন পুরুষ তার ছেলে সন্তানদের জন্য একজন মা, চাচা, চাচী, এবং দাদি বেছে নেয়।

এ সম্পর্ক বা চুক্তিটা বড়ই অদ্ভুত; যা অদ্বিতীয়। যেটা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না। দু'জনের কেউ মারা গেলেও এ সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না।

দুনিয়ায় স্বামী-স্ত্রী জান্নাতেও তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকবে, যদি তারা তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

এইজন্য কখনও কখনও সাওদা বিনতে যাম'আ রাযিআল্লাহু আনহা ভয় পেতেন—এইভেবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাকে তালাক দিয়ে দেন! তিনি রাসূলকে বলতেন—আমি কেয়ামতের মাঠে আপনার স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে চাই।[৫৬]

এইজন্য চিরস্থায়ী এই সম্পর্কের জন্য কিছু নিয়ম থাকা জরুরী, যেগুলো পুরো পরিবারকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে। এবং এমন কিছু পদ্ধতি থাকবে সে অনুযায়ী জীবন চলবে।

আমরা পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামী বিধানের বৈশিষ্ট্যে এমনভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত হবো, যা আমাদের সম্পর্ককে সুন্দরভাবে পরিচালিত করে। আর আমাদের সম্পর্কের ছোট-বড় সকল কিছুর গুরুত্ব প্রকাশে বাধ্য করবে।

আমি একবার টেলিভিশনের একটি প্রোগ্রামে একটি আলোচনা দেখছিলাম যার শিরোনাম ছিল—বৈবাহিক সম্পর্কের সমস্যা ও তার সমাধান।

সেটা দেখে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হল—আমি দেখলাম সমাজের চোখে শিক্ষিত এবং সচেতন, অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত—এমন সব লোকেরা সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা করছেন। তাদের সমাধান দেওয়ার পন্থাগুলো ছিল চরম দুর্বল। যার

---

[৫৬] আল জামি' লিআহকামিল কুরআনিল কারীম লিল কুরতুবী।

কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই এবং কার্যকর কোনো ফলাফলও নিয়ে আসার মতো নয়।

তখন আমি আমার দৃষ্টিকে কুরআনের দিকে নিবদ্ধ করলাম, যেটা আমাদের সামনেই বিদ্যমান। এবং এটাই আমাদের জন্য নববী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সবথেকে উন্নত ও উৎকৃষ্ট সমাধান। আমি খুবই দুঃখিত হলাম—এ কেমন সমাধান আমার সামনে চলছে এবং আমরা এটার সমাধান খুঁজছি তার যথাযথ স্থান বাদ দিয়ে অন্য জায়গাতে!

নিঃসন্দেহে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাতে পাওয়া সম্ভব।

তবে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি, যেটা আমাদের কিছু ভাইয়ের জন্য বেশি জরুরি। যারা তাদের পার্থিব জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামী স্কলারদের কাছে জানতে চায়।

সেটা হল—ইসলামী অনুশাসন থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে নিজেদের সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামের কাছে চাইলে সে সমাধান কোনো কাজে আসে না।

যেমন—কোনো একজন লোক সে এমন একজন মহিলাকে বিবাহ করেছে যার মধ্যে দ্বীনদারি নেই। আবার একজন মহিলা খারাপ চরিত্রের কোনো পুরুষকে বিবাহ করলো। তো ইসলাম তাদের কি সমাধান দিতে পারে?

যদি তারা ইসলামের পথে থেকে সমস্যার সমাধান খোঁজে এবং ইসলামি নির্দেশনায় সন্তুষ্ট হয়, তাহলে তাদের উপর আবশ্যক হল পরিপূর্ণ ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা। তখন ইসলাম তাদের পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার জন্য জিম্মাদার হয়ে যাবে। যেটা তাদের সর্বোচ্চ আনন্দ, উৎফুল্লতার কারণ হবে।

আর যখন আমরা ইসলামকে উপেক্ষা করে নিজেদের চাহিদা মতো চলবো তখনই সমস্যার সৃষ্টি হবে। তখন শায়েখদের থেকে সমাধান খুঁজতে যাবো। তো এটা হল সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয়!

নিম্নে আমাদের কিছু বিধিবিধান কুরআনুল কারিম ও নববী হাদীস থেকে কিছু আয়াত ও হাদীস নির্বাচন করেছি যাতে আমরা দেখতে পাব পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি ঐশ্বরিক গুরুত্ব কত সূক্ষ্ম।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ
بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

এক. পুরুষরা নারীদের তত্বাবধায়ক এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একজনের উপরে অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে খরচ করে। সুতরাং পূণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজত করে ওই বিষয়ের যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন। আর তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা করলে তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা ত্যাগ কর, এবং তাদেরকে মৃদুভাবে প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো অভিযোগের পথ নেই।[৫৭]

দুই.

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ
اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ؑ

আর নারীদের ও অধিকার আছে যেমনিভাবে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার আছে। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপরে মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।[৫৮]

তিন.

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

তোমরা একজনের উপর সম্পুর্ণরূপে ঝুঁকে যেও না, যার ফলে অপরকে তোমার ঝুলন্তর মতো রাখবে। আর যদি তোমরা মিমাংসা

[৫৭] সূরা আন নিসা। আয়াতঃ ৩৪
[৫৮] সূরা আল বাকারাহ। আয়াতঃ২২৮

করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।[৫৯]

চার.

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থঃ তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছো আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৬০]

পাঁচ.

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

অর্থাৎ, তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে রেখে দিবে অথবা বিধি মোতাবেক ছেড়ে দিবে।[৬১]

ছয়.

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমাদের মাফ করে দেওয়াটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

(সূরা আল বাকারাহ। আয়াতঃ ২৩৭)

সাত.

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

---

[৫৯] (সূরা আন নিসা। আয়াতঃ ১২৯)
[৬০] (সূরা আন নিসা। আয়াতঃ ১৯)
[৬১] (সূরা আল বাকারাহ। আয়াতঃ ২৩১)

পিতার উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে সন্তান-সন্ততির খাবার ও পোশাক দান করা কর্তব্য। সাধ্যের বাহিরে কাউকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না।[৬২]

শায়েখ সায়্যেদ সাবেক বলেন— المولود له দ্বারা উদ্দেশ্যে হল পিতা। এবং এই হুকুমের ক্ষেত্রে খাদ্য বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিমাণমত হওয়া। الكسوة দ্বারা উদ্দেশ্যে হল পোশাক। শরিয়তের অধিক প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল—অধিক বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি উভয়টি নিন্দিত। (সুতরাং এখানেও এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে।[৬৩]

আট.

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে বোঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মৃদুভাবে প্রহার করো। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ উপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ।[৬৪]

নয়. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন স্ত্রীর হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বললেন, যখন তুমি নিজে খাবার খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। যখন উপার্জন করবে তখন তাকে পরিধেয় বস্ত্র কিনে দিবে। কখনো তার মুখে প্রহার কর না, গালি দিও না। এবং (কোনো ওজর ছাড়া) তার সঙ্গ ত্যাগ করো না।[৬৫]

দশ. হাসিন বিন মুহসিন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার ফুফু আমাকে বর্ণনা করে শোনান যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার কিছু প্রয়োজনে গিয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি স্বামী আছে? আমি বললাম,জ্বি। তিনি বললেন, তুমি তার সাথে কেমন আচরণ কর? আমি

---

[৬২] সূরা আল বাকারাহ। আয়াতঃ ২৩৩
[৬৩] ফিকহুস সুন্নাহ।
[৬৪] সূরা আন নিসা। আয়াতঃ ৩৪
[৬৫] সুনানে আবু দাউদ : ২১৪২

বললাম, আমি তার খেদমতে কমতি রাখি না তবে যেগুলোর থেকে আমি অপারগ সেগুলো বাদে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—খেয়াল রেখ। তুমি কেমন আচরন করছো তার সাথে। কেননা সেই তোমার জান্নাত এবং সেই তোমার জাহান্নাম।[৬৬]

সুতরাং এই আয়াত ও হাদীসগুলো বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য সুন্দর একটা সলিউশন এবং খুব চমৎকার পদ্ধতি। তাদের ভিতরে কোনো বিষয়ে সমস্যা বা মতানৈক্য দেখা দিলে এই সমস্ত আয়াত হাদীসের আশ্রয় নিয়ে সমাধান করে নিতে পারবে।

তবে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট—যেটা আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই সেটা হলো খেয়ানত।

অর্থাৎ এমন পন্থা তালাশ করা যেটা নিজের দিকটা প্রাধান্য দেয় ও শক্তিশালী করে। আর যেটা নিজের মতের বিরুদ্ধে সেটা না জানার ভান করা।

বরং আমাদের সবসময় প্রত্যাবর্তনস্থল হবে আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধিবিধানের প্রতি। এবং সে অনুযায়ী চলবো—নফসের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য হোক বা না হোক।

> “ *ইন্তেকালের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শেষ কথা ছিল নামাজ...নামাজ... এবং তোমার সকল অধিনস্তদের ব্যাপারে সতর্ক হও।*[৬৭]

> “ *জগত এমন লোকের জন্য পথ তৈরী করে দেয় যার গন্তব্য সুনির্দিষ্ট।*

---

[৬৬] তিরমিযি এবং সনদ সহীহ।

[৬৭] মুসনাদে আহমাদ : ২ : ২৪

গোপনীয় জরুরী অবস্থা

কোনো কারণ নেই। স্ত্রী অন্যমনস্ক, কিছুটা অস্থির। স্বামীও হতভম্ব গেছে। বুঝতে পারছে না কেন এমন বিষন্নতা, রাগ, বিরক্তি, কাজে এত তাড়াহুড়ো। এটাই একান্ত জরুরি অবস্থা যেটা প্রতিমাসেই হয়ে থাকে। এটাকে মাসিক, পিরিয়ড বা হায়েজ বলে।

আচ্ছা—হায়েজ কী এবং এর কারণ কী?

হায়েজ এমন বিষয়কে বলে, যেখানে জরায়ুর ভিতরের অংশ খন্ড-খন্ড হয়ে পৃথক হয়ে প্রবাহিত হয়। জরায়ুর ভিতরের খন্ড বিখন্ড অংশ কখনও জরায়ুর মধ্যে দিয়ে নেমে আসে। এরপর যোনিদার দিয়ে বের হয় এবং শরীরের বাহিরের অংশে হায়েজের রক্ত প্রকাশ পায়। যেটা হরমোনাল ইশারায় মস্তিষ্কে এবং প্রজননসংক্রান্ত অঙ্গগুলির মাঝে কাজ করে।

৮০% মেয়েই কিছু না কিছু কষ্ট বা ক্লান্তি অনুভব করে (যেটাকে সবাই ভারিবোঝার মতো মনে করে/বলে)। অধিকাংশ মেয়েদের হায়েজের ফলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নিঃসারিত হয়।

আর কিছু মেয়ে আছে যারা যন্ত্রণা ভোগ করে অন্যান্য কিছু কারণে। যেমনঃ আশ ফুলে ওঠার কারণে (এটাকে ফাইব্রয়েড বলে) অথবা হায়েজের জন্য ব্যথা বা জ্বলা রোগ, এবং জরায়ুর ভিতরের অংশে ব্যথার কারণে, জরায়ুর ভিতরে কুন্ডুলী তৈরী হওয়ার কারণে।

আর কিছু মহিলা আছে যারা ব্যথা অনুভব করে রঙ পরিবর্তনের সময়। অর্থাৎ হায়েজের মাঝামাঝি সময়ে।

এই উপসর্গগুলো তলপেটে অথবা পিঠে কিংবা পায়ের নলায় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও এই যন্ত্রণার কারণে বমি, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, এমনকি অচেতন অবস্থারও সৃষ্টি হয় ।

সাধারণত ঋতুস্রাবের পহেলা দিন থেকেই এ ব্যথা আরম্ভ হয় এবং ঋতুস্রাবের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনের মাথায় তা বন্ধ হয়ে যায়।[৬৮]

---

[৬৮] দলীলু সিহহাতিল উসরাহ। হার্ভাড ইউনিভর্সিটির মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থেকে প্রকাশিত।

এ সমস্ত উপসর্গ ও লক্ষণ প্রকাশ পেলে মহিলাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সংকীর্ণমনা দেখা যায়। বিশেষ করে ঋতুস্রাবের সূচনা লগ্নে তাদেরকে ভিন্ন প্রকৃতির, খিটখিটে মেজাজ ও অল্পতেই রেগে যেতে দেখবেন। এছাড়া মাথাব্যথা, অলসতা ও বিতৃষ্ণ ভাবও তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু ঋতুস্রাবের সময় ঘনিয়ে আসলে তারা আরও বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঋতুস্রাবের কারণে মহিলাদের প্রায় ৬০ থেকে ২৪০ মিলিলিটার রক্তক্ষরণ হয় এবং ঋতুস্রাব কালে এই পরিমাপের কিছুটা তারতম্য হয়। ফলে তাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ জীব উপাদানগুলো নিম্নস্তরের দিকে হ্রাস পেতে থাকে।

আমাদের এই আলোচনার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়, তা হল ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচরণ কেমন হওয়া চায়?

অবশ্যই ইসলাম মহিলাদের এই সমস্ত অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে সাময়িকভাবে কিছু ইবাদত করা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে।[৬৯]

এটাই আমাদের ধর্ম যা কিনা নারীদের মন মানসিকতা বিবেচনা করে সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোনো বিধান আরোপ না করে সহানুভূতির নিদর্শন স্থাপন করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ঋতুস্রাব চলাকালীন তাদের সাথে এমন অমায়িক আচরণ করতেন, যার কোনো তুলনা হয় না। কারণ তিনি তাদের সাথে ঠাট্টা রসিকতা করতেন। তিনি সেই স্বামী ছিলেন, যিনি কিনা ঋতুবতী নয় এমন অধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ঋতুবতী স্ত্রীর বিছানা ত্যাগ করতেন না।

আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু আনহা বলেন, "আমি এবং নবীজি একই পাত্র থেকে গোসল করছিলাম, আমরা উভয়েই অপবিত্র ছিলাম। তিনি আমাকে কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর আমি ঋতুবর্তী থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে মিলন ছাড়াই যৌনাচারণ করলেন। তিনি এতেকাফ থাকা

---

[৬৯] হায়েযের দিনগুলো শেষ হওয়ার পরে ছুটে যাওয়া রোজা আদায় করে নিতে হবে। নামাজের কাযা করতে হবে না। নামাজ তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসাফির এমনকি ময়দানে লড়াইরত মুজাহিদদের জন্যও রহিত করেননি। অসুস্থ হলেও মাফ করে দেননি। অথচ হায়েযার জন্য নামাজ মাফ। নারীদের প্রতি শরীয়তের আচরণ কতটা মধুর!

অবস্থায় তাঁর মাথা বের করে দিতেন আর আমি ঋতুবতী থাকা সত্ত্বেও তা ধুয়ে দিতাম।"[৭০/৭১]

এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আম্মাজান আয়েশা থেকে বর্ণিত বিস্ময়কর একটি হাদীস রয়েছে। যাতে আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন—

"আমি ঋতুস্রাব চলাকালীন খাবার পাত্র উপস্থিত করে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সে জায়গাতেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে ছিলাম।[৭২]

আমি মাংসযুক্ত হাড় উপস্থিত করে দাঁত দিয়ে তা কামড়াতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সে জায়গাতেই মুখ লাগিয়ে দাঁত দিয়ে তা কামড়াতেন, যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে কামড়িয়ে ছিলাম। তারপর আমি ঋতুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কাপড় বাঁধতে আদেশ দিতেন এবং যৌনআচরণ করতেন।[৭৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো স্বামীকে তার স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালীন তাকে তালাক দিতে নিষেধ করেছেন। দারে কুতনির শব্দে সহীহাইনের মধ্যে উল্লেখ আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে ঋতুস্রাব চলাকালীন তালাক দিয়েছিলাম।

অতঃপর উমর রাযিআল্লাহু আনহু এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উত্থাপন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, "সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় এবং তালাক প্রদত্ত ঋতুস্রাব ব্যতীত আরেকটি ঋতুস্রাব আসার আগ পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। এরপর যদি তার মনে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা জাগে, তাহলে তার সাথে সহবাসের পূর্বেই ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় যেন তাকে তালাক দেয়। এটাই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ইদ্দতের তালাক।"

---

[৭০] বুখারী।

[৭১] এসব হাদীসে কেবলমাত্র ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সেক্সুয়াল মিলন ব্যতীত স্বাভাবিক আদর-সোহাগ বোঝানো হয়েছে। ঋতু অবস্থায় যৌনমিলন চরম নিন্দনীয় এবং ঘৃণিত কাজ। রাসূলের হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, এই সময় শুধুমাত্র সম্ভোগ করা যাবে না।

[৭২] আবু দাউদ শরীফ।

[৭৩] দারে কুতনী।

এটা ছিল তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের আলোক রশ্মি। কেননা অনেক সময় তালাক দেওয়াটা উদ্ভূত সমস্যাবলীর কারণে হয়ে থাকে।

ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী আমাদের পূর্বোল্লিখিত (হায়েযের) উপসর্গে ভুগছিলেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, তারা যেন মন—হৃদয় প্রশান্ত হওয়া এবং স্ত্রীর মাঝে আলাপ-আলোচনা করার মতো মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো কিছু করার থেকে বিলম্ব করে।

আমাদের পূর্বের আলোচনায় উল্লেখিত চিকিৎসা বিষয়ক, ধর্মীয় ও মানবিক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঋতুস্রাবের মুহূর্তগুলো মহিলাদের জন্য তাদের উপর প্রতিমাসে বয়ে যাওয়া সময়ের মধ্য থেকে সবচেয়ে কঠিন এক মুহূর্ত।

সুতরাং হে বিবাহিত ভাই আমার! আপনার কর্তব্য হলো আপনার স্ত্রীর জন্য উপযুক্ত এমন মানসিক চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হওয়া এবং তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে না দেওয়া।

দেখুন, আমাদের প্রতিপালক স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তার ওপর আরোপিত অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধান পালন করা থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। সুতরাং আপনার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ আপনার কিছু হক আদায় করা থেকে তাকে অব্যাহতি দিলে আপনার কি এমন বড় ক্ষতি হবে বলুন তো?

> “ *হায়েজের দিনগুলোতে তার প্রতি খুব আন্তরিক হোন। তার আচরণগুলো খুব সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করুন।*

> “ *৮০% মেয়েরাই মাসিকের দিনগুলোতে অবসাদ ও ক্লান্তিতে ভোগে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে আসে।*

বিবাহঃ লক্ষ্য—উদ্দেশ্য এবং নীতি

বিবাহিত জীবন একটি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর মত। এর নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নীতি থাকা জরুরী। তিনটি বিষয়ই পরিবারের সকলের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা সংশয়-সংকোচ না থাকা উচিত। লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে—তা হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

"আর আপনি বলে দিন যে নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ সবই জগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই।[৭৪]

সাথে সাথে ইসলাম পরিবারনীতির রূপরেখাও বলে দিয়েছে। আর তা হল, তাঁর দেয়া কুরআন যেটা আমাদের জন্য সংবিধান। এবং তাঁর রাসূলের বাণী যা আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয়। তাই এ দুটি ছাড়া না তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে আর না জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

তবে কোন পদ্ধতিতে কুরআন সুন্নাহ মেনে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এটা প্রত্যেকের বিবেকাধীন। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। প্রত্যেককে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তার কাছে সহজ মনে হবে।

আপনি দেখবেন কিছু ইমানের বলে বলিয়ান পরিবার নিজেদের সালাত, কিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভুর সান্নিধ্য হাসিল করছে। আবার কিছু পরিবার ভালো কাজের ক্ষেত্রে অন্য পন্থা অবলম্বন করে। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে প্রভুর মন জয়ে সচেষ্ট হয়। আবার কোনো পরিবার ওয়াজ-নসীহত ও দরস-তাদরীসের মাধ্যমে রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

কিন্তু সর্বোত্তম হল সবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পথ-পদ্ধতি এক হওয়া। এটা আমাদেরকে কঠিন কঠিন পরিস্থিতিও সহজে সামাল দিতে সাহায্য করবে। সমস্যা যতই বড় হোক; সম্মিলিত প্রচেষ্টার মুখে তা একেবারেই সামান্য মনে হবে।

---

[৭৪] সূরা আনআম : ১৬২

'দলীলুয যাওয়াজ' কিতাবের লেখক ড. স্যামুয়েল ক্লিঞ্জ বলেনঃ

"নিশ্চয় স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর যৌথ লক্ষ্য নির্ধারণই সুখময় সংসারের মূল ভিত্তি। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কেবল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য নয়! কারণ কখনও লক্ষ্য হয় নতুন বাড়ি করা আবার কখনও ইউরোপে ভ্রমণ। আবার কখনও কারো লক্ষ্য হয় বড়সড় একটি পরিবার গঠন করা। এগুলো আসলে দেখার বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেষ্টা করছে কি না।"

একপর্যায়ে তিনি বলেনঃ

"প্রয়োজন হল স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে যৌথ কোনো লক্ষ্য স্থির করে তা নিজেদের সামনে রেখে সেটা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে যাওয়া। কারণ শান্তি, সফলতা সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। তেমনিভাবে এর জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সংসার বিনির্মানে, জয়-পরাজয়, ব্যর্থতা ও সফলতা ভাগ করে নেওয়া।[৭৫]"

---

[৭৫] ইদফায়ী যাওজাকা ইলালন নাজাহ। ডর্সি কেরেঞ্জি।

লক্ষ্য—আল্লাহর সন্তুষ্টি

সূচনা—আল্লাহ তাআলার বিধান। সেটাকেই পরিবারের সকল কাজে অগ্রগন্যতক দিতে হবে। পরিবারের প্রতিটি সিদ্ধান্তে এই নীতি থেকে মোটেও বিচ্যুত হওয়া চলবে না।

সূচনা এবং লক্ষ্য ঠিক হবার পর এখন লক্ষ্যে পৌঁছতে মধ্যবর্তী আরও কিছু লক্ষ অর্জন করতে হয়।

মধ্যপ্রধান লক্ষ্যঃ তা হচ্ছে খুব সুদূরপ্রসারী। যেমন—আমার ঘর অন্যান্যদের জন্য আদর্শ হবে। এবং মুসলিমদের জন্য আমার ঘর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হবে। এমনিভাবে আমার সন্তানদের এমনভাবে গড়ব যাতে তারা মুসলিম সমাজে মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে এবং মুসলিম জাতির গর্বের কারণ হয়। নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে এর এই শক্তিতে ভর করে আমার জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। পাশাপাশি তা আমার পরিবারেরও খোরাক যোগাতে পারে। এ ছাড়াও ইতিবাচক অন্যান্য সূদূর প্রসারি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

চলমান লক্ষ্যঃ অর্থাৎ যে লক্ষ্যগুলো জীবন গঠনের মাঝপথেই অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এটাকে প্রধান লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্তও ধরা যায়। কেননা এগুলো পরিশেষে প্রধান লক্ষ্যের পথে পৌঁছে দেয়। যেমন—মালের লোভ ত্যাগ করা, কোনো ইয়াতিমের জিম্মাদারি নেওয়া, রুটিন করে কুরআন মুখস্থ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার এবং নিকটবর্তীদের সাথে সাক্ষাত করার কোনো অভ্যাস তৈরি করা। এমন আরও যত ভালো কাজ সেগুলো অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি জ্ঞানবান স্বামী ও স্ত্রীর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। যারা চায় ঐশীভাবে তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা সব পূরণ করা হোক। তারা নিজেদের আমল ও কলব দ্বারা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। এবং রবের পক্ষ থেকে এমন কোনো ইশারার আশায়, ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকে যেটা তাদের জন্য স্পষ্ট করে দিবে সিরাতে মুস্তাকীমের পথ; সফলতার পথ।

সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলার সহজ পন্থাগুলির অন্যতম হল-

এক. আমাদের ছোট-বড় সকল বিষয়ে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাওয়া। এ ক্ষেত্রে আমাদের এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে যে—"তুমি আল্লাহর সাথে থাক আল্লাহও তোমার সাথে থাকবেন"।

দুই. আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং সফলতার দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

তিন. সুন্দর কোনো লক্ষ্য অর্জনে শরীয়তের বিকল্প নেই বলে বিশ্বাস করা।

চার. যখনই যা চিন্তায় আসে তা নোট করে রাখা। এক্ষেত্রে কোনো গড়িমসি না করা।

পাঁচ. প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করা।
ছয়. কোনো প্রতিকূলতার পরওয়া না করে দৃঢ়পদে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং অন্তরকে মজবুত রাখা।

দৃষ্টিপাত :

একদল নেককার লোক আল্লাহর ভালোবাসা সম্পর্কে আলোচনা করতে বসল। জুনাইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন মজলিসে। তিনি সবার ছোট। বড় বড় বুযূর্গরা সেখানে বসা। সকলেই জুনাইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি আবেদন করে বলল—তোমার কাছে যা যা আছে সবই আমাদের বল।

একথা শুনে তিনি মাথা নিচু করলেন। চোখ থেকে চলছে অশ্রুবর্ষণ। তিনি বলতে লাগলেনঃ একজন বান্দা তো এমন হওয়া উচিত যে—নিজেকে ভুলে গিয়েছে। সর্বদাই তার জিহ্বা প্রভুর জিকিরে সরব থাকে। তার সকল হক্ব যথাযথ আদায় করে। ক্বলবের দৃষ্টি সর্বদাই স্বীয় পালনকর্তার দিকে নিবদ্ধ রাখে। কথা বলার প্রয়োজন হলে রবের সাথেই বলে। কারো সম্পর্কে বলতে গেলে আল্লাহর সম্পর্কেই বলে। নড়ন-চড়ন, নীরবতা-সরবতা সব আল্লাহর ইশারাতেই হয়। কেমন যেন তার সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু মহান প্রভু, আল্লাহ জাল্ল শানুহু।"

এতদাশ্রবণে সমস্ত শায়েখরা কেঁদে উঠলেন। এবং বললেনঃ তোমার এ আলোচনার পর অতিরিক্ত আর কিছু দরকার নেই। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক।[৭৬]

> “ *জীবনকে সঞ্জীবিত করার প্রথম পদক্ষেপ হল তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালিত করা।*

[৭৬] তাহযীবু মাদারিজুস সালিকীন। ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ।

একসাথে কাজ করা

অংকের মধ্যে আমরা দেখি যে ১+১+১ = ৩ হয় তেমনিভাবে ফলাফলের বিবেচনায়ও ১+১+১ এর ফলাফলটা প্রত্যেকের আলাদা কাজ থেকে বেশী ফলদায়ক হয়। এ কথাটাই যেমনটি বলেছিলেন সাতফান কূফী—

"মৌল অর্জন সমস্ত শাখার অর্জন থেকেও বড় হয়ে থাকে।"

এজন্য বুদ্ধিমান পরিবারের জন্য জরুরি, তারা তাদের সবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক করে নিবে—যাতে একটা সুন্দর ফলাফল আসে। সকলেরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি আলাদা আলাদাভাবে লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা করে বিভিন্ন পন্থায়, তাহলে এর ফলাফলটা তেমন হবে না। তাছাড়া একাকিত্ব ও সঙ্গহীনতার কারণে সৃষ্ট অলসতার কথা তো বাদই দিলাম!

একে অপরকে সহযোগিতা করা বা সম্মিলিত প্রচেষ্টার রীতি আল্লাহ্ তাআলা শুধু মানুষকেই দেননি বরং সমস্ত প্রানীকূলকেই এই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

কোনো এক কবি বলেনঃ

পিঁপড়া সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বসত নির্মাণ করে,

মধুমাছি তার মধু আহরণ সবে মিলে সব করে।

পরিবারের সকলেই যখন একসাথে কাজ করবে একটি দলের মতন, তখন সৌভাগ্যের দরজা তাদের জন্য খুব দ্রুতই প্রশস্ত হতে থাকবে। পারিবারিক সমস্যাগুলো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিহত করা গেলে ফলাফল সুন্দর হয়।

“ *প্রিয়তমার হাতে হাতে রাখুন। শক্ত করে ধরুন। মুখে একটু মুচকি হাসি—বলুন, জান্নাতেও এভাবে একসাথে দেখা হোক।*

ঈমানদার ঘরের আলামত

এক. সেটা সর্বদা প্রাণবন্ত থাকবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না তার দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[৭৭]

আমাদের ঘরগুলো কীভাবে ঈমানদার ঘর হবে আপনিই বলুন! অথচ তা বিরান; কোনো সাড়াশব্দ নেই। মৃত; তাতে কোনো যিকির নেই। আপনি দেখবেন সেগুলো থেকে কোনো যিকিরের আওয়াজ আসে না এবং সেগুলোর আশপাশ কুরআনের আলোয় আলোকিত হয় না। যেমনিভাবে তাতে হয় না কোনো সালাত আদায়।[৭৮]

দুই. ঘর কিবলার সাথে সামঞ্জস্য করে নির্মাণ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর আমি মুসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী নাযিল করলাম যে তোমরা উভয়ে তোমাদের গোত্রের জন্য মিশরে ঘর নির্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলিকে বানাও ক্বিবলা। এবং তাতে সালাত আদায় কর। এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও।[৭৯]

নিশ্চয় ঐ সমস্ত ঘর যেগুলোতে সালাত আদায় করা হয় সেগুলো সালাতহীন ঘর থেকে উত্তম। ফিরিশতাগন তাতে প্রবেশ করেন; সাথে সাথে পালিয়ে যায় মরদূদ-বিতাড়িত শয়তান। নাযিল হয় আল্লাহ তাআলার রহমত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ঘরেও সালাত আদায় করতে বলেছেন।

---

[৭৭] মুসলিম

[৭৮] মুসলিম

[৭৯] সুরা ইউনুস : ৮৭

" উত্তম নামায হল যা ঘরে আদায় করা হয়। তবে ফরয সালাত এর ব্যতিক্রম।"[৮০]

তিন. স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে সদুপদেশ দেওয়া। কখনও কোনো একজন অলস হয়ে যায় বা ক্লান্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঈমানদার ঘরগুলোকে দেখবেন যে তারা একে অপরকে সদুপদেশ দিচ্ছে। স্বামী কখনও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে যে সে নামায আদায় করেছে কিনা? তার যিকিরগুলো ও ওযিফাগুলো আদায় করেছে কিনা? এমনিভাবে স্ত্রীও স্বামীকে বিভিন্ন নেক কাজের উৎসাহ দিয়ে যায় এবং তাকে সমস্ত ভালো কাজ এবং উত্তম কাজগুলোর জন্য আগ্রহী করে তোলে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের রাসূল আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শেষরাতে বিতর পড়ার আগে বলতেনঃ আয়েশা ! উঠ। বিতর পড়।[৮১]

এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে নসীহতও করেছেন-

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রহম করুন যে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগ্রত করে আর সেও সালাত আদায় করে । যদি স্ত্রী উঠতে না চায় তবে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। এমনিভাবে আল্লাহ রহম করুন ঐ মহিলার উপরে যে শেষরাতে উঠে এবং তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে অতঃপর তার স্বামীকে জাগ্রত করে ফলে সেও সালাত আদায় করে। আর যদি স্বামী উঠতে না চায় তবে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।[৮২]

চার. সূরা বাকারাহ পড়ে শয়তান থেকে আশ্রয়ের প্রার্থনা করা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

" সুরা বাকারাহ পড়। কারণ শয়তান ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়।"[৮৩]

পাঁচ. মিসওয়াক করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হাদীসে এসেছে। আয়েশা সিদ্দিকা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।[৮৪]

---

[৮০] তিরিমিজি।
[৮১] মুসলিম
[৮২] মুসনাদে আহমাদ। আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
[৮৩] সহীহুল জামে
[৮৪] সহীহ মুসলিম

ছয়. পরিশেষে একটি কথা মনে রাখতে হবে কখনও যিকিরের কথা ভুলে যাওয়া যাবে না। কারণ যিকিরের রয়েছে বিরাট ফযীলত। তার প্রভাবও অনেক গভীর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"যখন কোন লোক ঘরে প্রবেশ করে। এবং ঘরে প্রবেশ করার সময়, খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন শয়তান বলে—

"এখানে রাত যাপন করা যাবে না এবং খাওয়াও যাবে না।"

আর যদি সে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নেয় তখন শয়তান বলে—

"এইতো আমরা রাত্রি যাপনের সুযোগ পেয়েছি"।

এরপর সে যদি খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম না নেয় তবে শয়তান বলে—রাত্রি যাপনের সুযোগ তো হয়েছেই এবার খাওয়ারও সুযোগ হয়েছে।[৮৫]

তাই আল্লাহ আল্লাহ সবকাজে আল্লাহ তাআলার যিকির অব্যাহত রাখতে হবে। আমি এটার ব্যাপারে নিজেকেও বলছি আপনাদেরও বলছি। এর দ্বারাই আমার নফস এবং আমাদের ঘর এবং আরও যাদেরকে আমরা ভালোবাসি তাদের রক্ষা করা সম্ভব।

---

[৮৫] সহীহ মুসলিম

ঘরে যা কিছু ঘটবে সব গোপন রাখতে হবে

আমার একান্ত বিষয় ও তোমার একান্ত বিষয় শুনতে যেন তৃতীয়জনের কানে না যায়, এসব কথা ঘরের দেয়াল ভেদ করে দু'জন অতিক্রম করলেই ছড়িয়ে যাবে সবার কানে কানে।

ঘরের চার দেয়ালের মাঝে একটা পরিবার বাস করে। তাদের সুখ-দুঃখ এবং আশা- আকাঙ্খা অনেক কিছুই তাদের সঙ্গি হয়। আর এগুলো উভয়ের কাছে 'সিক্রেট' হিসেবেই থাকে। অতএব, স্বামীর কোনো অধিকার নেই যে স্ত্রীর গোপন রহস্যগুলি ফাঁস করে দেবে। যেমনিভাবে স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই স্বামী ও তার মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি কাউকে বলে দিবে। বরং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হল তারা এগুলো অন্তরেই তালা মেরে রাখবে।

আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদের এ বিষয়টারই প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন—

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

"নেককার মহিলা হল যারা আল্লাহ তাআলার হেফাযতকৃত গোপন বিষয়গুলোকে হেফাযত করে।"[৮৬]

আর সবচেয়ে বেশী গোপনীয়তার বিষয় যেগুলো শরীয়ত নিজেও প্রকাশ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে তা হল যৌনাচার সম্পর্কিত গোপন বিষয়গুলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি; যে মহিলার কাছে যায় আর মহিলাও তার কাছে আসে, এর পর সকালে সে এ সমস্ত বিষয় কাউকে বলে দেয়।"[৮৭]

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন—
"তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে পুরুষদের দিকে মুখ ফিরে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে নিজ স্ত্রী সঙ্গমের সময় দরজা বন্ধ করে, নিজেকে পর্দায় আড়াল করে এবং আল্লাহর নির্দেশমত তা গোপন রাখে? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ পরে (মিলন শেষে) এ কথা বলে যে, আমার স্ত্রীর সাথে আমি এরূপ এরূপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল।

[৮৬] সূরা আন নিসা : ৩৪
[৮৭] মুসনাদে আহমদ

অতঃপর তিনি মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন নারী আছে কি যে তার সঙ্গমের কথা নারীদেরকে বলে বেড়ায়? নারীরাও সবাই চুপ হয়ে গেল।

এ সময় এক যুবতী নারী তার দুই পায়ে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসলো, যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। যুবতী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বলেছেন, আসলেই তা ঘটে। পুরুষেরা পুরুষদের মধ্যে, আর নারীরা নারীদের মধ্যে এরূপ কথা বলে থাকে।

এরপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি জানো, এদের উদাহরণ কি? তিনি বললেনঃ এদের উদাহরণ হচ্ছে, এমন এক শয়তানের যে স্ত্রী শয়তানের কাছে গিয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের যৌনক্ষুধা মিটালো, এই দৃশ্য লোকেরা স্বচক্ষে দেখলো।[৮৮]

একান্ত এ বিষয়গুলো বাহিরে প্রকাশ করার ফলে উভয়ের মাঝে অনাস্থা তৈরী হয়। দু'জনার মাঝে ঝগড়া বিবাদের উপকরণ তৈরী হয়। আল্লাহ তাআলার আযাবের পথ খুলে দেয়।

কবি বলেন :

আমি রাতের কোন কথাই প্রকাশ করি না।
গোপনীয় হোক বা সেটা অন্যকিছু
তার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ আমি ভুলে হোক বা বুঝে।
আমার হৃদয়ের ভাজে জমা রয়েছে তার হাজারো একান্ত কথা/
অথচ আমি ভুলেই গিয়েছি সেখানে রয়েছে কিছু ভাঁজ করা।

চুটকি :

এই একান্ত বিষয়গুলো মেয়েদের কাছে দুই প্রকার। এক. যেটাকে তারা একেবারে তুচ্ছ ধারণা করে। এবং সেটাকে গোপন রাখাকে জরুরীই মনে করে না।

দুই. যেটা তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা করে। কিন্তু সেটা গোপন রাখতে পারে না।

> “ *সম্ভ্রান্তদের হৃদয় রহস্য আর গোপনীয়তার কবর।*

---

৮৮ মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদ।

আগামীকাল ভালোবাসা দিবস

আমার বন্ধু আমাকে বললঃ শুভ নববর্ষ, আগামীকাল তো ভালোবাসা দিবস।

উত্তরে আমি অবাক হয়ে বললাম: আশ্চর্য! ভালোবাসার কোনো দিবস আছে বলে আমার জানা ছিল না, মানুষ আবার তা উদযাপনও করে! আচ্ছা বলতো ওই দিনের রীতি প্রথা কীভাবে পালন করতে হয়?

সে অবাক হয়ে বলল, আরে বোকা! ভালোবাসা দিবস তো ভ্যালেন্টাইনস ডে। সেদিন প্রিয় বউটাকে একটা লাল গোলাপ দিবে। তাকে প্রেম-প্রীতির কথা শোনাবে। সেটা তো প্রেমিকদের ঈদের দিন। আমরা সুন্দর সুন্দর স্মৃতি-কথা স্মরণ করি। আগ্রহ-উদ্দীপনা নবায়ন করি। ভালোবাসার নতুন অধ্যায় শুরু করি।

আমি আফসোস করে বললাম: বন্ধু আমি তো একজন মুসলিম। মুসলমানদের জন্য যা বৈধ আমার জন্য তাই বৈধ। মুসলিমদের ঈদ আমার ঈদ। তাদের আনন্দ খুশি আমার আনন্দ খুশি।

যারা ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে নিজেদের জন্য এক দিন নির্ধারণ করে উদযাপন করে—স্মৃতি কথা স্মরণ করে; তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমার তো এমন আদর্শ রয়েছে যার মতো দুনিয়াতে কোথাও আমার চোখে পড়েনি। আমার কাছে প্রতিটি দিনই ভালোবাসা দিবস। প্রতিটি মুহূর্ত অঘোষিতভাবে স্বীকৃত যে; আমি আমার প্রিয় বউটাকে ভালোবাসি।

ভালোবাসায় আমার আদর্শ বা প্রকৃত ভালোবাসা ভ্যালেন্টাইনস ডে নয়। আমার নিয়ম হলো স্ত্রীর প্রতি দয়ালু আচরণ করা, মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা, লাল গোলাপে বরণ করা নয়। মনে রেখ! আমাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এতদীর্ঘ যে তা কখনও শেষ হবার নয়!

বন্ধুরে শেষ কথাটা শুনে রাখঃ যদি তোমরা বছরে একদিন ভালোবাসা দিবস উদযাপন করো তাহলে শুনে রাখ, আমি তিনশ পয়ষট্টি দিনই ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকি।

আমার উত্তরে বিরক্ত হয়ে বন্ধু আমাকে বলল, এবার তুমি থামো তো যথেষ্ট বলেছ। তোমার নিয়ম থেকে তো বিষয়টা আরও সহজ। আমরা যদি বছরে একদিন নির্ধারণ করি, যেদিন দম্পতি তাদের সুন্দর স্মৃতি কথা স্মরণ করবে, দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে, তাহলে এতে এত কি ক্ষতি আছে?

তখন আমি বললাম: বন্ধু তাহলে আমার থেকে এক প্রেমিকের কথা শোনো।

আমরা তো মুসলিম। আমাদের দুটো ঈদের দিন আছে। তাই তৃতীয় কোনো ঈদের দিন আমাদের প্রয়োজন নেই। অন্য মতাদর্শীদের ঈদ উদযাপন তো দূরের কথা।

আমি ভালোবাসা দিবস নিয়ে গভীর চিন্তা করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম তা কেবল ক্লান্ত যোদ্ধার জন্য একমুহূর্ত স্বস্তির মত।

তুমি দেখতে পাবে—যে দম্পত্তি সারাটা বছর দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি-পেরেশানি নিয়ে দিন পার করে ; তারাই এই দিন আসলেই সে সব দুঃখের কথা ভুলে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে!

পক্ষান্তরে আমি তো একজন মুসলিমের মতো সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মন পবিত্র করেছি। তবে কখনও যদি দুনিয়ার মোহ হৃদয়ে এসে পড়ে তাহলে ইসলাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে—সর্বদা ভালো কথা বলা, সর্বক্ষণ মৃদু হাসা, নরম স্বভাবের হওয়া। এত সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শের পরেও কেন আমার ভালোবাসা দিবসের প্রয়োজন থাকবে!?

> “ *যার কথার মুরোদ নেই, যুক্তিতে ধার নেই—গোঁ ধরে থাকা তার অভ্যাস। কথায় না পারলে লাঠির জোর দেখায়।*

“ বিছানা ও শোবার ঘর আর কসরত-কলাকৌশল এবং প্রতিভা বিকাশের মনোমুগ্ধকর উপত্যকা। চলুন হয়ে যাক একটি রোমাঞ্চকর ভ্রমণ।

মিলনসম্পর্কীয় পাঠ

দুনিয়ার সব বিষয়ে ধৈর্য আর অপেক্ষা প্রশংসনীয়; কেবল তোমার মিলনের অপেক্ষা ব্যতীত। কারণ তা নিন্দনীয়।

আল্লাহ তাআলা মিলন কামনা এজন্য সৃষ্টি করেননি যে মানুষ সেটাকে ভোগ আর কামুক চরিত্রের প্রকাশ ঘটাতে ব্যবহার করবে। এজন্যও নয় যে ইচ্ছেমত যৌনক্ষুধা মিটাবে আর লালসা চরিতার্থ করবে। বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীন মিলন কামনা মেটানোর জন্য সুস্থ রুচিসম্মত একটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেটা হল বিবাহ। এর মধ্যমে নিঃসারিত হয় ভালোবাসার প্রসবণ। মুগ্ধতায় ভরে ওঠে পুরো পরিবেশ।

আল্লাহ তাআলা তার সৎ বান্দাদেরকে এই শক্তিতে সক্ষমতা দান করেছেন। কামনার সমুদ্রে ইচ্ছেমত উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। হারাম পরনারীর আসক্তি থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করেছেন।[৮৯]

---

[৮৯] ফন্নুয যিকরি ওয়াদ দুআ।

প্রেম বিলাপ (স্বামীর অভিযোগ)

আমার এক বন্ধুবর আমার কাছে এলো। এক পা এগুলে সে আরেক পা পিছাচ্ছিলো। বরাবরের চেয়ে সে একটু বেশিই অপ্রকৃতস্থ ছিলো। তার ভেতর সেদিন কেমন সংকোচ দেখছিলাম। মনে হচ্ছিলো জীবনের কোনো অধ্যায় থেকে সে চরম বিতৃষ্ণ।

আগ বেড়ে আমিই তাকে জিজ্ঞেস করলাম: কী ব্যাপার? বেশ অপ্রশান্ত লাগছে তোমাকে; মস্তিষ্ক খানিকটা বিক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে।

সে বললঃ হ্যাঁ, অবস্থা এমনই।

তার দুঃখ কিছুটা লাঘব করার চেষ্টায় তাকে বললাম: কী হয়েছে বলো। হয়তো তোমার জন্য কিছু করতে পারবো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বললোঃ আমার বউটাকে তালাক দিয়ে দিবো।

কথাটা বলল আর মনে হলো তার মাথা থেকে পাহাড়সহ বোঝা সরে গেলো। আমি বেশ অপ্রস্তুত ছিলাম এমন কিছুর জন্যে। জানতে চাইলাম কী কারণ? আমরা তো অনেক দিনের বন্ধু কিন্তু কখনও তোমাকে তার ব্যাপারে অভিযোগ করতে শুনিনি, উল্টো বরং তুমি তার মধুর ব্যবহার, উত্তম আচরণ আর তোমার বর্ণনামতে আরও যেসব গুণাবলির কথা বলতে, এ সময়ের অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে সেসব পাওয়া বিরল তো বটেই, অসম্ভবও!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললো, হ্যাঁ..... এগুলো আমি এখনো বলি কিন্তু...।

মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে লাগলোঃ কিন্তু সমস্যা আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কে। সাক্ষাতের সেই উষ্ণ অভ্যর্থনা হারিয়ে গেছে। নিভে গেছে সেই প্রেম-প্রদীপ। যার বহ্নি শিখায় আমরা উত্তাপ পোহাতাম।

সপ্তাহভর সেই মধুক্ষণের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকতাম, সেই স্বপ্ন ও সময়গুলোও কেমন পানসে হয়ে গেছে। কেবল যেনো মনে হয় প্রাত্যহিক কর্তব্য পালন করছি মাত্র। অতঃপর আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি একে অপরের দেহ-মন থেকে। আগের মতো সে এখন আর আমার প্রয়োজনগুলোর প্রতি গুরুত্বরোপ করে না এবং.....

বন্ধু আমার একের পর এক সমস্যার কথা বলে যেতে লাগল, এ সময়ের অধিকাংশ স্বামীরাই যেসব সমস্যায় ভোগেন; শোবার ঘরে পারস্পারিক তাদের সৌহার্দের অভাব, রোমান্স শুন্যতার অভিযোগ।

বালিশের জবানবন্দি

যদি বালিশকে বলা হতো। শোনাও প্রেমিক-প্রেমাষ্পদের বিনিদ্র রজনীর নেপথ্য কথা। যদি তাকে দেওয়া হতো কথা বলার শক্তি। তবে সে বলতোঃ

"স্ত্রী তার নিজের ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন, সে মনে করে স্বামীকে তো পেয়েই গেছি ফলে ভুলে যায় তার সাজসজ্জা। ছেড়ে দেয় নিয়ম করে আতর সুগন্ধি মেখে পরিপাটি হওয়া। শোবার ঘরেই স্ত্রীর যত অভিযোগ। সন্তানদের বিরক্তি, প্রতিবেশীর দুর্ব্যবহার, বাজারে মূল্যের উর্দ্ধগতি ইত্যাদি আরও কত কী! আর স্বামী বেচারা অনিঃশেষ ধৈর্য নিয়ে শোনেন স্ত্রীর সব অভিযোগ। এরপর যখন স্বামী প্রত্যাশা করেন স্ত্রীকে, আকাঙ্খা করেন তার নৈকট্য, অগত্যা স্ত্রীর বেঘোর ঘুম আর গরীবের রাঁধুনি সুবাস স্বামীকে পীড়া দেয় আর স্ত্রীও স্বামীর ত্বরান্বিত আদরে পীড়িত হন। ধীরে ধীরে পারস্পারিক এই পীড়া বিরক্তি এবং বিচ্ছেদ পর্যন্তও গড়ায়। প্রায় স্ত্রীদেরই এই অবস্থা...। (আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিন)

আর স্বামী কী করেন?

কাজ থেকে বাসায় ফেরেন প্রতিদিন ক্লান্ত শরীরে। হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে পত্রিকাটা হাতে নিয়ে চলে যান শোবার ঘরে। ডুবে যান পত্রিকার বিশ্ব ভ্রমনে। আবার ঘুমে চোখ বুজে এলে ঢলে পরেন ঘুমের কোলে।

সচরাচর এমনই হয়। স্ত্রীর রাতের বিশেষ পোশাক তাকে আকৃষ্ট করে না। পরিপাটি চুলের খোপা নজর কাড়ে না। সুভাসিত করে না তাকে স্ত্রীর খুশবু। অথচ এই লোকটাই এক সময়ে স্ত্রীর কেবল দেহের সুগন্ধেই মাতোয়ারা হয়ে যেতো। আর এখন এত আয়োজনের পরেও স্ত্রীর অভিযোগ শুনতে হয় আমাকে। তার চোখের জলে ভাসতে হয় আমি বালিশকে!"

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদল এই ব্যাপারে একমত যে, বৈবাহিক সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক চাহিদার অপূর্ণতা সাংসারিক জীবনের অধিকাংশ সমস্যার উৎসমূল। এদিকে অধিকাংশ যৌন সমস্যা ও সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে লজ্জা করায় অবস্থা কখনও গুরুতর হয়েও দেখা দেয়।

তবে আমি তোমাদের নিয়েই অতিক্রম করবো এই দুর্গমগিরি। সম্পর্কের প্রতিটি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে এগুবো ধাপে ধাপে। পূর্ব প্রাতিজ্যের সকল পুর্বসূরীদের গবেষণা ও অভিজ্ঞদের সম্বল করে আলোচনা করবো প্রশ্নত্তর আকারে।

বৈবাহিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কী?

যৌন সম্পর্কের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান দুই রকম।

প্রথম প্রকার এবং অধিকাংশেরই এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, যৌন সম্পর্ক হলো একপ্রকারে জৈবিক কার্যকলাপ যা খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় এবং প্রয়োজন হয় না এতে অধিক সংলাপের। খাবার, পানির মতই তার সম্পাদন পদ্ধতি ঘটা করে শেখানোর প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকারঃ কেউ কেউ আবার মনে করেন স্বামী-স্ত্রীর সেই মধুক্ষণ ও তার চরম পুলক গভীর প্রেমানুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ। সেজন্যে তারা বিশ্বাস করেন, জৈবিক এই সম্পর্কের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রেমের গভীর ও সত্যনিষ্ঠ অনুভূতির উপর।

আমি তাদের সাথে একমত, যারা বলেন জৈবিক সম্পর্ক বিশেষ একটি দৈহিক কার্যকলাপ। যা মানুষের অস্তিত্ব এবং প্রবাহমান জীবনযাপনের সাথে স্বয়ংক্রিয় সম্পৃক্ত। কেননা কোনো অপরিণত মানুষকে যদি জনশুন্য একটি মরুদ্বীপে রেখে আসা হয়, সেখানে কেউই নেই যে তার সাথে যৌন চাহিদা সম্পর্কে কিছু বলবে। তথাপি যে তার সহজাত এই কাম বাসনার প্রয়োজনীয়তা অক্ষরে অক্ষরে অনুধাবন করবে।

অনুরূপ আমি তাদের সাথেও সহমত পোষণ করি যারা বলেন, জৈবিক চাহিদা পূরণ অতিপ্রাকৃতিক প্রেমানুভূতির প্রকাশ। যা মানুষের ব্যক্তিসত্তা রচনা ও মনঃদৈহিক সংবেদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত। উপরন্তু স্বামী-স্ত্রীকে এ ব্যাপারে সচেতন করা ও একান্ত শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করি, যাতে হতাশার কালো মেঘে আছন্ন না হয় কারো স্বপ্নের সংসার। ফলে ভয়ংকর রূপে ভেঙ্গে পড়বে সমাজের বৈবাহিক ব্যবস্থাপনা।

অনেক পাঠকের মাথায় এখন বিভিন্ন রকম প্রশ্ন খেলবে। কেউ কেউ বলতে পারেনঃ আগের দিনের সাংসারিক প্রজন্ম সে যে কী আনন্দে কাটিয়েছেন তাদের বৈবাহিক জীবন অথচ তারা এ বিষয়ের কোনো পুস্তক কিংবা নথি-পত্রের দ্বারস্থ হননি। কিংবা সংসার বিষয়ক কোনো সেমিনার বা কর্মসূচীরও আয়োজন করেননি। তাহলে আমরা কেন বিবাহ ও সংসার যাপনের প্রশিক্ষণ নিয়ে এক আবশ্যকীয়তার কথা বলছি? পূর্ববর্তীদের মত তা মানবিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানের উপর ছেড়ে দিলেই তো পারি।

দুইটি অংশে এর উত্তর দিবো।

প্রথম অংশঃ বৈবাহিক সম্পর্ক, বিশেষত যৌন জীবনের আলোচনা নিয়ে আমরাই প্রথম অবতীর্ণ হইনি বরং ইসলামি সভ্যতার প্রথম যুগেও ছিলো বয়ঃসন্ধি। বিবাহ ও প্রবৃত্তি নিবারনের সুশিক্ষা প্রদানের রেওয়াজ। ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে গবেষণাকারী ব্যক্তি সহজেই প্রত্যক্ষ করবেন, জৈবিক সম্পর্ক নিয়ে ফিকহের কিতাবাদিতে শতাধিক মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপ জৈবিক, দৈহিক, যৌনপ্রাকৃতিক বহু মাসআলা জানা ওয়াজিব বা আবশ্যকও বটে।

সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে আমাদের শরীয়তে হাকীমে বিশেষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অধ্যায়ও রয়েছে। দৈহিক মিলন সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের আচ্ছাদিত আবরণ স্বরূপ।[৯০]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا يقعن أحدكُم عَلَى امْرَأته كَمَا تقع الْبَهِيمَة، وَلِيكن بَينهمَا رَسُول» قيل وَمَا الرَّسُول يَا رَسُول الله؟ قَالَ «الْقبْلَة وَالْكَلَام

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ যেনো তার স্ত্রীর সাথে চতুষ্পদ জন্তুর মত সম্ভোগ সঙ্গমে নির্লিপ্ত না হয় বরং উভয়ের সাথে যেনো কামোদ্দীপক মেসেজ থাকে। জিজ্ঞাসা করা হলো, সেটা আবার কী? তিনি বললেন, চুম্বন ও শৃঙ্গার।"[৯১]

সহবাসের পূর্বে আলাপচারিতায় কিছুটা আবহ তৈরি করে নিতে হয় তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এমনকি স্ত্রীর তৃপ্তি পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের পরিতৃপ্ত হতেও বারণ করা হয়েছে।

---

[৯০] সূরা বাকারা : ১৮৭

[৯১] এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২:৫০

হাদীস ও সুন্নাহর পরতে পরতে এভাবে মানুষের প্রতি স্তরের সম্পর্কের পাশাপাশি জৈবিক ও বৈবাহিক সম্পর্কেও বহু আলোচনা বিস্তৃত রয়েছে।

দ্বিতীয় অংশঃ হালের ক্রমবিকাশ উন্নতি ও বিবর্তন, খাদ্যের তালাশে প্রাত্যহিক জীবিকা যাপন এবং জীবনের গতানুগতিক বর্ধমান সার্বিক পটভূমির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের অভূতপূর্ব মনঃদৈহিক রোগ। বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করবেন, আমাদের জীবনকে এসব রোগ ব্যাধি কতটা পীড়িত ও প্রভাবিত করে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, মনঃদৈহিক এসব রোগ আরও আগেই বৈবাহিক সম্পর্ক এবং জৈব সাংসারিক সমস্যাগুলো থেকে উদ্ভূত।

সংসার ও পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞদের নিকট বিভ্রান্তিকর এমন হাজারো সমস্যা হন্যে হয়ে খুঁজছে সমাধানের পথ। অপরদিকে এমন হাজারো আরও সমস্যা ব্যক্তির মনান্তরেই দানা বেধে ধুকছে। এগুলো আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের আমলে ছিলো না। তাই এসবের আলোচনা এখন সময় ও কালের দাবী থেকেই অত্যন্ত প্রয়োজন।

১। লিঙ্গাত্মক বৈষম্য পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্যঃ

ইতিঃপূর্বে আমরা পৃথক পৃথক জেনেছি স্ত্রী-পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি, বস্তুভেদে তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি। জেনেছি তাদের আলাপন-পদ্ধতি এবং আত্মিক প্রয়োজনাদি। এখন আলোচনা করবো জৈবিক চাহিদা ও যৌন সম্পর্কে নারী-পুরুষের দর্শন ভিন্নতা নিয়ে। কারণ পুরুষেরা জৈবিক সম্পর্কে আর প্রেমের সম্পর্কের মাঝে তফাৎ করলেও নারীরা কিন্তু প্রেম আর সঙ্গম যুগপৎ একই শ্রেণীর বলেন।

নারী-পুরুষের সমতা ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে উভয়ের যে বৈসাদৃশ্য বিকাশ, তা উভয়ের শৈশবব্যবস্থা থেকেই বেশ পরিলক্ষিত হয়। একটা মেয়ে শিশু যতদিনে হাত-পা নাড়াতে শিখে যায়, ততদিনে একটা ছেলে শিশুর চোখ ফোটে মাত্র। একটা মেয়ে শিশু যখন কারো দিকে ফিরে তাকায়, শব্দ ও আওয়াজের তারতম্যে তার অনুভূতি প্রকাশক কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। ছেলে শিশুর তখন কেবল আলো আকৃতির অনুভব সৃষ্টি হয়।

বিশেষজ্ঞদের নজরে ছেলে-মেয়ের শৈশবকালীন বর্ধন প্রভেদের পাশাপাশি তারুণ্য ও যৌবনেও রয়েছে অনুভূতি সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। একদিকে উদাম নারী কিংবা উত্তেজ্যক কোন প্রদর্শনিতে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি প্রবলভাবে জেগে উঠলেও

একজন নারীর কামবাসনা জাগ্রত হয় প্রেম-ভালোবাসা ও খুনসুটির উন্মত্ত আলাপচারিতায়।

হাদীসে পাকে তাই ইরশাদ হয়েছে সুখময় সংসার গঠনে শুদ্ধ- সুস্থ যৌনাচারের বহু প্রেক্ষাপট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"স্বামী যখন স্ত্রীকে সহবাসের জন্যে তলব করবে, স্ত্রী রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও যেনো স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়।'' কেননা স্ত্রী জানে না বাহিরের কী নাজুকতা দেখে এসে স্বামী তড়িৎ সহবাসে ডাক দিয়েছে। এবং জানা নেই স্ত্রী যদি প্রত্যাখ্যান করে বসে, কী হয়ে যেতে পারে স্বামীর। চুলার আগুন নেভানো যায় কিন্তু প্রবৃত্তির অগ্নি নির্বাপন ছাড়া নেভে না। কে জানে আগুনে কখন যে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম এই অর্থই করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের পূর্বে স্ত্রীর জন্য মিষ্টি কথার প্রেমের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই পুরুষদের সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেনঃ

"পুরুষের অক্ষমতা তিনটি। স্ত্রী কিংবা বাদীর সাথে কিছু সুভাসবিদায়ক কথাবার্তা কিংবা তাকে উত্তেজিত না করেই তার উপর হামলে পড়া।''[৯২]

পূর্ববর্তী অনেক আলেমগণ এসব ব্যাপারে বলে গেছেন। ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "

সহবাসের পূর্বে স্ত্রীর সাথে একটু প্রমোদ করা, তাকে চুম্বন করা এবং তার জিহবা চোষণ করা উচিৎ।''[৯৩]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে আমোদ-প্রমোদ করতেন, আদর করে তাদের চুম্বন করতেন। আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে চুম্বন করতেন এবং তার জিহবা চোষণ করতেন।

---

[৯২] আদ দায়লামী ফি মুসনাদিল ফিরদাউস

[৯৩] যাদুল মাআদ ৪ : ২৩২

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৃঙ্গার করার পূর্বে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন।''[৯৪]

স্বভাবজাত কথা হলো, পুরুষের অভ্যাসে ও প্রকৃতির বিবেচনায় সেই এই কাজের আহ্বানকারী আর স্ত্রী হলো আহুত নারী। নারীর প্রতি পুরুষ তার তুলনায় অধিক আকৃষ্ট এবং এ ব্যাপারে তার চেয়ে কম ধৈর্যধারণকারী। অথচ অনেকেই এই অপপ্রচার চালান যে, নারীদের কামপ্রবৃত্তি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং ইসলামি শরীয়তও এ কথাই বলে।

হাদীস শরীফে আছে, "সহবাস না করে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা নারীর চেয়ে পুরুষের অনেক কম।''[৯৫]

২। কোনো সহবাসই জৈবিক চাহিদা নয়, বরং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক আদর-সোহাগ এবং সংবেদনশীল আবেগী প্রেম নিবেদনই মূলত জৈবিক চাহিদা।

স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন সময়েও পারস্পারিক স্বামী-স্ত্রী সূচক আচরণের অধিকার দিয়েছে শরিয়ত। তবে যোনিগমন নিষেধ করা হয়েছে। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের স্ত্রীদের কারো যখন হায়েয চলতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইযার (পেটি কোট) পরিধান করতে বলতেন। অতঃপর তার সাথে জৈবিক চাহিদা নিবারণ করতেন।''[৯৬]

ইবনুল আমীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, জৈবিক চাহিদা নিবারণ দ্বারা এই হাদীসের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো, সহবাস ব্যতীত দেহ ও ত্বকের স্পর্শের মাধ্যমে সম্ভোগ করা।

এখান থেকে আমাদের বোঝা উচিত যে, যৌন কার্যকলাপ দ্বারা কেবল কয়েক মুহূর্তের সঙ্গম উদ্দেশ্য নয় বরং তা দীর্ঘ মেয়াদী প্রেম নিবেদন, আবেগঘন যোগাযোগ এবং পারস্পারিক আদর সোহাগ করত একটি সফল সঙ্গম সম্পাদন। সামগ্রিকতার বিচারে এটাকে যৌনসঙ্গম কিংবা জৈবিক চাহিদা পূরণ বলা যায়, কেবল যৌন সঙ্গম নয়।

---

[৯৪] যাদুল মাআদ ৪ : ২৩২

[৯৫] উমদাতুল কারী শরহে সহিহুল বুখারী : ২০:১৮৫

[৯৬] সুনানে আবু দাউদ : ২৬৮

৩। দরজায় কড়া নাড়ার দায়িত্ব কার, কথা বা আবেদন পেশ কে আগে করবে?

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জানা থাকা উচিত একজনের সাপোর্ট ছাড়া অন্যের জন্য সামনে আগানো মোটেও সম্ভব নয়। সুতরাং স্বামীর পাশাপাশি কাজ এগিয়ে নিতে স্ত্রীকেও নড়াচড়া দিতে হবে।

তবে স্বভাবগত লজ্জা বা সংকোচের দিকে তাকিয়ে বোনেরা হয়ত ভ্রু কুঁচকে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন।

কিন্তু বোন আমার! লজ্জার জানালা দিয়েও রয়েছে হাজারো দরজা। চাহনি বা ঠোঁটের কিনারা দিয়েও কুপোকাত করা যায় অসংখ্যা শার্দুল। চুপচাপ তির-তির কম্পনেও গলানো যায় বড় বড় হিমালয়।

কাজলের কালো কিংবা নাকের গোড়ায় পারফিউমের মন-মাতানো সুবাস, পোশাকের ঝলকানি পুরুষের হাজারো কথার চেয়ে বেশি উত্তাপ ছড়াতে পারে।

আরবরা বলেঃ "কত চোখের চাহনি জবানের চেয়েও প্রবল"।

কবি কত চমৎকার বলেছেনঃ

যা পারেনি করতে কভু শো-শো করা শামসীর,
তা করেছে প্রিয়তমার ডাগর চোখের তীর।

আর আপনার কামনার পিপাসা ব্যক্ত করাতে কীসের দোষ। এটা তো খোদার দেওয়া এক সুখের অধিকার। হাদিসে এসেছে—

"তুমি কেন কুমারী বিয়ে করনি। তুমি তার সাথে মজা করতে আর সেও তোমার সাথে মজা করত"।[৯৭]

এখানে শুধু "তুমি মজা করতে" এতটুকু বলেই রাসূল ক্ষান্ত হননি। অনেক নারী কামনার প্রেম ক্ষুধায় কাতর থাকেন। কিন্তু এই ক্ষুধা দাফন দিতে হয় তার লজ্জার কবরে।

অথচ স্ত্রীর পক্ষ থেকে সরাসরি বা ইশারা ইঙ্গিতে সাড়া পেলেই পুরুষ হয়ে ওঠেন মহা সুখি। উত্তাল সাগরে রোমাঞ্চকর নাবিক। সুতরাং তোমার কামনার

---

[৯৭] সহিহ বুখারী : ৪০৫২ সহিহ মুসলিম : ৩ : ১২২১

আগুনকে সললিত করো না। ভেঙ্গে ফেল লজ্জার অশুভ দেওয়াল। এখানে লজ্জার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৪। আমরা যদি পরিপূর্ণ যৌনসুখ পেতে চাই অবশ্যই কিছু পরিশ্রম আমাদের করতেই হবে।

প্রতিটি কপোত কপোতির এই বাস্তবতা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। পার্টনারের চাহিদা, কামনা, প্রয়োজন বুঝে নিতে যত পরিশ্রম দরকার করতে হবে। ব্যক্তিত্বকে হাওয়ায় মিলিয়ে দু'জনের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পার্টনার প্রতিটি মুহূর্তে কী চাচ্ছে, কী তার আবেদন? ঘোড়া কোন দিকে ছুটছে, তৎপরতার সাথে সব খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে পরিশ্রম অনুপাতেই সুখের বণ্টন হবে।

স্ত্রীদের জন্য খুবই জরুরী

আপনি এটা মনে করবেন না বিছানায় শুয়ে আপনার স্বামী আপনার দেহে সৌন্দর্যের রসায়ন নিয়ে পড়ে আছে। জ্যামিতিক পরিণামে ব্যস্ত। ছেলেরা সর্বদা সরু কোমর, স্ফিত বক্ষ আর রেশম কোমল চুলেই কেবল মাতাল হয়—এসব কানপড়া বাক্য ভুলে যান। যতসব মিথ্যার বেসাতী। বরং একটা সুসংবাদ আপনাকে দেই—আমার যত গবেষণা আর জরিপ এ ব্যাপারে তার সামষ্টিক ফলাফল হল যত সুন্দরী কমনীয়া তার বিছানায় থাকুক সে এমন একজনকেই খুঁজে ফেরে নিজের কামনার ব্যাপারে যার উপরে আস্থা রাখা যায়। হৃদয়ের উত্তাপ মিশিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিতে পুরো দেহ। বিশ্বাসের মুঠোয় পুরে নিতে পূর্ণ হৃদয়।

ড. ব্রেইন শেইস্টার ও ক্যন্টন রবিনসন বলেনঃ পুরুষ হোক বা নারী, প্রতিটি যৌনসুখের প্রতিটিমূহুর্তে সবচে জরুরী হল সঙ্গিনীকে নিজের করে নেওয়া। তার পুরো দেহকে নিজের করে নেওয়া। অন্যথায় সর্বদা তার ভেতরে সঙ্গীর অতৃপ্তি, উপহাস বা প্রত্যাখ্যানের ভয় খচখচ করতেই থাকে। সুতরাং সঙ্গীনীর আস্থাহীনতার কমতিই মূলত যৌন আকর্ষণ দুর্বল করে দেয়।[৯৮]

আরেকটি কথাও খুব মনে রাখতে হবে, পোষাকের কমনীয়তা বা নাভী-উরুর কসরতের চেয়ে পুরুষের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বামীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ মুহূর্তটি গভীরভাবে অনুধাবন করা। এতটুকুই তাকে তৃপ্ত করে দেয়। ভাসিয়ে নিয়ে যায় সৌভাগ্য আর প্রেমের মাতাল বানে।[৯৯]

---

[৯৮] আসরারুন নাজাহি ফিল জিনসি

[৯৯] মাজাল্লাহ-আল ফারহা

পুরুষের জন্য

সবচে' বড় ভুল যেটা পুরুষ সহবাসের সময় করে থাকে তা হলো—নিজের তৃপ্তি মেটার সাথে সাথেই বাহুবন্ধন ঢিল করে দেওয়া। এখন কী আর হবে; বোলার বল করার আগেই ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলে যা হয়। অতৃপ্তির বিরক্তি নিয়ে বুকে মাথা রাখতে হয়। অথচ সহবাসের পরে আরও কিছু কাজ থাকে। সঙ্গীনীর তৃপ্তি মেটাতে আরও কিছু কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়।

ঝামেলাটা আসলে অন্যখানে, বীর্যপাতের পরে পুরুষ সাধারণত একেবারেই নেতিয়ে পড়ে। ক্লান্তি আর অবসাদ ছেঁয়ে যায় পুরো শরীরজুড়ে। পেয়ে বসে গভীর ঘুমে। এর ফলাফল ভোগ করতে হয় স্ত্রীর। নিজের কামনা নিক্ষেপ করতে হয় অতৃপ্তির সাগরে। এজন্য স্বামীর জন্য জরুরী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। স্ত্রীকে কোলে বা বুকের পাটায় লেপ্টে নিয়ে সুখের সমুদ্রে জলডুব দেওয়া। মিষ্টি মিষ্টি আর উত্তেজক কথায় ভিজিয়ে তাকে চপচপ করে দেওয়া। চুম্বনে চুম্বনে তার পুরো দেহে ভালোবাসার গোলাপ জন্মে দেওয়া। যাতে তার মনে ভালোবাসার অনুভূতি আবদ্ধ হয়ে যায় চিরকালের জন্য চিরতরে। বুঝে নেয় যেন যৌনসুখের চেয়ে প্রেমের সুখেই তিনি মত্ত।

> “ *পুরুষের পছন্দের নারী—যে অনুভূতিবোধ ও স্বামীকে সুখ দেওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থাবান হয়।*

> “ *শোবার ঘরে ভালোবাসার ফিসফিসানিই যেন থাকে সবচে' প্রবল।*

সংসার সুশোভিত করার সাতটি গোলাপমুকুল

১. আল্লাহর স্মরণ

পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে, ভালোবাসার জল সদা বহমান রাখতে, রবের প্রেমবর্ষায় কলব ভিজিয়ে রাখতে, সবসময় আল্লাহকেই আশ্রয়দাতা, পথপ্রদর্শক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

" যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তার পরিবারের নিকট গিয়ে বলে—হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং যা কিছু আমাদেরকে দান করেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন এক সন্তান দান করেন যাকে কখনও শয়তান ক্ষতি করতে পারে না।"[১০০]

সুতরাং এজন্য আমরা সবকাজে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখবো যেন আমরা কঠিন সময়েও উত্তাল তরঙ্গের মাঝেও বিপথগামী না হই।

২. খোলামেলা কথোপকথন

যৌন ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল গবেষক এ ব্যাপারে একমত যে খোলামেলা আলাপ যৌন সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অধিকাংশই বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি ও আবেদন সম্পর্কে পার্টনারের সাথে খোলাখুলি কথা বলতে সংকোচবোধ করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্টার ফর মেরিটাল অ্যান্ড সেক্সুয়্যালিটি স্টাডিজ-এর পরিচালক ড. উইলিয়াম হার্টম্যান বলেনঃ সেক্স হচ্ছে সবচেয়ে সহজ, স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিষয়। কিন্তু আমরা এটা নিয়ে এভাবে কথা বলি যেন সেটা অপ্রাকৃতিক, বরং এ ব্যাপারে চুপ থাকাকেই আমরা সভ্যতা মনে করি।

এরপর তিনি বলেন—আপনি আপনার সঙ্গিনীর সাথে কথা বলুন। চুপ থেকে নিজেরই ক্ষতি। বলতে অস্বস্তি লাগলেও আপনাকে কথায় মজিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হবে এবং কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ও কথা বলার পরিস্থিতি

---

[১০০] সহিহ বুখারী : ১ : ৪০

তৈরীতে উদ্যোগ নিতে হবে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে বৈবাহিক বাধা বিপত্তিগুলো কমতে থাকবে।

৩. অপরের চাহিদার মূল্যায়ন করা ও অনুভব করা।

সঙ্গীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কঠোরতা বা মজার ছলে না নিয়ে তার আবেদনগুলো গভীরভাবে বোঝা। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু আবেদন ও চাহিদা রয়েছে যেটা অন্য পক্ষকে পূরণ করতে হবে। সুতরাং এই দাবিগুলোকে উপহাস করলে সেটা সঙ্গীর হৃদয়কে জর্জরিত করে দেয়। ফলে সে ভবিষ্যতে কোনো আবেদন পেশ করতে লজ্জাবোধ করে।

এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেরই অপরের শারিরিক, মানসিক সব ধরণের চাহিদাকে এপ্রিশিয়েট করতে হবে। সুতরাং পার্টনারের হৃদয় যদি কোনো চৈত্রের প্রভাবে রুক্ষ হয়ে যায়; প্রেমের বীজ অংকুর হওয়ার মত সামর্থ্য তার থাকে না— সঙ্গীর জন্য আবশ্যক হলো তার অপারগতা মেনে নেওয়া। সক্ষমতার বেশি থেকে বেশি তার উপর চাপাতে চাওয়া জুলুমের নামান্তর।

৪. স্ত্রীকে তার হক প্রদান করা।

স্বামী যখন তৃপ্ত হয়ে যাবে তখন সে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না স্ত্রী তৃপ্ত হয়। আবু ইয়ালা তার মুসনাদে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে সে যেন তাকে পরিতৃপ্ত করে। সুতরাং যদি স্ত্রীর পূর্বে স্বামীর বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে সে তাড়াহুড়ো না করে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না তার স্ত্রীর বীর্যপাত ঘটে।[১০১]

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় এই বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন- যখন স্বামী তার ইচ্ছা পূরণ করবে তখন সে তার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না সেও তার ইচ্ছা পূরণ করে। কারণ যদি তার বীর্যপাত বিলম্বিত হয় তাহলে এটি তার কামভাব জাগিয়ে তুলতে পারে। আর এ অবস্থায় বসে থাকা তার জন্য ক্ষতিকারক।

বীর্যপাতের ক্ষেত্রে আগপিছ এটা খুবই অস্বস্তিদায়ক। এটা তখন হয় যখন স্বামী আগেই বীর্যপাত করে ফেলে। বীর্যপাতের সময় টাইমিং করে হিট করতে পারলে

---

[১০১] মুসনাদে আবি ইয়ালা : ৭ : ২০৮/৪২০১

সেটা হয় সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক। আর এ ব্যাপারে স্বামীকেই খেয়াল রাখতে হবে। কেননা স্ত্রীরা সাধারণত লজ্জাবোধ করে।[১০২]

আর যদি স্বামী স্ত্রীর বীর্যপাতের পূর্বেই থেমে যায় এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং তার স্ত্রী'র চাহিদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাহলে স্ত্রী মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

স্বামীর পক্ষ থেকে এটা বড্ড স্বার্থপরতা। এদিকে সে নিজের প্রয়োজনে স্ত্রীর কাছ থেকে সকল অধিকার আদায় করে নেয় ।

অথচ আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর হক রয়েছে তেমনিভাবে নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। "[১০৩]

৫. স্বামী-স্ত্রীর যৌনআড্ডা।

আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে কথা বলুন। কথোপকথন অন্তরঙ্গতা গভীর করে তোলে এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেক্স থেরাপিস্ট ড. বারবারা কেসলিং নিশ্চিত করেছেন, তিনি বলেন- "কথোপকথন নিজেই যৌনতার চেয়ে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় " সুতরাং আপনি আপনার স্ত্রীকে গল্প বলুন, তার জন্য কবিতা মুখস্থ করুন, তার সাথে খেলুন,তাকে আদর করুন।

মনে রাখবেন—যে একান্ত মিলন নীরবে শুরু হয় তা নীরবেই শেষ হয়। আর এই নীরবতার কারণে অনুভূতিগুলো শুকিয়ে যায়, ভালোবাসা রূগ্ন হয়ে যায় ও হৃদয় বৃদ্ধ হয়ে যায়।

আমি হেসেছিলাম এক মহিলার কথা শুনে যে তার নীরব স্বামীকে বলেছিলঃ আপনি আমাকে তাড়াহুড়ো করে বেড রুমে নিয়ে যাবেন না। আগে বেড রুমের আলাপ জমিয়ে নিন।

---

[১০২] ইহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন।

[১০৩] সূরা আল বাকারাহ ২২৮।

৬. প্রতিদিন হোক ভালোবাসা দিবস

প্রথমে প্রেম, আদর ও রসালো কথা বলুন যা কৌতুক, স্পর্শ ও চুম্বনে ভরপুর থাকবে। শুধুমাত্র চুলে বিলি কাটলে চলবে না, ঘামের গন্ধ ভুলে সুন্দর মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগান। একঘেয়েমি না করে ভালোবাসা রক্ষা করুন আর প্রতিটি দিনকে গড়ে তুলুন ভালোবাসা দিবস রূপে।

৭. সৃজনশীল হন

মানুষের আত্মা সাধারণত পুনরুক্তির কারণে করতে একঘেয়ে হয়ে পড়ে এবং সে বিরক্ত ও উদাসীনতা বোধ করে।

এ কারণেই সবকাজে সে সৃজনশীলতা অভিনবত্ব অনুসন্ধান করে। সুতরাং যৌনমিলনে কেন নতুন নতুন কসরত থাকবে না। বরং আমরা এর পজিসন, দিক,স্থান সবকিছুতেই সৃজনশীল কসরত কাজে লাগাব।

এখানে সৃজনশীলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবর্তন। আর সেটা হবে স্থান, কাল ও পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

> "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। তোমরা তা চাষ করো যেভাবে তোমরা চাও"। (সূরা আল বাকারাহ -২২৩)

কোরআনের এই অভিব্যক্তি দ্বারা যারা সর্বদা অভিনবত্ব ও নতুনত্বের চাহিদায় গড়া তাদের প্রবৃত্তিকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। কারণ এটি স্বামীদের জন্য রুটিন করে একদিকেই সব খেলতে খেলতে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়তে পারেন। এই আয়াতের বদৌলতে তাদের সামনে খোলে এক বিশাল দিগন্ত ......

মনে রাখতে হবে, অভিধানে أنى শব্দটি পদ্ধতি, সময় ও স্থানের অর্থে আসে। সুতরাং স্বামী স্ত্রী একান্ত মিলনের ক্ষেত্রে স্বাধীন; যতক্ষণ না শরিয়তের সীমায় থেকে সুখ লাভের জন্য সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে যত পন্থা আর প্রচেষ্টা আছে সব আবিষ্কার করতে পারবে। আর এটা মানবকূলের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিআল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন-

"যৌনাঙ্গ সামনে থেকে ও পিছন থেকে ব্যবহার করো এবং হায়েজ ও মলদ্বার পরিহার করো।"[১০৪]

ড. ক্যারেল ক্যাসল বলেনঃ যে কারণে মানুষ বৈবাহিক মিলনে নতুনত্ব ও পরিবর্তনের কারণেই মানুষ কমপক্ষে একত্রিশ রকমের সুখ অর্জন করতে পারে।

সুতরাং আমরা যদি মনে করি যে আমরা একটি নির্দিষ্ট বিশেষ স্বাদ পছন্দ করি তবুও সত্য এটাই যে সেরা স্বাদ বৈচিত্রের মাঝে।

> *নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাআলার দায়িত্বেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো। আল্লাহ তাআলার হুকুমের অধীনেই তোমরা তাদের নারীত্ব হালাল করেছো।*

> *স্ত্রীর সাজুগুজু যেমন আপনি কামনা করেন সেও আপনার স্মার্টনেস কামনা করে।*

[১০৪] তিরমিযি শরীফ।

শোবার ঘরে যে কাজগুলো মোটেও করা যাবে না

এক. বিছানায় শুয়ে দিনে ঘটে যাওয়া কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন না। কারণ বিশেষ মুহূর্তে এসব আলোচনা নতুন কোনো সমস্যা উস্কে দিতে পারে।

দুই. এ সময় কেউ কারো কথা নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। অথবা কোনো বিশেষ আকাঙ্খা প্রত্যাখ্যান করবেন না। অন্যথায় দেখা যাবে, মখমলী বিছানা পরীক্ষার হলে পরিণত হয়ে গিয়েছে। উভয়েই পার্টনারকে শরীয়তসম্মত যে কোনো পদ্ধতিরই কার্যকরী এ্যাকশন নেওয়ার সুযোগ করে দিবেন।

তিন. টেলিভিশন এবং স্মার্টফোন ছোঁয়া একেবারে নিষেধ। এগুলো দু'জনার সুখালাপের মাঝে আড়ি পেতে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের নিবিড়তায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। কেমন যেন একান্ত মুহূর্তে তৃতীয় জনের আগমন।

চার. পরস্পরের যে কোনো অনুভূতি মোটেও গোপন করবেন না। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাবেন ন। কারণ পুরুষ যখন স্ত্রীর আনন্দের অভিব্যক্তি অনুভব করতে পারেন, তখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিবোধ করেন।

কোনো এক কবি বলেছেন—

"কখনওই তুমি তোমার মনস্কামনা গোপন করবে না/
তোমার অবস্থাই যেন বলে দেয় তুমি বলছ আমাকে ধরো"

পাঁচ. সঙ্গীর কাজে আপনি যদি বিরক্তবোধ করেন সেটা বারবার বলতে যাবেন না। একটু উৎসাহব্যাঞ্জক ভাষায় জিজ্ঞেস করুন—আচ্ছা তুমি কি ভালোবাসো না আমায়? আচ্ছা বলো তো, তুমি চাও না—এমন কাজ করলে কেমন লাগবে তোমার?

ছয়. আচমকা কোনো কিছু করে বসবেন না। আপনি যেটা চাচ্ছেন আগে তাকে তা বুঝতে দিন। সে মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলে মোটেও বাধ্য কিংবা জোরাজুরি করবেন না।

সাত. কোনো মনোমালিন্য জিইয়ে রেখে বিছানায় যাবেন না। অভিমানের দেয়াল আগেই ভেঙে নিন। রাতের খাবারটা বাহিরে খেতে পারেন অথবা তার পছন্দের কোনো খাবার, কোনো সুগন্ধি বা একটি গোলাপ এনে তাকে চমকে দিন।

তেমনিভাবে স্ত্রীও আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখবে এবং আলো জ্বালিয়ে পরিবেশ সুগন্ধিময় করে রাখবে। তার পছন্দের খাবার তৈরি করে সাজিয়ে রাখবে। মোটকথা স্বাভাবিক আচরণের চেয়েও কিছুটা অভিনবত্ব আর চমৎকারিত্ব দেখানোর চেষ্টা করবেন।

আট. দৈহিক এবং মানসিক ক্লান্তি নিয়ে সহবাস করবেন না। আগে নিজেকে একটু নির্ভার করে নিন। মন ভরে নিঃশ্বাস নিন। নিজের পোষাক আশাক খোলার সাথে সাথে ক্লান্তিও ঝেড়ে ফেলুন। তড়িঘড়ি করে কাজে নেমে পড়বেন না। রেসে আসুন। দৌড় শুরু করুন। তারপর গতি বাড়ান।

গাড়ি, ট্রেন, বিমান অথবা দৌড় প্রতিযোগিরা প্রস্তুতি নিয়ে ধীরে ধীরে গতি বৃদ্ধি করে। একইভাবে আপনার কাজটা মাথা ঠান্ডা রেখে শুরু করবেন। না হয় তাড়াহুড়ো করে দু'ছক্কা মেরে তৃতীয় বলে আউট হয়ে যাবেন। প্রথম দিকে ডিফেন্সিভ মুডে সামনে আগান। সময় বুঝে এ্যাকশানে আসুন। মনে রাখবেন— একটি সুন্দর সূচনা আপনাকে একটি উপভোগ্য সমাপ্তি উপহার দিবে।

> “ *সহবাসকেন্দ্রিক অধিকাংশ সমস্যাগুলোর প্রধান কারণ হচ্ছে উভয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বলতে পারা।*

দাম্পত্যের বিলবোর্ড

প্রথম. রাসূলুল্লাহহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আল্লাহ রব্বুল আলামিন (গাইরত) আত্মমর্যাদাবোধকে নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক বানিয়েছেন। তবে আত্মমর্যাদাবোধের অর্থ বুঝতে হবে। আত্মমর্যাদাবোধ বলতে সবসময় স্বামীকে সন্দেহ করা, তার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করাই যদি বুঝে থাকেন—তাহলে বড্ড ভুলে ডুবে আছেন। নিজের সুখকে নিজ হাতেই চুরমার করে চলছেন।

চলুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের পবিত্র জবান থেকেই শিখে নেই—

"তিনি বলেছেন আত্মমর্যাদাবোধ হলো যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালোবাসেন আর যে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পছন্দ করেন তা হলো যা কোনো প্রমাণিত সন্দেহের ক্ষেত্রে হয়। যে আত্মমর্যাদাবোধ পছন্দ করেন না তা হচ্ছে যেটা ধারণাপ্রসূত হয়।[১০৫]

দ্বিতীয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন :

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতি স্ত্রীর ব্যাপারে অবহিত করব না? সবাই বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ!

"তিনি বললেন প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান দানকারীনী"।[১০৬]

যখন আপনি রেগে যান। কোন কষ্ট পান অথবা আপনার কোনো কথা রাখতে না পেরে সে অমান্য করে বসে। দেখবেন একটু পরেই ভুল বুঝে কাছে এসে বলবে—এই যে রাখলাম তোমার হাতে আমার হাত। তুমি মন খারাপ করে থাকলে আমি হাতে মেহেদীও লাগাব না, চোখের কাজলও দিব না।

প্রিয় বোন! তখন আপনি হয়ে উঠবেন দয়া এবং ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। আপনার স্বামী চায় সব সময় যেন আপনি তাকে ভালোবাসেন। আপনি তার প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন। আপনার সুখকে তার সন্তুষ্টির সাথে আবদ্ধ করে নেন।

> ❝ ভালোবাসার সবচে' আবেদনময়ী সম্বোধন—যে গুলো প্রতিটি পলক তার পাঁপড়ির নীচে লুকিয়ে রাখে।

---

[১০৫] সুনানে আবু দাউদ : ২৬৫৯ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৯৬

[১০৬] সুনানে নাসাঈ : ৮ :২৫১

তৃতীয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"আমি যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদার আদেশ করতাম"।[১০৭]

মনে রাখতে হবে আপনার স্বামী পরিবারের অভিভাবক। আপনার প্রিয় বন্ধু এবং প্রেমিক। আপনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপনার সকল প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উপরে দিয়ে রেখেছেন।

সে আপনার একটু সুখের জন্য শহরের রাস্তায় রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায়। আপনার একটু আনন্দের জন্য নিজের সমস্ত সুখকে মাটি করে দেয়। সুতরাং যথাসম্ভব তার অনুগত থাকাটা অবশ্যই আপনার পক্ষ থেকে প্রাপ্য।

জেনে রাখবেন—একটা বাড়ি পুরুষের জন্য তার রাজত্ব। সে সেখানে নিজের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে ভালোবাসে। তার আকাঙ্খা থাকে পরিবারের সবাই শিশুর মত থাকুক। এজন্য ঘরে আপনি তার অনুগত পত্নী হয়েই থাকুন।

চতুর্থ. আনাস ইবনে মালেক রাযিযআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন :

'তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর খেদমত করেছেন। অথচ কখনওই তিনি তাকে তিরস্কার করেননি। তার কোনো স্ত্রী যদি সে ব্যাপারে কথা বলতে চাইতেন, তিনি বলতেন—যা যা হবার তা তো হবেই।

তিরস্কার বড় অপমানের জিনিস। এটা মানুষের অন্তরকে প্রচণ্ড বিষন্ন করে তোলে। তিরস্কৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। এজন্য যথাসম্ভব তিরষ্কার, অপমান বা গালাগাল করা থেকে বেঁচে থাকবেন। কথাবার্তায় শান্ত এবং নীরব অনুভূতিশীল থাকবেন। তাহলে ভালবাসার মানুষের মন জয় করতে পারবেন। তার উচ্ছলিত রূপের সাগরে জলকেলিতে মেতে জীবন কাটাতে পারবেন।

পঞ্চম. একবার এক যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে স্পষ্টভাবেই জোর গলায় জিনার অনুমতি চাইল। তার এই কথা শুনে সাহাবীরা তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিরত থাকতে বললেন। তাকে কাছে ডেকে বললেন, "এ কাজটা কি তোমার মায়ের সাথে করতে তুমি রাজি হবে?" সে জবাব দিল, কখনওই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন- অন্য মানুষের তার মায়ের ব্যাপারে এটা করতে দিতে রাজি হতে পার? সে বলল—না।

---

[১০৭] মুসনাদে আহমাদ ৩/১৫৮, ১৫৯

আচ্ছা এবার বল- তুমি কি তোমার বোনের ব্যাপারে এটা করতে রাজি হতে? সে বলল -না। রাসূল বললেন- তাহলে মানুষেরা তাদের বোনের ব্যাপারে এমনটা করতে দিতে রাজি হতে পারে?

তারপর তার বুকের উপর হাত রেখে দুআ' করে দিলেন। এরপর থেকে সে যুবকের কাছে জিনার চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ আর কিছুই ছিল না।

আমাদের অনেকেই এসব কাজকে অনেক সময় স্বাভাবিক মনে করে বসেন। ফানুসের ঝলকানিতে মুগ্ধ হয়ে ধোকায় পড়ে যায়। বাস্তবতার ক্ষতি বুঝতে সক্ষম হয় না।

অনেক সময় স্ত্রী কোনো একটা জিনিসকে কল্যাণ মনে করেন এবং সে বিষয়ে গোঁ ধরে থাকেন এবং নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক কথা বলতে থাকেন। কেননা এটা তাঁর নিকট কল্যাণকর মনে হচ্ছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টা অকল্যাণকর। এভাবে অনেক সময় স্বামীও এমনটা করে।

> “ *মুমিনের জীবন দীর্ঘ রেখার মত সময়ের সাথে সাথে তা দীর্ঘ হতে থাকে। মৃত্যুও তা ছিন্ন করতে পারে না।*

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি—কেউ কোনো ভুল করে বসলে কীভাবে তাকে শুধরে দিতে হবে। সুন্দরভাবে তার বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। তার ক্ষতিটাও দেখিয়ে দিতে হবে। যাতে করে সে আসল বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝে তৃপ্ত হতে পারে। সঠিক দৃষ্টি লালন করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

ষষ্ঠ. আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআ'লা আনহা থেকে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়ালু এবং দয়াদ্রতাকেই ভালবাসেন।

তিনি দয়ার বিনিময়ে যা দান করেন, কঠোরতার বিনিময়ে তা দান করেন না। সুতরাং চিৎকার-চেঁচামেচি আর হটকারিতার ফলাফল আপনার দিকেই ফিরে আসবে। কখনও কঠোরতা আর ধমকির মাধ্যমে আপনি কাউকে কিছু শেখাতে পারবেন না। সঙ্গীর মন জয় করতে পারবেন না। বরং চিৎকার চেঁচামেচির সময় মানুষের বিবেক ছুটিতে চলে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বুঝার চেষ্টা করুন, তিনি বলেছেন—

" যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন ঘরবাসীর উপর কল্যাণ করতে চান সেখানে দয়ার প্রবেশ করা ঘটান।"[১০৮]

---

[১০৮] সহীহুল জামে

সপ্তম. বুখারীতে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

" আব্দুল্লাহ কতইনা উত্তম ব্যক্তি। তবে সে যদি রাতের কিছু অংশ নামাজ আদায় করত! হাফসা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাতে খুব কমই ঘুমাতেন।

আমরা যখন কোনো ব্যক্তির অবস্থানকে মূল্যায়ন করব। তার ভালো কাজগুলোকে স্মরণ করব—এটা তার জন্য কোনো সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা প্রস্তুত করে দিবে। কোনো কোনো কথা তার ভিতরে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে। যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে হয়েছিল। এই যোগ্যতা স্বামী-স্ত্রীর পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা জরুরি যাতে করে কথার ভিতরে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, সহানুভূতির প্রকাশ ঘটে।

অষ্টম. মুআ'বিয়া রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যদি তুমি মহিলাদের সব দোষ ধরতে যাও তাহলে তুমি তাকে হারিয়ে ফেলবে অথবা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হবে।[১০৯]

সুতরাং যুগলদের একে অপরের দোষ তালাশ করা কখনওই বাঞ্ছনীয় নয়। কখন কার থেকে ভুল সংঘটিত হল এই অপেক্ষায় বসে থাকা দাম্পত্য সম্পর্কের শেকড়ে বিষ ঢেলে দেয়। এটা দুজনের মাঝে সততার আস্থা এবং বিশ্বাসে ফাটল তৈরী করে। ভুলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

নবম. সহীহ বুখারীতে এসেছে—দু'জন লোক রাগে গজগজ করতে করতে রসূলের কাছে এলো। একজন অপরজনকে বিশ্রি ভাষায় গালিগালাজ করছে। এসব দেখে রসূলের চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যেটা বললে তার রাগ পানি হয়ে যেত—তা হল " আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম"

টুকটাক রাগ আমাদের সবার আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক রাগকে দ্রুতই সামলে নেয়। এবং শয়তান থেকে পানাহ চায়। স্বামী-স্ত্রীর এই নববী চিকিৎসা শিখে রাখা খুবই জরুরী—যাতে করে দ্রুতই রাগ দমিয়ে ভালোবাসার লাগামটা মুঠোয় নিতে পারেন। রাগ কমানোর আরেকটি চিকিৎসা হল 'অযু'। এটা অন্তরকে প্রশান্ত করে। শয়তানের চক্রান্তকে লক্ষচ্যুত করে দেয়।

---

[১০৯] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৮৮, তাফসীরে কুরতুবী : ১৬ : ৩৩৩

দশম. আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত তাঁর স্বহস্তে কোনো দিন কাউকে আঘাত করেননি। কোনো নারীকেও না। খাদিমকেও না। তাকে দু'টি বিষয়ের ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে তিনি সহজটিই বেছে নিতেন, যদি সেটা গুনাহের কাজ না হত। যে তাঁর অনিষ্ট করেছে তার থেকেও প্রতিশোধও নেননি। তবে আল্লাহ পাকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন বিষয়ে তিনি তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছেন।

একাদশতম. হজরত আলি রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—তোমরা স্ত্রীদেরকে কখনওই কষ্ট দিবে না। যদি কখনও তারা তোমার সম্মান নষ্ট করে ফেলে বা তোমার নেতাদেরকে গালমন্দ করে। কারণ তারা খুব কোমল। তারা তাদের খুব কমই বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারে। খুব বেশি আবেগপ্রবণ। সে যদি মুশরিকাও হয় তারপরও তার গায় হাত তুলতে নিষেধ করেছেন। একটা সময় তো নারীদেরকে পুরুষ জন্ম হওয়ার সাথেই হত্যা করে ফেলত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখন তো অবস্থার পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[১১০]

> “ *দরজাকে আঘাত করে পেছনে ফেলে রেখে এসো না। কারণ একটু পরে এখানেই তোমার ফিরে আসতে হবে।*

দ্বাদশতম. বর্ণিত আছে একবার এক লোক নিজ স্ত্রীর দুরাচারণ নিয়ে অভিযোগ করতে আমীরুল মু'মিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে আসলো। লোকটি উমরের অপেক্ষায় তার দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ভেতর থেকে আওয়াজ এল, খলিফার স্ত্রীই খলিফাকে ঝেড়ে যাচ্ছেন এক নাগাড়ে। চুপচাপ শুনছেন খলিফা। লোকটি পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চুপচাপ কেটে পড়তে চাইল। । ভাবতে লাগল—উমরের মত এত কঠিন আর গুরুভার লোকেরই যদি ঘরে এই অবস্থা হয়, আমি তো ভাই ভালোই আছি।

এদিকে উমর রাযিআল্লাহু আনহু বাইরে এসে দেখলেন লোকটি চলে যাচ্ছে। ডেকে বললেন, "কী খবর কী বলতে চাও! কেন এসেছে? "

লোকটি বলল—আমিরুল মুমিনিন! আমি তো এসেছিলাম আমার স্ত্রীর দুরাচারণ নিয়ে আপনার নিকট অভিযোগ করতে- কিন্তু যখন এসে দেখলাম আপনার স্ত্রীই...

---

[১১০] রবিউল আবরার ও নুসুসুল আখইয়ার : ৫ : ২৫১

ভাবলাম, আমিরুল মুমিনীনের স্ত্রীর যখন এই অবস্থা, তাহলে আমার অবস্থা আর কিইবা হবে। উমর রাযিআল্লাহু আনহু তাকে ডেকে বললেন, "শোনো, আমি তো তাকে আমার সব কাজে খাটিয়ে নিয়ে বেড়াই। আমার রান্না-বান্না, কাপড়-চোপড় ধোয়া, সন্তান লালন-পালন, আমার অন্তরের প্রশান্তি দেওয়া— সবকিছু তো তার দায়িত্বে। সবকিছুই সে সহ্য করে। তাহলে আমি কেনো এতটুকু সহ্য করতে পারবো না!

লোকটি বলল, আমিরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রীও তো এমনই। খলিফা উমর বললেন, "তাহলে ভাই সয়ে নাও। খুব বেশিদিন না। ঠিক হয়ে যাবে।[১১১]

---

[১১১] আল কাবায়ের লিয যাহাবি : পৃ : ১৭৯

ডিসপ্লে

সম্পদ যদিও ভগ্নহৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে না, তথাপি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ভাগ্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করার সামর্থ্য সম্পদের রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে—সম্পদ অসুখী ব্যক্তির সুখ, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সুস্থতা, দুর্ভাগার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে না।

প্রতিটি মন্দ বাক্যের বিপরীতে আমাদের অভিধানে শতশত ভালো বাক্য রয়েছে যা একই অর্থ দান করে।

যদি তুমি কোনো পরিবারের কল্যাণ দেখতে চাও তাহলে দয়া আর কোমলতার প্রবেশ ঘটাও।

বিবাদ দীর্ঘ হলে বুঝতে হবে দু'জনেই ভুলের উপর আছে।

আরেকটা কারণ হলো প্রিয় ভাই—মেয়েরা সাধারণত ছন্দময় কথার পাগল হয়ে থাকে। এসবে তারা আসক্ত হয়ে যায়। আর তাই আপনি সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলুন। সুযোগ পেলেই দু-পাঁচটা প্রশংসার বাণী শুনিয়ে দিবেন। তাকে বুঝিয়ে দিন, আপনার কাছে তার মূল্য অনেক বেশি। আপনার চোখে সেই দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী।

এই ধরুন- বললেন, "তুমি আমার হৃদয়ের শাহজাদী, তুমি আমার হৃদয়ের অধিপতি/ তোমার ভালোবাসার একটি পলক যখন আমার হৃদয়ে আছড়ে পড়ে মনে হয় তা দিয়ে পৃথিবীই পূর্ণ করে দিতে পারব/ আমার দেহটা যেখানেই চলুক—হৃদয়টা বাঁধা থাকে তোমার আঙিনায়।"

এগুলো নিশ্চয় স্ত্রীর কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফোঁটাবেই। তার কর্ণকুহরে ভালোবাসার মধু ঢেলে যাবেই।

স্বামীরা সাধারণত স্ত্রীর জাদুর বাগডোরে বন্দী থাকে। যদি অনুভব করতে পারে এই মেয়েটাই আমার পৌরুষের রক্ষক, আমার ব্যক্তিত্বের আর নেতৃত্বের বড় আমানতদার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ঈমানদার ওই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।[১১২]

দাম্পত্য জীবন একটি জীবন্ত জগত। দু'টি স্বপ্নের উপরেই তার ভিত—ভালোবাসা, কোমলতা। একটাও যদি বেকার হয়ে যায় তা মহাশূন্যে পেন্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকে।

আপনার সঙ্গীর কোনো কথা যদি ভুল মনে হয়, সুধারণা করুন। ব্যাখ্যা জেনে নিন।

স্ত্রীর ব্যাপারে এক আচরণ, নিজের ব্যাপারে ভিন্ন আচরণ—এই পার্থক্য পরিহার করুন।

কোমল কথোপকথন যেমন আমাদের উদ্যমতা এবং দাম্পত্য জীবনে সৌন্দর্য আনে ঠিক ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক দাম্পত্য জীবনে কলহ সৃষ্টির কারণ হয়।

সবচে' আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বামী-স্ত্রী কোনো এক নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এর পর পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই কথার ধরণ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা লেগে যায়। বাকপ্রণালির ক্ষেত্রে একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি মানতে প্রস্তুত নয়।

যে কোনো মুসিবতে ধৈর্যধারণ করুন। হতাশ হবেন না। প্রিয় নবীর সান্ত্বনা মনে রাখুন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারটি বিবাহ করে নিয়মিত তাদের সহযোগিতা করতেন। আর এখন মানুষ একটা বিবাহ করে তাকে সহযোগিতা করতে বিরক্তবোধ করি।

---

[১১২] সুনানে আবু দাউদ : ৪৬৮২, সুনানে দারেমি : ২৮৩৪, মুসনাদে আহমদ : ৭৪০২

মেয়েদের স্বভাবই হলো তারা একটা মানুষ খোঁজে, যে নিবিষ্ট মনে তার কথাগুলো শুনবে। কেউ যদি মন দিয়ে তার কথা শোনে, সে অন্তরে শীতলতা অনুভব করে। নিজেকে প্রিয়তমার আসনে আসীন করে নিতে পারে।

ঘন ঘন স্বামীকে এমনভাবে আদেশ উপদেশ দিতে থাকা, যেটাতে পুরুষত্বের লঙ্ঘন হয়। তার ব্যক্তিত্ব হরণ হয়। এটা তার কাছে স্ত্রীর অনাস্থারই প্রকাশ মনে হয়। সারাদিনের কষ্ট ক্লান্তির অবমূল্যায়ন মনে হয়।

স্বামীর পক্ষ থেকে সম্মান, মূল্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা স্ত্রীকে প্রচণ্ড খুশি করে। সুখের অনুভব এনে দেয়। তেমনিভাবে যখন পুরুষ বুঝতে পারে কেউ তাকে কামনা করছে, তাকে ছাড়া তার হৃদয় ছটফট করছে—এর চে' বেশি সুখ আর কোথাও সে পায় না।

তোমার কোনো দরকার নেই। লাগবে না তোমাকে। তোমাকে ছাড়াই আমি চলতে পারি—এর চেয়ে কষ্টদায়ক বাক্য স্বামীর কাছে আর কিছুই হতে পারে না।

আমরা দরিদ্রতাকেই কেবল সব সমস্যার মূল কিন্তু মনে করি। ধনী হওয়ার পরেই বুঝতে পারি এটা আমাদের ভ্রম ছাড়া কিছুই ছিল না।

যে পুরুষ নিজের প্রতি আস্থা ও সম্মানবোধ তৈরী ছাড়াই স্ত্রীকে ভালোবাসার দাবী করে, সে মিথ্যা বলে। মূলত আস্থা ও সম্মানবোধ ভালোবাসার অক্সিজেন। এটা ছাড়া ভালোবাসা মৃত, নিঃসার।

আমার কথা একটু শোনো...! একটুখানি সময় তো দাও আমায়! হে প্রাণপ্রিয়! কতক্ষণ তোমার প্রেম পরশের অপেক্ষায় আছি— প্রতিটি দুঃখী, অসুখী নারীর কপালের রেখায় এসব কথা স্পষ্ট পড়তে পারবেন।

পরিশিষ্ট

ربنا لا تؤاخذ ان نسينا أو أخطأنا

হে আল্লাহ! আমাদের ভুল-ত্রুটির কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।[১১৩]

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের। কৃতজ্ঞতা সব মহান রবের তরে তাঁর অথৈ নিয়ামতের।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমরা একটি মুগ্ধকর দীর্ঘ সফর পেরিয়ে ক্ষুদ্র আরেকটি সফরের পথে চলেছি। আপনারা যে মূল্যবান সময়টুকু এই সফরে আমার সাথে ছিলেন, তার মহামূল্য কেবল মহান রবই দিতে পারবেন।

বক্ষমান বইটি অবশ্যই একটি মানবিক প্রচেষ্টা মাত্র। ত্রুটিমুক্ত কল্পনা করাটাই ভুল। আর হবেই বা না কেন, অথচ মহান রব বলেছেন- তোমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমার জালেম, মূর্খ। তবে একমাত্র পাপমুক্ত মহান রব ও নবী রাসূলদের জন্য বিশ্বাস রেখেও একটু নেকির আশা তো করাই যায়! যেখানে রসূল ওয়াদা করেছেন—সঠিক প্রচেষ্টাকারীর জন্য নিশ্চিত প্রতিদান।

কবির সুরে বলতে পারিঃ

"সফলতার পেছনে শ্রম বিনিয়োগ শুধু মানুষের কাজ হয়,

সফলতায় পৌঁছে যাওয়া কিন্তু তার দায়িত্ব নয়।"

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটি গড়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নকে প্রতিপাদ্য করে। তা হলো—আমরা নিজেদের পরিবারকে কীভাবে সুখসমৃদ্ধ করতে পারি?

কাজটা করার পর অনেক তৃপ্ত হয়েছি। মনে হয়েছে উদ্দেশ্যে সফল হয়েছি আবার কখনও অজানা শঙ্কাও জাগে—ব্যর্থ কী হয়ে গেলাম! তবে ঠিক ভুল যাই হোক, সত্য মেনে নিতে আমি সদা প্রস্তুত। ভুল যা হয়েছে তার জন্য রবের নিকটে আমি আকুল ক্ষমা প্রার্থনাকারী। সব কাজের তাওফিক সেই মহান রব্বে কারীমের পক্ষ থেকেই। সমস্ত প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা সেই মহান সত্তার একচ্ছত্র অধিকার; প্রাপ্য।

---

[১১৩] (সূরা বাকারা - ২৮৬)

সবশেষে ফুকাহাদের শিরোমণি নু'মান ইবনু সাবিত আবু হানিফার অনুপম বাক্যটি স্মরণ করছি। তিনি বলেছেন, আমি যে মতটি পেশ করলাম এ বিষয়ে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে এই বিষয়ে আমার চেয়ে ভালো কিছু কেউ উপস্থাপন করলে সেটাই সর্বোত্তম অনুস্মরণীয়।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! এই পাঠ সায়াহ্নে এসে খুব রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছে। হাত ধরাধরি করে লেখক পাঠক চলে এলাম একেবারে সফর সমাপ্তিতে। পুরো পথজুড়ে সাথে থাকার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। অবশ্যই সমালোচনা, পাঠপ্রতিক্রিয়া ও মতামত জানিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। মুমিন একা দুর্বল হলেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা হয় অভেদ্য প্রাচীর।

মাআসসালাম-

কারীম আশ শাযিলী (আবু মুহান্নাদ)।

(www.karimalshazley.com)

“ *প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘শ্রেষ্ঠ সাদকা হল, একজন মানুষ তার স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেবে।’*–[১১৪]

[১১৪] বুখারি ও মুসলিম

প্রিয় বোন আমার, আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসে না? স্ত্রী হিসেবে আপনাকে গন্য করে না? কিংবা প্রিয় ভাই, আপনার স্ত্রীর মন আপনি জয় করতে পারছেন না? স্ত্রীর থেকে ভালোবাসা পাচ্ছেন না? সংসার জীবনে আপনার বিতৃষ্ণা এসে গেছে? দম বন্ধ হয়ে আসছে একঘেয়ে জীবনে?

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে মনে করুন এই বইটি আপনার জন্যেই। সহজ ভাষায় কিছু পথ, পদ্ধতি এবং কিছু সমাধান এখানে দেওয়া হয়েছে। জানি আমার মুখের কথায় আপনার মনে ভালোবাসা জাগবে না, তবে আমি এতটুক বলতে পারি — আপনার সুখের পথের অন্তঃরায় একটা "কিন্তু" নামক প্রশ্নের যে কাটা রয়েছে, সেটা দূর হয়ে যাবে। লুপ্ত হতে হতে আপনার ভেতরের যে ভালোবাসা হারিয়ে যেতে চলেছে, তা পুনরায় জাগ্রত হবে। জীবনকে নতুন করে বুঝতে পারবেন। সঙ্গীর সাথে চলার এক ভিন্ন পথ আবিষ্কার করে আপনি নিজেই অভিভূত হবেন।

তাহলে আর দেরি কেন, এখনই পড়া শুরু করুন। আর আপনার জীবনের তিক্ততা ভুলে গিয়ে মখমলী ভালোবাসার স্বাদে ডুবে যান কিছু প্রহর।